বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

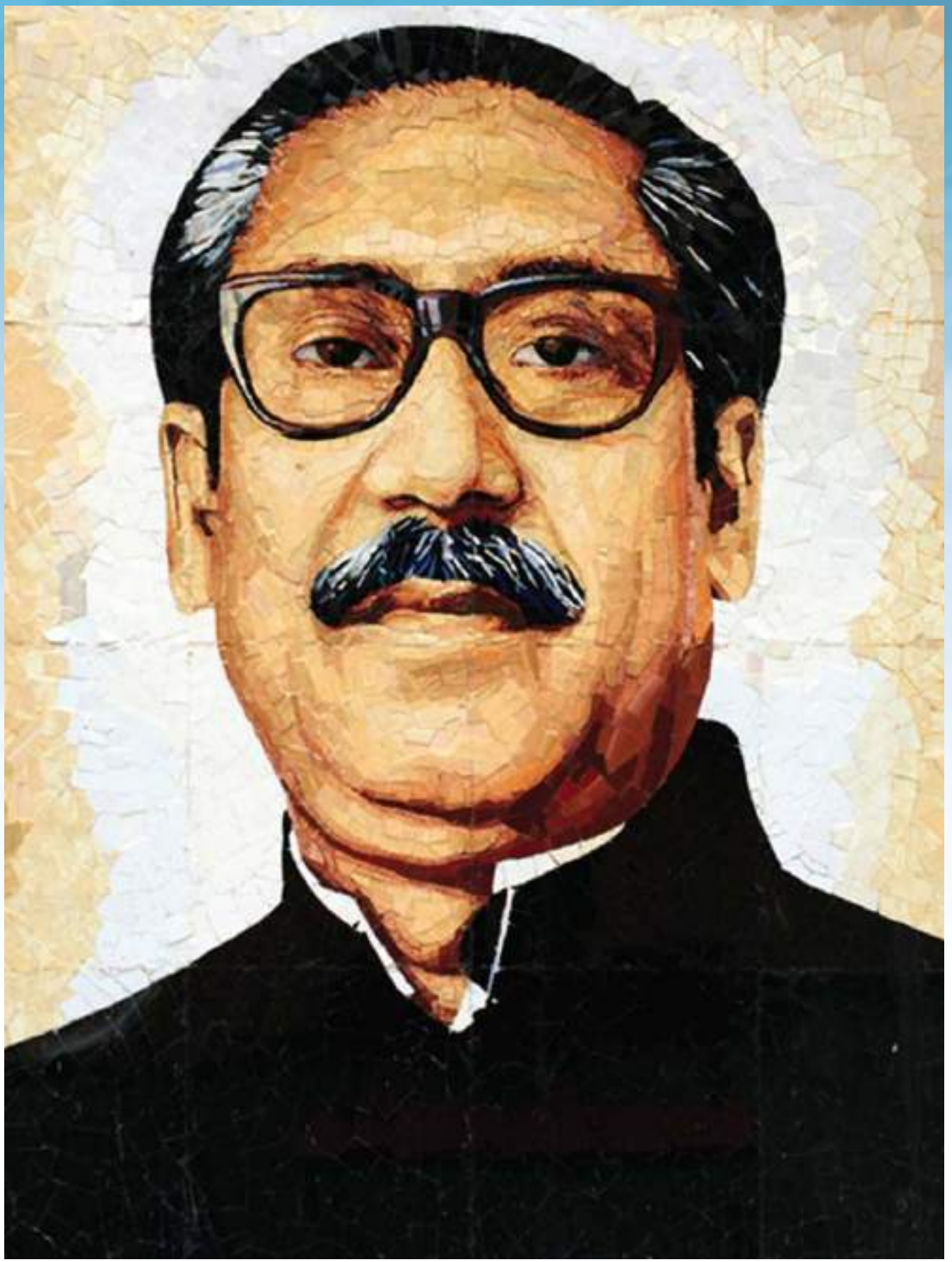

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

জাহিদ ফারুক, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

নদীমাতৃক এই বাংলাদেশে নদীর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক চিরকালীন। আর এই সম্পর্ক খানিকটা অম্লমধুর; নদী যেমন এদেশের মানুষের কাছে কখনো আশীর্বাদ হয়ে আসে, ইতিবাচক ভূমিকা রাখে জীবন-জীবিকা ও অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে, তেমনি বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে আবার কখনো নদী আসে অভিশাপ হয়েও, তার বৈরী আচরণে মানুষের দুঃখ-দুর্দশার সীমা থাকে না।

বাংলার এই চিরায়তরূপ আর আপামর জনসাধারণের স্বপ্নকে ধারণ করে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে শুরুতেই অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন দেশকে কৃষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তোলায়।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম উপস্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'স্বপ্নের সোনার বাংলা' বিনির্মাণে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও দপ্তরসমূহ পরিচালিত কার্যক্রম প্রতিবেদন থেকে ধারণা লাভ করা যাবে বলে আশা করছি।

বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ বাংলাদেশ বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক দুর্যোগের নানা ঝুঁকিতে রয়েছে। এদেশের একটি রূঢ় বাস্তবতা হলো বর্ষা মৌসুমে পানির আধিক্য এবং শুষ্ক মৌসুমে পানির স্বল্পতা। এর ফলে কখনো বন্যার কারণে কৃষকের ফসলহানি ঘটে, কখনো সেচের অভাবে উৎপাদন ব্যাহত হয়। প্রকৃতিগতভাবে এদেশের নদ-নদীর তলদেশে পলি জমে ভরাট হওয়ায় পানি ধারণ ক্ষমতা কমে যায়। ফলে বর্ষা মৌসুমে উজান থেকে অতিরিক্ত পানি প্রবাহের ফলে নদীতীরে ভাঙ্গন ও বন্যা দেখা দেয়। এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় দেশের পানি সম্পদ উন্নয়নে নিরলস ভূমিকা রাখছে।

বর্তমান সরকার মনে করে দেশের পানি সম্পদ উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবস্থাপনা জরুরি। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় দেশের বন্যানিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, শহর ও নদী তীর সংরক্ষন, উপকূলীয় অঞ্চল রক্ষা, লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ রোধ, নদীর নব্যতা বজায় রাখা, সমুদ্র থেকে নতুন ভূমি উদ্ধার ও উন্নয়ন, হাওড় অঞ্চলে আগাম বন্যা হতে শস্য রক্ষা এবং কৃষি জমিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রক্ষা করার বহুমূখী কর্মকান্ডে অবিচল ভূমিকা রেখে চলেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত শতবর্ষী 'বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০'- এর প্রাথমিক পর্যায়ের ৬৮টি জেলায় খাল খনন/পুনঃখনন কার্যক্রম চলমান আছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু এ দেশকে সোনার বাংলা বানানোর যে স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং তা বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে লক্ষ্য স্থির করেছেন সে লক্ষ্যে পৌঁছাতে বাংলাদেশ আজ এগিয়ে যাচ্ছে দুর্বার গতিতে মধ্যম আয়ের দেশ, উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ সর্বোপরি সমৃদ্ধশালী দেশে পৌঁছাতে।

এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সকলের সার্বিক মঙ্গল কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(জাহিদ ফারুক, এমপি)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

এ কে এম এনামুল হক শামীম, এমপি
উপমন্ত্রী
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শুভেচ্ছা বাণী

বহমান নদীর জলধারার মত চলমান সময়ের ঘটনাবহুল তথ্য ও স্থিরচিত্রের অপূর্ব সম্ভার বার্ষিক প্রতিবেদন। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বিবিধ কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা এই বার্ষিক প্রতিবেদনটি বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রার অনন্য একটি প্রমাণক।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের একটি স্বাধীন দেশ দিয়েছেন আর একই সাথে নদীমাতৃক বাংলাদেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা-কে সুদৃঢ় আর সুরক্ষিত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি নিজেকে পরিচয় দিতেন পানির দেশের মানুষ হিসেবে। তিনি অনুধাবন করেছিলেন - 'পানিতে আছে প্রাণ, পানিতেই আছে সমৃদ্ধি'। তাঁর দূরদর্শী চিন্তাধারা বহিঃপ্রকাশ হিসেবে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরেই ১৯৭২ সালে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার মূল ম্যান্ডেট - সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় নদীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, খাল খনন, ড্রেজার ক্রয়, সেচ পাম্প স্থাপন, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণে তাঁরই পথপরিক্রমায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৮ সালে শতবর্ষ মেয়াদী 'বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' প্রণয়ন করেছেন। নিরাপদ, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত সহিষ্ণু ব-দ্বীপ পরিকল্পনার আওতায় সমগ্র বাংলাদেশকে ৬টি হটস্পটে বিভক্ত করে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় বিগত ১৪ বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে পানি সম্পদের উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনায় প্রভূত দৃশ্যমান উন্নয়ন সাধিত এসেছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ১৭টি জেলায় ৮৯৬ কিলোমিটার নদীর তীর সংরক্ষণ কার্যক্রম, ৪৩৫৫ কিলোমিটার নদী ড্রেজিং, ১৮৭৯.০০কিঃমিঃ সেচ খাল পুনঃখনন, খননকৃত মাটির পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নদীবক্ষ হতে ৩৪.১৭ বর্গ কিলোমিটার ভূমি পুনরুদ্ধারসহ আধুনিক ও যুগোপযোগী কার্যক্রম পরিচালনা করার ফলে পানি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন অগ্রযাত্রা এখন দৃশ্যমান। প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এর বিভিন্ন ধাপে আন্তর্জাতিক মানের তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার এবং আন্তঃসীমান্ত নদীর পানি বন্টনে বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক প্রযুক্তির সন্নিবেশ করায় আগাম বন্যা ও নদী ভাঙ্গনের পূর্বাভাস প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করাসহ জনগণের জীবনমান উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, ভূমি পুনরুদ্ধার ও উন্নয়নের ধারণা বাস্তবে রূপায়নের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয় অবদানের স্বীকৃতি এখন সর্বজন সমাদৃত।

আগামীর আধুনিক, টেকসই ও জলবায়ু সহিষ্ণু পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩ প্রকাশনার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(এ কে এম এনামুল হক শামীম, এমপি)

রমেশ চন্দ্র সেন, এমপি

সভাপতি

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

শুভেচ্ছা বাণী

সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের উপরে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এ মন্ত্রণালয়ের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্যক অবহিত। দশম জাতীয় সংসদের মেয়াদে (২০১৪-২০১৮) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি মোট ৩৮টি বৈঠক আয়োজন করে। একাদশ জাতীয় সংসদ জানুয়ারি-২০১৯ থেকে শুরু হয়েছে এবং বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ সত্ত্বেও এ যাবৎ ৩১টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। দেশের পানি সম্পদের উন্নয়ন, সুষ্ঠু ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকল্পে মন্ত্রণালয়সহ অধীনস্থ সংস্থা/দপ্তরসমূহের কর্মকাণ্ড নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা, নিরীক্ষা করা এবং কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি করাসহ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক এ পর্যন্ত ৩১টি বৈঠকে ১৫৯টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কমিটির পক্ষ থেকে মন্ত্রণালয়সহ অধীনস্ত সংস্থা/দপ্তরসমূহকে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়। এ সকল বৈঠকের অধিকাংশ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে বা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। এসব নির্দেশনা ও পরামর্শ মাঠ পর্যায়ে চাহিদাভিত্তিক প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণে এবং সেগুলোর মানসম্মত বাস্তবায়নে গতিশীলতা আনয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ-জনিত ঝুঁকি, দীর্ঘ মেয়াদী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ‘বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০’ নামে একটি মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত মহাপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত ৮০টি প্রোগ্রামের মধ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এককভাবে ৪৫টি প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করবে। এই ৪৫টি প্রোগ্রামের মধ্যে ২৭টি প্রোগ্রাম ইতোমধ্যে ৫৭টি প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পগুলো বাস্তাবয়িত হলে বন্যা, জলবায়ূ পরিবর্তনসহ আন্তঃঅঞ্চল পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং ভূমি ও পানি সম্পদের সর্বোত্তম সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় গঙ্গা-পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র-যমুনা এবং মেঘনা নদীর ক্যাপিটাল ড্রেজিং ও নদী ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। নদী-ভাঙ্গন, নদী-ভরাট, লবনাক্ততা এবং জলাবদ্ধতা সমস্যা সমাধানে বৃহৎ নদীসমূহের নাব্যতা ও ধারণক্ষমতা পুনরুদ্ধারের কাজ চলছে।

বর্তমান সরকারের সময়ে দেশের পানি সম্পদ উন্নয়নের গতি বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের পানি সম্পদ খাতে চলতি ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ ৭৭৯৩.৭৫ কোটি টাকা। নদীমাতৃক বাংলাদেশে বিভিন্ন নদ-নদী ও অন্যান্য জলাধারগুলো সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব।

SDG-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কার্যক্রম, বিশ্বপানি দিবস উদযাপন, পানি ইস্যুতে আন্তর্জাতিক বৈঠকে অংশগ্রহণ, সেমিনার আয়োজনসহ বিবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। আশা করি এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

আমি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(রমেশ চন্দ্র সেন, এমপি)

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

নাজমুল আহসান
সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শুভেচ্ছা বাণী

বাংলাদেশের পানি সম্পদের কার্যকর ও সফল ব্যবস্থাপনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় হলো পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে এ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহের বিগত অর্থবছরের (২০২২-২৩) কর্মকান্ডের বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রতি বছরের ন্যায় এবারও প্রকাশিত হলো।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় পাঁচটি সংস্থা রয়েছে। এগুলো হলো বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো), পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (WARPO), যৌথ নদী কমিশন-বাংলাদেশ, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর। এছাড়া রয়েছে দুটি ট্রাস্টি বোর্ড- ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (IWM) এবং সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (CEGIS)।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সৃষ্টিলগ্ন হতে এ পর্যন্ত (২০২২-২০২৩ অর্থ-বছর পর্যন্ত) সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ছোট-বড় ৯৭০টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক এ যাবৎ ১৩৬টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১০৪৮.০৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৩০টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আগ্রহ ও নির্দেশনায় দেশের নদ-নদীসমূহে ক্যাপিটাল ড্রেজিং করে নদীর পানি ধারণক্ষমতা ও নাব্যতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এছাড়া বন্যার প্রকোপ সহনীয় মাত্রায় রাখতে ড্রেজিং সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এলক্ষ্যে ২১টি ড্রেজার ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বিভিন্ন মেয়াদে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ সংস্থাসমূহ আইন/নীতিসমূহ প্রণয়ন করেছে, যার মধ্যে জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯, বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩, বাংলাদেশ পানি বিধিমালা ২০১৮, হাওর মাস্টার প্ল্যান ২০১২ উল্লেখযোগ্য।

এ বার্ষিক প্রতিবেদনটিতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সংস্থাসমূহের চলমান কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সার্বিক চিত্র পাওয়া যাবে। এ সকল কার্যক্রম ও পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন পানিসম্পদ খাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

২০/১২/২০

নাজমুল আহসান

প্রকাশনা কমিটি

১।	**মল্লিক সাঈদ মাহবুব** অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
২।	**মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী** মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	সদস্য
৩।	**এস, এম শহিদুল ইসলাম** মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
৪।	**মোঃ আখতারুজ্জামান** মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
৫।	**মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান, পিএএ** যুগ্মসচিব (উন্নয়ন-১), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬।	**এস এম আবু হোরায়রা** মহাপরিচালক, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট	সদস্য
৭।	**মাহফুজা আকতার** যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট অধিশাখা), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮।	**ড. মোহাম্মদ আবুল হোসেন** সদস্য, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ	সদস্য
৯।	**আব্দুল্লাহ আল আরিফ** যুগ্মসচিব (রিফর্ম ম্যানেজমেন্ট এন্ড পলিসি রিসার্চ সেল), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০।	**মোঃ রফিকুল ইসলাম চৌবে** চীফ মনিটরিং, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
১১।	**মালিক ফিদা এ খান** নির্বাহী পরিচালক, সিইজিআইএস	সদস্য
১২।	**মোঃ জহিরুল হক খান** নির্বাহী পরিচালক, আইডব্লিউএম	সদস্য
১৩।	**মোহাঃ ইউসুফ হারুন খান** প্রোগ্রামার, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৪।	**আব্দুল লতিফ মোল্লা** যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

প্রকাশক

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

প্রকাশকালঃ ১৫ অক্টোবর ২০২৩

মুদ্রণ

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

সম্পাদনা পরিষদ

১	**আব্দুল লতিফ মোল্লা** যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
২	**মোহাম্মদ মোবাশশেরুল ইসলাম** উপ-সচিব (উন্নয়ন-২), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩	**সুজিত হাওলাদার** উপসচিব (প্রশাসন-২), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪	**শাহ ইয়ামিন-উল ইসলাম** উপসচিব (পরিকল্পনা-১), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫	**নুরজাহান খানম** সিনিয়র সহকারী সচিব ও উপপরিচালক, বাংলাদেশ হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
৬	**মেহরুবা ইসলাম** সিনিয়র সহকারী সচিব (রিফর্ম ম্যানেজমেন্ট এন্ড পলিসি রিসার্চ সেল)	সদস্য
৭	**মোঃ দেলোয়ার হোসেন** সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)	সদস্য
৮	**মোহাঃ শহীদুল্লাহ কায়সার** সিস্টেম এনালিস্ট, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯	**মোহাম্মদ মাসুদ আলম** মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	সদস্য
১০	**ড. মুনিরুজ্জামান খান** মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট	সদস্য
১১	**মোঃ আনোয়ার কাদির** উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ	সদস্য
১২	**শংকর চন্দ্র সিংহ** এসোসিয়েট স্পেশালিস্ট, সেন্টার ফর ইনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম	সদস্য
১৩	**মোঃ সামিউন নবী** ম্যানেজার (বিজনেস), ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং	সদস্য
১৪	**মুহাম্মদ শহিদ শিকদার** প্রোগ্রামার, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
১৫	**আ. স. ম সুজা** সহকারী সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৬	**মোহাঃ ইউসুফ হারুন খান** প্রোগ্রামার, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়: পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ১

কর্ম-পরিধি ১
সাংগঠনিক কাঠামো, জনবল ও অর্গানোগ্রাম এবং কর্মবণ্টন ও কর্মসম্পাদন ২
২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ (অনুন্নয়ন/উন্নয়ন) ও ব্যয় ৫
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিঃ বিগত ০৪ বছরের সাফল্য ৫
প্রশিক্ষণ ৫
বিবিধ বৈশ্বিক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ৫
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৫
ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ ৬
প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ ১৩
জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা ১৪
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত সংস্থাসমূহের আইন পরিচিতি ১৪

দ্বিতীয় অধ্যায়: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ২৫

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সৃষ্টি ২৫
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পরিচিতি ২৫
পরিচালনা পরিষদ ২৫
বাপাউবোর কার্যাবলী ২৬
জনবল ২৬
সাংগঠনিক কাঠামো ২৭
পদ সৃজন ২৮
জনবল নিয়োগ: ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে নিয়োগ চিত্র ২৮
নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান ২৮
মানব সম্পদ উন্নয়ন ২৯
বাপাউবো'র প্রকল্পে অর্থায়ন ২৯
২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২৯
২০২২-২০২৩ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটে সম্পাদিত কার্যক্রম ৩০
২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ ৩০
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন ৩৩
২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়িত ২টি প্রতিশ্রুতি ৩৩
২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সমাপ্ত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ ৩৩
২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহ ৩৫
২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অনুমোদিত উল্লেখযোগ্য নতুন প্রকল্পসমূহ ৩৭
জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় গৃহীত প্রকল্প ৩৮
প্রকৃতি নির্ভর পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা ৩৮
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সেচ প্রকল্পের অবদানঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ কৃষি ও পরিবেশ ৩৮

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের রুটিন কার্যক্রম ৩৯
পানি বিজ্ঞান (Hydrology) এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের কার্যক্রম ৪২
বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের কার্যক্রম ৪৭
ড্রেজার পরিদপ্তরের কার্যক্রম ৫০
যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তরের কার্যক্রম ৫১
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রম ৫২
জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম ৫৫
কন্ট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট এর কার্যক্রম ৫৬
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) কার্যক্রম ৫৭
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ৭২
জুন, ২০২৩ পর্যন্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত অবকাঠামো তালিকা ৭৫
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০২২-২০২৩ সালের বিভিন্ন কার্যক্রম ৭৬

তৃতীয় অধ্যায়: পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) ৮১

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) এর ভিশন ও মিশন ৮১
ওয়ারপো'র কার্যপরিধি দায়িত্বসমূহ ৮১
২০২২-২৩ অর্থবছরে ওয়ারপোর কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ ৮২
১। প্রশাসনিক এবং আর্থিক বিষয় সংক্রান্ত ৮২
২। বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা,২০১৮ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ৮৫
৩। পানি সম্পদ উন্নয়ন খাতের ছাড়পত্র প্রদান ৮৫
৪। অনাপত্তি প্রদান কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন ৮৬
৫। ফি বা সেবামূল্য সংক্রান্ত ৮৬
৬। 'জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার' (এনডব্লিউআরডি) ৮৬
৭। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) বাস্তবায়ন ৮৭
৮। প্রকল্প বাস্তবায়ন ৮৮
ওয়ারপো'র ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র ৯১
বঙ্গবন্ধু কর্ণার ৯২
উত্তম চর্চা ৯২
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) এর ফটোগ্যালারি ৯৫

চতুর্থ অধ্যায়: নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট (নগই) ৯৯

উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী ৯৯
সাংগঠনিক কাঠামো ৯৯
পরিচালনা বোর্ড ১০০
কর্মকান্ড ও জনবল ১০০
পরিদপ্তর ভিত্তিক কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ১০০

পঞ্চম অধ্যায়: যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ ১১৫

গঠন ও জনবল ১১৫
জনবলের বিবরণ (জুন, ২০২৩ অনুযায়ী) ১১৬
অনুমোদিত যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদির বিবরণ (টিওএন্ডই) ১১৭
কার্যাবলী ১১৭

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের বিবরণ ১১৮
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন ১২৭
টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals) বিষয়ক কার্যক্রম ১২৭
United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) এর সভায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অংশগ্রহণ ১২৭
প্রশিক্ষণ ১২৮
২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় ১২৮

ষষ্ঠ অধ্যায়: বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর ১৩১

অধিদপ্তরের গঠন ১৩১
যানবাহন ও অন্যান্য স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের টিওএন্ডইভূক্ত চেকলিস্ট ১৩৯
বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২২-২০২৩ বছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ১৩৯
বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের ই-সার্ভিস ১৪০
২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশ মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার সম্পর্কত তথ্য ১৪০
হাওর ও জলাভূমি এলাকার উন্নয়ন কার্যক্রম মনিটরিং ও সমন্বয় ১৪১

সপ্তম অধ্যায়: ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং ১৫৫

ট্রাস্ট হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা ১৫৫
অধিক্ষেত্র ১৫৫
ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং এর জনবল ১৫৬
মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ ১৫৬
প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ১৫৭
আইডব্লিউএম কর্তৃক সম্পাদিত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহের তালিকা ১৬১
আইডব্লিউএম কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে চলমান গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহের তালিকা ১৬৪
বহির্বিশ্বে আইডাব্লিউএম এর কাজের অভিজ্ঞতা ১৭৫
উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি ১৭৮
আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার আইডব্লিউএম ভবন পরিদর্শণ ১৮১
গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষর ১৮২
গুরুত্বপূর্ণ কর্মশালা ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর ১৮৩
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসে IWM এর অংশগ্রহণ, ২০২২-২০২৩ ১৮৫

অষ্টম অধ্যায়: সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস ১৯১

অধিক্ষেত্র ১৯১
কাজের পরিধি ও বিশেষজ্ঞ জনবল ১৯২
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবস্থা ১৯২
এনভায়রনমেন্টাল ল্যাবরেটরি ও মাঠপর্যায়ে ব্যবহৃত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিসমূহ ১৯৩
আন্তর্জাতিক মান সংস্থা (ISO) কর্তৃক সনদ অর্জন ১৯৬
সিইজিআইএস কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত এবং চলমান গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সমীক্ষা/ গবেষণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ১৯৭

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ ২১৫
সিইজিআইএস ভবন নির্মাণ প্রকল্প ২১৫

পরিশিষ্ট-১ ২১৫

২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের ৩০-০৬-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ ২১৫

পরিশিষ্ট-২ ২৩৫

২০২২-২০২৩ অর্থ-বছর পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিবরণী ২৩৫

পরিশিষ্ট-৩ ২৪১

২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফাণ্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ২৪১

পরিশিষ্ট-৪ ২৪৫

বাপাউবো'র ২৫ বছর মেয়াদী খসড়া পরিকল্পনা ২৪৫

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

www.mowr.gov.bd

প্রথম অধ্যায়: পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও নিষ্কাশন, নদীতীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, ব–দ্বীপ উন্নয়ন, ভূমি পুনরুদ্ধার সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করে। এছাড়া ব্যারেজ, রেগুলেটর, স্লুইস গেট, খাল, বেড়িবাঁধ, রাবার ড্যাম, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ, খাল খনন-পুনঃখননের মাধ্যমে সেচ, জলাবদ্ধতা নিরসন, বন্যা প্রতিরোধ, নদীর তীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, ভূমি পুনরুদ্ধার, পানি অবকাঠামো নির্মাণ ও সহায়ক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে বাংলাদেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনাকে সুসংহত করা হচ্ছে।

কর্মপরিধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রুলস অব বিজনেস এর এলোকেশন অব বিজনেস অনুযায়ী পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধি নিম্নরূপ:

১. নদী ও নদী উপত্যকাসমূহের নিয়ন্ত্রণ/ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়ন;

২. সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণসহ জলাবদ্ধতা প্রতিরোধ, পানি নিষ্কাশন ও ভাঙ্গন প্রতিরোধকল্পে কর্মপন্থা/নীতিমালা এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান;;

৩. সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম, বন্যার কারণ, বন্যার ক্ষয়ক্ষতি সংশ্লিষ্ট সমুদয় বিষয়াবলী যা সেচ প্রকল্পসমূহ এবং বাঁধের সাথে সম্পৃক্ত;

৪. নদী ও নদী উপত্যকাসমূহ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট মৌলিক, ভিত্তিগত/মুখ্য এবং প্রায়োগিক গবেষণা;

৫. বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি সম্পদ উন্নয়ন খাতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা;

৬. সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক কমিশন এবং সম্মিলন;

৭. পানি উন্নয়ন বোর্ড এর প্রকল্পের আওতায় খাল খনন এবং রক্ষণাবেক্ষণ; খাল খনন কর্মসূচির অধীনে পানি ব্যবস্থাপনায় বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;

৮. মৃত্তিকা সংরক্ষণ, পানি নিষ্কাশন এবং জলাবদ্ধতা নিরসন;

৯. পানি সংরক্ষণ, জলাধার, বাঁধ ও ব্যারেজ নির্মাণ;

১০. ভূমি পূনরুদ্ধার, নদীর মোহনা নিয়ন্ত্রণ;

১১. লবনাক্ততা ও মরুকরণ প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম;

১২. হাইড্রোলজিকাল জরিপ এবং উপাত্ত সংশ্লিষ্ট;

১৩. যৌথ নদী কমিশন, যৌথ কমিটি, স্ট্যান্ডিং কমিটি ইত্যাদি এবং আন্তঃসীমান্ত নদী সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী;

১৪. প্রশাসনিক সচিবালয় এবং আর্থিক বিষয়াবলী;

১৫. পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন অধিদপ্তর- দপ্তর- সংস্থাসমূহের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ;

১৬. পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যাস্ত বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে মৈত্রী স্থাপন এবং বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বৈশ্বিক সংস্থার সাথে সমঝোতা চুক্তিকরণ;

১৭. পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সমুদয় আইন;

১৮. পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যাস্ত বিষয় সংশ্লিষ্ট অনুসন্ধান ও পরিসংখ্যান;

১৯. কোর্ট ফি ব্যতীত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যাস্ত যেকোন বিষয় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকার ফি আদায়;

এছাড়াও জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ অনুযায়ী সকল পানি সম্পদ খাতের সকল কার্যক্রমের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের জন্য ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন করা সহ নিম্নোক্ত কার্যাদি সম্পাদন পাসম এর দায়িত।

- পানি দুষ্প্রাপ্য এলাকায় জরুরি সময়ে প্রাধিকারভিত্তিতে পানি বণ্টনের ক্ষমতা প্রয়োগ; এ লক্ষ্যে জনসাধারণকে অবহিত রেখে পানি দুষ্প্রাপ্য চিহ্নিত এলাকার ভূ-গর্ভস্থ পানির অগভীর স্তর অক্ষুণ্ন রেখে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ;
- প্রতি বৎসর পানির স্বল্পতা দেখা দেয়, এরুপ এলাকায় খরা মোকাবেলার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিবীক্ষণ ও জরুরি পরিকল্পনা প্রস্তুত করা;
- চরম খরাকালীন সময়ে স্থানীয় সরকার বা যে কোন সংস্থাকে খরা কবলিত এলাকায় পানি সরবরাহের নির্দেশ প্রদান করা এবং পানির উৎস নিয়ন্ত্রণসহ প্রয়োজনীয় আইন প্রয়োগ করা;
- নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি প্রদানের জন্য বেসরকারি ও গোষ্ঠীভিত্তিক সংস্থাকে পানির অধিকার প্রদান করা;
- নদী/চ্যানেলের প্রবাহ অক্ষুণ্ন রাখতে প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন পানি প্রবাহ নিশ্চিত করা।

সাংগঠনিক কাঠামো

রুলস অব বিজনেস ১৯৯৬ অনুযায়ী মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে সচিব মহোদয় মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ/সংশ্লিষ্ট ০৭টি সংস্থাসমূহের [বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, যৌথ নদী কমিশন; বাংলাদেশ, ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (আইডব্লিউএম) এবং সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (CEGIS)] কার্যক্রম আইন অনুযায়ী নিষ্পন্ন করেন। তিনি প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার হিসেবে সচিব মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ/সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের ব্যয়ের যথার্থতা নিশ্চিতকরণের দায়িত্ব পালন করেন।

সার্বিকভাবে মন্ত্রণালয়ের সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য ৪টি অনুবিভাগ ও ১টি ইউনিট রয়েছে। এগুলো হলো: (১) প্রশাসন অনুবিভাগ, (২) উন্নয়ন-১ অনুবিভাগ, (৩) উন্নয়ন-২ অনুবিভাগ (৪) পরিকল্পনা অনুবিভাগ এবং রিফর্ম ম্যানেজমেন্ট এন্ড পলিসি রিসার্চ সেল।

প্রশাসন অনুবিভাগ

প্রশাসন অনুবিভাগ হতে মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহের প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়। এ অনুবিভাগের দায়িত্বে ১ জন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে ১ জন যুগ্মসচিব, ২ জন সিনিয়র সহকারী সচিব ও ১ জন সহকারী সচিব পদায়িত আছেন। এছাড়া প্রশাসন অধিশাখার অধীনে হিসাবরক্ষণ শাখায় ১ জন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, কম্পিউটার সিস্টেম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১ জন সিস্টেম এনালিস্ট ও ১ জন প্রোগ্রামার কর্মরত আছেন। বাজেট ও অডিট অধিশাখা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও এর সংস্থাসমূহের বাজেট বরাদ্দ ও অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। বাজেট ও অডিট অধিশাখার দায়িত্বে ১ জন যুগ্মসচিব, ১ জন উপসচিব ও ২ জন সিনিয়র সহকারী সচিব এবং ১ জন সহকারী সচিব এর পদ সৃজিত আছে।

উন্নয়ন অনুবিভাগ

উন্নয়ন অনুবিভাগ হতে উন্নয়ন সহযোগী দেশ, সংস্থা ও আন্তর্জাতিক ব্যাংকসমূহের সাথে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার যোগাযোগ, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং করা হয়। উন্নয়ন অনুবিভাগে একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে ২ জন যুগ্মসচিব, ৩ জন উপসচিব এবং ২ জন সিনিয়র সহকারী সচিব দায়িত্ব পালন করছেন।

পরিকল্পনা অনুবিভাগ

পরিকল্পনা অনুবিভাগ হতে সকল প্রকল্পের অনুমোদন গ্রহণের সার্বিক প্রক্রিয়া সম্পাদন, স্থানীয় অর্থায়নে গৃহীত সকল প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এবং এডিপিভুক্ত সকল প্রকল্পের অর্থছাড় করা হয়। পরিকল্পনা অনুবিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত একজন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তার অধীনে ৭ জন উপসচিব ও ১ জন সিনিয়র সহকারী সচিব কর্মরত আছেন।

রিফর্ম ম্যানেজমেন্ট এন্ড পলিসি রিসার্চ সেল

গবেষণাধর্মী বিশেষায়িত কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে রিফর্ম ম্যানেজমেন্ট এন্ড পলিসি রিসার্চ সেল সৃজন করা হয়। এই ইউনিট এর আওতায় আইন বিধি প্রণয়ন সংস্কার, উদ্ভাবনী কার্যক্রম চিহ্নিতকরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। রিফর্ম ম্যানেজমেন্ট এন্ড পলিসি রিসার্চ সেল এর দায়িত্বে একজন অতিরিক্ত সচিবের (অতিরিক্ত দায়িত্ব) নেতৃত্বে ১ জন যুগ্মসচিব, ১ জন উপসচিব এর পদ সৃজিত আছে।

জনবল

মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত মোট জনবল হলো ১৩৫ জন। তন্মধ্যে ১ম থেকে ৯ম গ্রেডের কর্মকর্তা স্থায়ী-অস্থায়ী মোট ৩৯ জন, ১০ম গ্রেডের কর্মকর্তা ২৯ জন, ১১তম থেকে ১৬তম গ্রেডের কর্মচারী (স্থায়ী-অস্থায়ী) ৩২ জন এবং ১৭তম থেকে ২০তম গ্রেডের কর্মচারী (স্থায়ী-অস্থায়ী) ৩৫জন।

মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিবরণ

			অনুমোদিত পদ		
গ্রেড	ক্রমিক নং	পদের নাম	স্থায়ী	অস্থায়ী	মোট
১ম-৯ম	১.	সিনিয়র সচিব/ সচিব	১	০	১
	২.	অতিরিক্ত সচিব	২	০	২
	৩.	যুগ্ম-সচিব	৪	০	৪
	৪.	উপ-সচিব	৮	০	৮
	৫.	সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	১৯	০	১৯
	৬.	সিস্টেম এনালিস্ট	১	০	১
	৭.	প্রোগ্রামার	১	০	১
	৮.	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	০	১
	৯.	সহকারী প্রোগ্রামার	১	০	১
	১০.	সহঃ মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিঃ	১	০	১
মোট (১ম-৯ম গ্রেড)			৩৯	০	৩৯
১০ম	১.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৪	১	১৫
	২.	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১০	২	১২
	৩.	লাইব্রেরিয়ান	১	০	১
	৪.	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	০	১
মোট (১০ম গ্রেড)			২৬	৩	২৯
১১-১৬তম	১.	হিসাবরক্ষক	১	০	১
	২.	ক্যাশিয়ার	১	০	১
	৩.	সাঁট মুদ্রাঃ কাম কম্পিঃ অপাঃ	১২	০	১২
	৪.	কম্পিউটার অপারেটর	৪	০	৪
	৫.	অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রাঃ	১১	১	১২
	৬.	ডুপ্লেকেটিং মেশিন অপারেটর	১	০	১
মোট (১১তম-১৬তম গ্রেড)			৩০	১	৩১
১৭তম-২০তম	১.	ক্যাশ সরকার	১	০	১
	২.	অফিস সহায়ক	৩২	৩	৩৫
মোট (১৭তম-২০তম গ্রেড)			৩৩	৩	৩৬
সর্বমোট			১২৮	৭	১৩৫

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম (২০১৭-২০১৮)

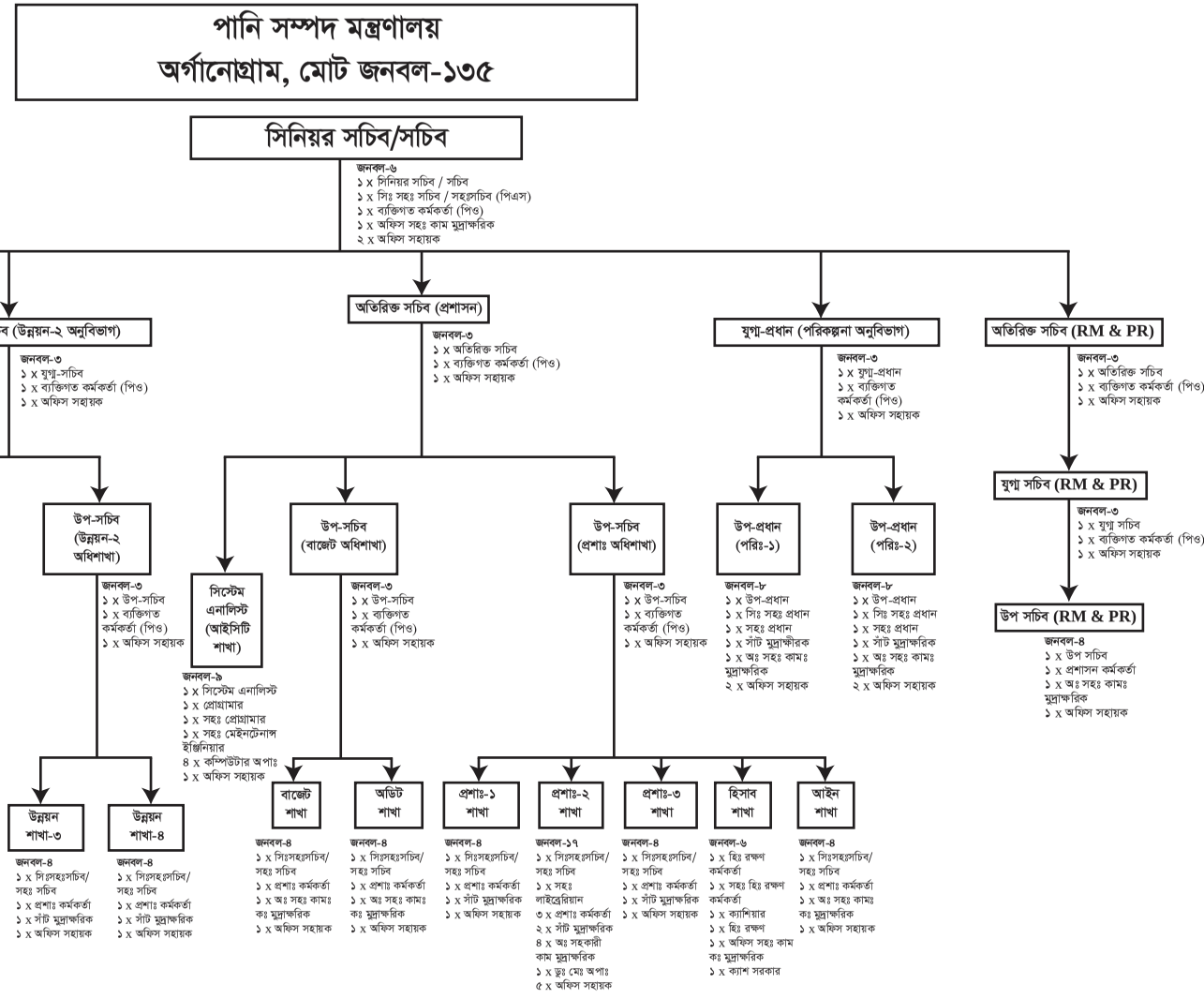

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ (অনুন্নয়ন/উন্নয়ন) ও ব্যয়

মন্ত্রণালয়/সংস্থা	২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)		২০২২-২৩ অর্থবছরের ব্যয় (লক্ষ টাকা)		মন্তব্য
	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	২২২৩০৭.০৮	১১৩৩২২৪.০০ (ব্যয়যোগ্য) ৮৮০৭৩৬.০০	২১১২৪৩.৫৯	৮৬৪৯৫২.৩৫	ভৌত অগ্রগতি ৯১.৮৬% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৯৮.২১%।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিঃ বিগত ০৪ বছরের সাফল্য

ক্রমিক নং	অর্থবছর	অর্জিত স্থান	মন্তব্য
০১	২০১৮-২০১৯	৪র্থ	মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে শীর্ষ ১০ এ অবস্থান
০২	২০১৯-২০২০	৫ম	
০৩	২০২০-২০২১	৪র্থ	
০৪	২০২১-২০২২	৮ম	

প্রশিক্ষণ

অভ্যন্তরীন	বৈদেশিক
২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরে স্থানীয় প্রশিক্ষণঃ ২০২২-২৩ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ের ১ম-৯ম গ্রেডসহ ১০ম-২০তম গ্রেড পর্যন্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ৬০ ঘন্টার অভ্যন্তরীন পশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ৬৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারি স্থানীয় প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরে বিদেশে প্রশিক্ষণঃ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ১৩ জন কর্মকর্তা ২০২২-২৩ অর্থ-বছরে বিদেশে সেমিনার/কর্মশালা/সিম্পোজিয়াম/শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণ করেন।

বিবিধ বৈশ্বিক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন অগ্রগতি

২০৩০ সাল নাগাদ জাতিসংঘ ঘোষিত ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রার ১৭টি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ সরকার দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ। জলবায়ু পরিবর্তন এবং ভবিষ্যতের প্রয়োজন বিবেচনায় ফলপ্রসু বাস্তবায়নকে গুরুত্ব দিয়ে খাতভিত্তিক জাতীয় ও বৈশ্বিক লক্ষ্য এবং পরিকল্পনাসমূহকে দীর্ঘমেয়াদী কৌশলের সাথে সমন্বয় করার চ্যালেঞ্জ সরকার গ্রহণ করেছে। এসডিজির এই চ্যালেঞ্জ উত্তরণে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ৩টি লক্ষ্যমাত্রা (৬.৫, ৬.৬, ১৪.২) অর্জনে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। SDG ৬.৫ লীড, ১টি লক্ষ্যমাত্রা (৬.এ) অর্জনে কো-লীড এবং ২০টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এসোসিয়েট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এসডিজি লক্ষ্য ৬.৫.১ (Degree of integrated water resources management implementation (0-100)) এর ফোকাল সংস্থা হিসেবে দায়িত্বরত। UNEP কর্তৃক সরবরাহকৃত প্রশ্নাবলী যথাযথভাবে পূরণকরতঃ এসডিজি বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে জাতিসংঘ, SDG Tracker, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোতে দাখিল করা হচ্ছে। ২০১৭ সালে UNEP প্রণীত গাইডলাইন অনুসারে বাংলাদেশের স্কোর ছিল ৫০। ২০২০ সালের অগ্রগতি প্রতিবেদন অনুযায়ী আমাদের স্কোর ৫৮, যা দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ। এছাড়াও যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ লক্ষ্যমাত্রা ৬.৫.২ (Proportion of transboundary basin area with an operational arrangement for water cooperation) বাস্তবায়নে কাজ করছে। ২০২২ সাল পর্যন্ত সমগ্র এইগ বেসিন এলাকায় ৩৮% কো-অপারেশন এর আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

ছক: এসডিজি সূচক সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচিতি

ক্রঃনং	প্রকল্পের ধরণ		এসডিজি সূচক
০১	সেচ প্রকল্প	»»»	১.৫, ২.৪, ৬.৪, ৬.৫, ৬.৬, ১১.৫, ১২.২, ১৫.১
০২	বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন	»»»	১.৫, ২.৪, ৬.৪, ৬.৫, ৬.৬, ১১.৫, ১৫.১
০৩	বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ	»»»	১.৫, ২.৪, ৬.৪, ৬.৫, ৬.৬, ১১.৫, ১২.২, ১৫.১
০৪	বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন, সেচ ও ড্রেজিং	»»»	১.৫, ২.৪, ৬.৪, ৬.৫, ৬.৬, ১১.৫, ১২.২, ১৩.১, ১৫.১
০৫	রিভার ম্যানেজম্যান্ট/নদী ব্যবস্থাপনা	»»»	১.৫, ২.৪, ৬.৪, ৬.৫, ৬.৬, ১২.২, ১৫.১
০৬	নদী পুনরুদ্ধার	»»»	১.৫, ৬.৩, ৬.৫, ৬.৬, ১১.৫, ১৫.১
০৭	সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা	»»»	১.৫, ২.৩, ৬.৪, ৬.৫, ৬.৬, ১১.৫, ১২.২, ১৩.১, ১৫.১, ১৫.৩
০৮	ড্রেজিং/খনন	»»»	১.৫, ২.৪, ৬.৫, ৬.৬, ১২.২, ১৫.১
০৯	প্রতিরক্ষা/নদী তীর সংরক্ষণ কাজ	»»»	১.৫, ২.৪, ৬.৫, ৬.৬, ১১.৫, ১২.২
১০	উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন / হাওড় ব্যবস্থাপনা	»»»	১.৫, ২.৪, ৫.৫, ৬.৪, ৬.৫, ৬.৬, ১১.৫, ১৩.১, ১৪.১, ১৪.২, ১৫.১
১১	পোল্ডার পুনবার্সন	»»»	১.৫, ২.৪, ৬.৫, ৬.৬, ১২.২, ১৩.১, ১৫.১
১২	চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন	»»»	১.৫, ২.৪, ৫.৫, ৬.৫, ৬.৬, ১১.৫, ১৩.১, ১৪.১, ১৪.২, ১৫.১
১৩	ক্রস ড্যাম নির্মাণ	»»»	১.৫, ২.৩, ৬.৫, ৬.৬, ১৩.১, ১৫.৩
১৪	অন্যান্য প্রকল্প	»»»	৬.৫

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০

জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকির কারণে পানি, জলবায়ু, পরিবেশ ও ভূমির টেকসই ব্যবস্থার দীর্ঘ মেয়াদি চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় "বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০" নামে একটি মহাপরিকল্পনা ২০১৮ সালে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। এ মহাপরিকল্পনার আওতায় ২০১৭-২০৩০ অর্থ বছরে ছয়টি হট স্পটে ৬৫টি এবং ক্রস-কাটিং এর আওতায় ১৫টি অর্থাৎ মোট ৮০ টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এর মূল উদ্দেশ্য হলো ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র নির্মূল ও মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হওয়া। এ লক্ষ্য অর্জনে 'বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০' এ জলবায়ু পরিবর্তন, বন্যা, খরা, নদী ভাঙ্গণ, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং ঘুর্নিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস কে চ্যালেঞ্জ হিসেবে ধরা হয়েছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এর নির্দেশনায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড 'বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০' এর ৬টি অভীষ্ট অর্জনে flexible and adaptive approach অনুসরণ করে নিরলসভাবে করছে।

বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এর নির্দিষ্ট অভীষ্টসমূহ

অভীষ্ট ১: বন্যা ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিপর্যয় থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
অভীষ্ট ২: পানির নিরাপত্তা এবং পানি ব্যবহারে অধিকতর দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
অভীষ্ট ৩: সমন্বিত ও টেকসই নদী অঞ্চল এবং মোহনা ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা;
অভীষ্ট ৪: জলাভূমি এবং বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ এবং তাদের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা;
অভীষ্ট ৫: অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যকর প্রতিষ্ঠান ও ন্যায়সঙ্গত সুশাসন গড়ে তোলা; এবং
অভীষ্ট ৬: ভূমি ও পানি সম্পদের সর্বোত্তম সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড 'বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০' এর উদ্দেশ্য অর্জনে নিম্নের বিষয়সমূহ সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে।

শতবর্ষী এই ব-দ্বীপ পরিকল্পনায় ৬টি হটস্পট (উপকূলীয় অঞ্চল, বরেন্দ্র ও খরা প্রবণ অঞ্চল, হাওর ও আকস্মিক বন্যা প্রবণ অঞ্চল, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল, নদী ও মোহনা অঞ্চল এবং নগরাঞ্চল-) নির্ধারণ ৩৩ ধরণের চ্যালেঞ্জ শনাক্ত করা হয়েছে। এই মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে ২০৩০ সাল নাগাদ দেশের টেকসই উন্নয়নে সরকার প্রায় ৩৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ৩,১৪,৫০০ কোটি টাকা) বিনিয়োগ করবে, যার প্রায় ৮০% বাস্তবায়ন করবে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো)। ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নে ২০৩০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের জিডিপি'র ২.৫০% বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে। তন্মধ্যে ২% অর্থায়ন সরকারী খাত হতে এবং ০.৫০% অর্থায়ন বেসরকারি খাতে হতে নির্বাহ করা হবে।

এই মহাপরিকল্পনায় বিনিয়োগ অগ্রাধিকার হিসাবে Investment Plan-এ মোট ৮০টি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে তন্মধ্যে ৬৫টি ভৌত অবকাঠামো সংক্রান্ত প্রকল্প এবং ১৫টি প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও দক্ষতা উন্নয়ন এবং গবেষণা প্রকল্প।

চিহ্নিত ৮০টি কার্যক্রমের মধ্যে বাপাউবো ৫৯টি (৪৫টি সরাসরি এবং ১৪টি ক্রসকাটিং) প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। বর্তমানে বাপাউবো প্রায় ৪০৮৭৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৮টি প্রোগ্রামের আওতায় ৫৯টি উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে যার ১২টি প্রকল্প (৩২০৮ কোটি টাকা) ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে এবং ৪৭টি প্রকল্প (৪৫, ১৫৭ কোটি টাকা) চলমান আছে। এছাড়া, বাপাউবো'র চলমান এবং সমাপ্ত অন্যান্য এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহ পরোক্ষভাবে ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এসব প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে বাঁধ নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ, নদ-নদী ও খাল খনন, পোল্ডার পুনবার্সন, নদীর তীর রক্ষা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, নদী ব্যবস্থার পুনরুদ্ধার, হাইড্রলিক তথ্য সেবা ও আগাম সর্তকীকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, বনায়ন ইত্যাদি এর ফলে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পানি সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন।

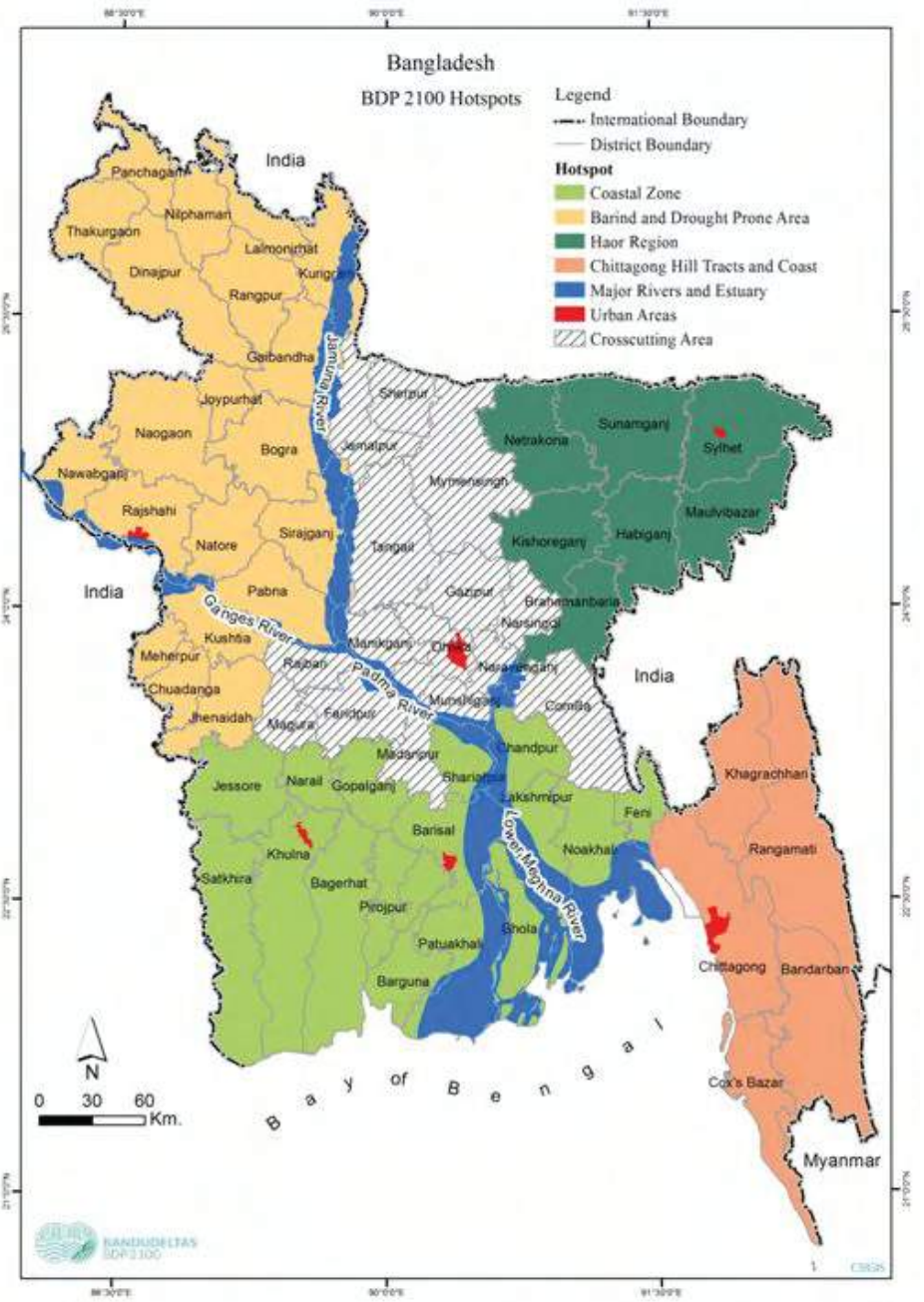

চিত্র: বাংলাদেশ ব-দ্বীপ বেসিন ম্যাপ

ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এর Investment Plan-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ:

ক্র: নং	ডেল্টা প্ল্যান- ২১০০ এ প্রস্তাবিত কার্যক্রম	বাপাউবো গৃহীত প্রকল্পের নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মেয়াদকাল	মন্তব্য
১	West Gopalganj Integrated Water Management Project (Project Code: CZ 1.8/1.21)	পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় পর্যায়)।	১৩৫৫১.৪৪	জানুয়ারি, ২০২১ হতে জুন, ২০২৩	চলমান
২	Improved Drainage in the Bhabadha Area (Project Code: CZ 1.11/1.38)	কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)।	৫৩১০৭.০০	জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৪	চলমান
৩	Development of Water Management Infrastructure in Bhola Island. (Project Code: CZ 1.26)	ভোলা জেলার দৌলতখান উপজেলাধীন দৌলতখান পৌরসভা ও চকিঘাট এবং অন্যান্য অধিকতর ঝুঁকিপুর্ণ এলাকা মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প।	৫৫৭৩৮.৬৯	জানুয়ারি, ২০২১ হতে জুন, ২০২৪	চলমান
৪	Char Development and Settlement Project (Project Code: CZ 1.3)	চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-(ব্রীজিং) (অতিরিক্ত অর্থায়ন)।	৩১১৫৯.১৮	জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৪	চলমান
৫	Morphological Dynamics of Meghna Estuary for Sustainable Char Development (Project Code: CZ 1.39)	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার নলের চরে নির্মিত অবকাঠামোসমূহ মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষার্থে প্রতিরক্ষামূলক কাজ।	৩৪৮৮৪.১৮	সেপ্টেম্বর, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৬	এডিপি বহির্ভূত অনুমোদিত প্রকল্প
৬	Program for Implementation of Rationalized Water Related Interventions in Gorai-Passur Basin (Project Code: CZ 1.41)	গড়াই নদী ড্রেজিং ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৬৭৩৭৩.৩৫	অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৪	চলমান
		দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণ প্রকল্প (কম্পোনেন্ট-১, বাপাউবো অংশ)।	৭৫৭৮১.০০	জানুয়ারি, ২০২২ হতে ডিসেম্বর, ২০২৫	চলমান
		পানগুছি নদীর ভাঙন হতে বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ উপজেলা সদর এবং সংলগ্ন এলাকা সংরক্ষণ এবং বিষখালী নদী পুনঃখনন প্রকল্প।	৬৫৮৮৩	এপ্রিল, ২০২২ হতে জুন, ২০২৪	চলমান
		ফরিদপুর জেলার মধুমতি নদীর বামতীরের ভাঙ্গন হতে শহীদ বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ স্মৃতি যাদুঘর সংযোগ রাস্তাসহ অন্যান্য এলাকা সংরক্ষণ ও ড্রেজিং।	৪৮১১০	মার্চ, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৬	এডিপি বহির্ভূত অনুমোদিত প্রকল্প
৭	Rationalization of Polders in Baleswar - Tentulia Basin (Project Code: CZ 1.44)	বরগুনা জেলার অধীন পোল্ডার ৪৩/১ ও ৪৪বি পুনবার্সন এবং ঝুঁকিপূর্ণ অংশ পায়রা নদীর ভাঙ্গন হতে প্রতিরক্ষা প্রকল্প।	৭৫১২৮.৭১	জানুয়ারি, ২০২২ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪	চলমান
		বরগুনা জেলার অধীন পোল্ডার নং ৪১/৬এ, ৪১/৬ বি ও ৪১/৭এ পুনবার্সন এবং বেতাগী শহরসহ অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ অংশ বিষখালী ও পায়রা নদীর ভাঙ্গন হতে প্রতিরক্ষা।	৮২৬৪৯.২৫	এপ্রিল, ২০২২ হতে মার্চ, ২০২৫	চলমান

ক্রঃ নং	ডেল্টা প্ল্যান- ২১০০ এ প্রস্তাবিত কার্যক্রম	বাপাউবো গৃহীত প্রকল্পের নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মেয়াদকাল	মন্তব্য
৮	Rationalization of Polders in Gorai - Passur Basin (Project Code: CZ 1.40)	Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Patuakhali District.	৩২৮০০০.০০	জুলাই, ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩	চলমান
		সাতক্ষীরা জেলার পোল্ডার নং-১৫ পুর্নবাসন প্রকল্প।	১০২০৪২.৯২	জানুয়ারি, ২০২১ হতে জুন, ২০২৪	চলমান
		খুলনা জেলার পোল্ডার নং-১৪/১ এর পুর্নবাসন প্রকল্প।	১১৭২৩১.২৫	জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৪	চলমান
৯	Rationalization of Polders in Gumti - Muhuri Basin (Project Code: CZ 1.47)	লক্ষীপুর জেলার অন্তর্গত রামগতি ও কমলনগর উপজেলাধীন বড়খেরী ও লুধুয়াবাজার এবং কাদের পন্ডিতের হাট এলাকা ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে মেঘনা নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প।	৩০৮৯৯৬.৯৯	জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৫	চলমান
		চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার শ্রীমাই খালে Multipurpose Hydraulic Elevator Dam নির্মাণ।	১৩৩০৩	জানুয়ারি ২০২৩ হতে জুন ২০২৬	চলমান
১০	Rehabilitation of Water Management Infrastructure in Bhola District (Project Code: CZ 1.30)	ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলাধীন তেতুলিয়া নদীর ভাঙ্গন হতে বকসী লঞ্চঘাট হতে বাবুরহাট লঞ্চঘাট পর্যন্ত প্রতিরক্ষা ও ড্রেজিং এবং কুকরী-মুকরী দ্বীপ বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৪৮৫৭৪.৪৮	জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২	সমাপ্ত
		মেঘনা নদীর ভাংগন হতে ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলাধীন লর্ডহাডিঞ্জ ও ধলিগৌরনগর বাজার রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৩৯৩৬০.০০	জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২	সমাপ্ত
		ভোলা জেলার মুজিবনগর ও মনপুরায় উপকূলীয় বাঁধ পুনবার্সন, নিস্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও তীর সংরক্ষণ।	১০৯২৭০.০০	এপ্রিল, ২০২২ হতে সেপ্টেম্বর, ২০২৫	চলমান
		তজুমদ্দিন ও লালমোহন উপজেলায় উপকূলীয় বাঁধ পুনবার্সন, নিস্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও তীর সংরক্ষণ।	১০৯৬৬০.০০	এপ্রিল, ২০২২ হতে জুন, ২০২৫	চলমান
১১	Study on Integrated Management of Drainage Congestion for Greater Noakhali. (Project Code: CZ 1.4)	নোয়াখালী এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিস্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প।	৩২৪৯৮.৮৫	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২২	সমাপ্ত
		নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ, চাটখিল, সেনবাগ ও সোনাইমুড়ি উপজেলার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ লক্ষ্যে খাল পুনঃখনন প্রকল্প।	৭১৮৬.৫৭	অক্টোবর, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩	সমাপ্ত

ক্রঃ নং	ডেল্টা প্ল্যান- ২১০০ এ প্রস্তাবিত কার্যক্রম	বাপাউবো গৃহীত প্রকল্পের নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মেয়াদকাল	মন্তব্য
১২	Southern Agricultural Improvement Project (SAIP) (Project Code: CZ 12.8)	ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (ফর মুহুরী ইরিগেশন) (৩য় সংশোধিত)।	৫৬২৬৯.০০	জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২৪	চলমান
		সাইথওয়েস্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস প্ল্যানিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট (ফেইজ-২) (১ম সংশোধিত)।	৫২১৫০.০০	জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২৩	সমাপ্ত
		ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট।	১১৮২৫৫.০০	জানুয়ারি, ২০২২ হতে জুন, ২০২৬	চলমান
১৩	Implementation of rationalized water interventions in Baleswar- Tentulia Basin (Project Code: CZ 1.45)	বরিশাল জেলার কারখানা, বিষাই এবং পায়রা নদীর ভাঙ্গন হতে শেখ হাসিনা সেনানিবাস এলাকা এলাকা রক্ষা প্রকল্প।	৬৭৬০০.০০	জানুয়ারি ২০২৩ হতে ডিসেম্বর ২০২৬	চলমান
		বরিশাল সদর উপজেলার চরকাউয়া, চাঁদমারী, জাগুয়া, লামচরি এবং চরমোনাই এলাকা কীর্তনখোলা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (১ম পর্যায়)।	৫১২৯২.০০	জুলাই, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৬	এডিপি বহির্ভূত অনুমোদিত প্রকল্প
১৪	Urirchar-Noakhali Cross Dam Project (Project Code: CZ 1.7)	ভুমি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে উড়ির চর-নোয়াখালী ক্রস ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প।	৫৮৮৯৪.০০	ডিসেম্বর, ২০২২ হতে জুন, ২০২৬	এডিপি বহির্ভূত অনুমোদিত প্রকল্প
১৫	Rationalization of Polders in Chittagong Coastal Plain(Project Code: CZ 1.10)	চট্টগ্রাম জেলার সন্দীপ উপজেলাস্থ পোল্ডার নং-৭২ এর ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধের স্থায়ী পুনর্বাসনসহ ঢাল সংরক্ষণ।	৫৬২২১.০০	সেপ্টেম্বর, ২০২৩ হতে জুন ২০২৭	এডিপি বহির্ভূত অনুমোদিত প্রকল্প
১৬	Program for Implementation of Rationalized Water Related Interventions in Chittagong Coastal Plain Basin (Project Code: CH 1.11)	চট্টগ্রাম জেলার মিরশ্বরাই উপজেলায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেজা) বন্যা নিয়ন্ত্রণ সড়ক কাম বেড়ী বাঁধ প্রতিরক্ষা ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন)।	১৬৫৭৪২.৫৩	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২৩	চলমান
১৭	Rationalization of Polders in Chittagong Coastal Plain (Project Code: CH 1.10)	কক্সবাজার জেলাধীন টেকনাফ উপজেলার শাহ্ পরীর দ্বীপ পোল্ডার নং-৬৮ এর বাঁধ পুনঃনির্মাণ ও প্রতিরক্ষা কাজ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	১৫১৮৮.৯৯	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২২	সমাপ্ত
		চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার পোল্ডার নং-৭২ এর ভাঙ্গনপ্রবণ এলাকায় স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজের মাধ্যমে পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	২১৯৩০.৮৩	জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২	সমাপ্ত
		চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার পোল্ডার নং ৬৪/১এ, ৬৪/১বি এবং ৬৪/১সি এর সমন্বয়ে ক্ষতিগ্রস্থ অবকাঠামোসমূহের পূনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	২৯৩৬০.৬৯	জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২	সমাপ্ত

ক্রঃ নং	ডেল্টা প্ল্যান- ২১০০ এ প্রস্তাবিত কার্যক্রম	বাপাউবো গৃহীত প্রকল্পের নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মেয়াদকাল	মন্তব্য
		চট্টগ্রাম জেলার উপকূলীয় এলাকার পোল্ডার নং-৬২ (পতেঙ্গা), পোল্ডার নং-৬৩/১ (আনোয়ারা), পোল্ডার নং-৬৩/১বি (আনোয়ারা এবং পটিয়া) এর পুর্নবাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	৫৭৭২৩.৯২	মে, ২০১৬ হতে জুন, ২০২৪	চলমান
		কক্সবাজার জেলার বাংলাদেশ-মায়ানমার এ সীমান্ত নিরাপত্তা উন্নত করার জন্য উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় নাফ নদী বরাবর পোল্ডারসমূহ ৬৭/এ, ৬৭, ৬৭/বি ও ৬৮ পুর্নবাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৩৬৮৬৬.৭১	অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৫	চলমান
১৮	Flow control and water storage structures for water availability in the dry season (Project Code: CH 26.5)	খাগড়াছড়ি শহর ও তৎসংলগ্ন অবকাঠামো নদী ভাঙন হতে সংরক্ষণ।	৫৮৬০০.৮৯	জুলাই, ২০২২ হতে জুন, ২০২৫	চলমান
১৯	Revitalization and Restoration of Hurasagar and Atrai rivers (Project Code: DP 1.3)	বাঙ্গালী-করতোয়া-ফুলজোর-হুরাসাগর নদী সিস্টেম ড্রেজিং/পুনঃখনন ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প।	২৩৩০৪১.১৮	নভেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৪	চলমান
		নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট পত্নীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্রাই নদীর ড্রেজিংসহ তীর সংরক্ষণ।	১৭৬৩৬.৪১	জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৪	চলমান
২০	Village Protection against Wave Action in Haor Area and Improved Water Management in Haor Basins (Project Code: HR 2.1/2.2)	হাওর এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)।	৯৯৭৫৫.০০	জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২৩	চলমান
		কিশোরগঞ্জ জেলার ১০ টি উপজেলায় নদীতীর প্রতিরক্ষাকাজ, ওয়েভ প্রটেকশন এবং খাল পুনঃখনন প্রকল্প।	৬৫৪২৫.৭৫	জানুয়ারি, ২০২২ হতে জুন, ২০২৬	চলমান
		নেত্রকোনা জেলার পূর্বধলা উপজেলার সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প।	২০৫৯৩.৮১	জানুয়ারি, ২০২২ হতে জুন, ২০২৪	চলমান
২১	Program for Implementation of Rationalized Water Related Interventions in Upper Meghna Basin. (Project Code: HR 1.1)	ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার বড়িকান্দি হতে ধরাভাঙ্গা এমপি বাঁধ পর্যন্ত মেঘনা নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৭২১১.১৩	অক্টোবর, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২	সমাপ্ত
		বন্যা ব্যবস্থাপনা পুনর্গঠন জরুরী সহায়তা প্রকল্প (Flood Reconstruction Emergency Assistance Project)	৬৯৯৮১.১১	এপ্রিল, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৫	এডিপি বহির্ভূত অনুমোদিত প্রকল্প
২২	River Bank Improvement Program (Project Code: MR 1.1)	যমুনা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলা এবং গণকবর সহ ফুলছড়ি উপজেলার বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৩১৪৯৬.৮০	জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৩	সমাপ্ত

ক্রঃ নং	ডেল্টা প্ল্যান- ২১০০ এ প্রস্তাবিত কার্যক্রম	বাপাউবো গৃহীত প্রকল্পের নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মেয়াদকাল	মন্তব্য
		কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলায় ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীর ভাঙ্গনরোধ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৪৪৮৩১.০০	জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৪	চলমান
		যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলাধীন সিংড়াবাড়ী, পাটগ্রাম ও বাঐখোলা এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প।	৫৬০০৭.৫৮	অক্টোবর, ২০২০ হতে জুন, ২০২৪	চলমান
		গাইবান্ধা জেলার সদর ও সুন্দরগঞ্জ উপজেলার গোঘাট ও খানাবাড়ীসহ পার্শ্ববর্তী এলাকা যমুনা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প।	৪০১৭৫.৯৬	জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩	চলমান
		যমুনা নদীর ডানতীরের ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলাধীন কাতলামারী ও সাঘাটা উপজেলাধীন গোবিন্দি এবং হলদিয়া এলাকা রক্ষা প্রকল্প।	৮৩০৯৬.৭৬	জানুয়ারি, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩	চলমান
		সিরাজগঞ্জ জেলায় যমুনা নদী হতে পুনরুদ্ধারকৃত ভূমির উন্নয়ন এবং প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চল রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৬৩৬১৭.০০	জানুয়ারি, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২	সমাপ্ত
		পাবনা জেলার বেড়া উপজেলার মুন্সিগঞ্জ হতে খানপুরা এবং কাজিরহাট হতে রাজধরদিয়া পর্যন্ত যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প।	৪৩৭৭১.১৮	জানুয়ারি, ২০২০ হতে জুন, ২০২৪	চলমান
২৩	Integrated Jamuna-Padma Rivers Stabilization and Land Reclamation Project (Project Code: MR 1.46)	Flood and Riverbank Erosion Risk management Investment Program (FRERMIP) (project-2)	১৮০৩০৭.০০	জানুয়ারি, ২০২২ হতে ডিসেম্বর, ২০২৫	চলমান
		শরীয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙন রোধকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ।	৫৫২৪৮.৭১	জানুয়ারি, ২০২৩ হতে ডিসেম্বর, ২০২৫	চলমান
২৪	Drainage Improvement of Dhaka-Narayangonj-Demra Project (Phase 2). (Project Code: UA 1.3)	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকায় নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২)।	১২৯৯৯১.১৭	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২৩	চলমান
২৫	Improvement of Drainage Congestion and Flood Control for Chittagong City Corporation Area. (Project Code: UA 10.1)	চট্টগ্রাম মহানগরীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলমগ্নতা/ জলাবদ্ধতা নিরসন ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প।	১৬২০৭৩.৫০	অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৪	চলমান
২৬	Revitalization of Khals all Over the Country (Project Code: CC 1.43)	বাগেরহাট জেলায় ৮৩টি নদী/খাল পুনঃখনন এবং মংলা ঘষিয়াখালী চ্যানেলের নাব্যতা বৃদ্ধি (১ম সংশোধিত)।	১৮৭৯৪.১৬	ডিসেম্বর, ২০১৬ হতে জুন, ২০২২	সমাপ্ত

ক্রঃ নং	ডেল্টা প্ল্যান- ২১০০ এ প্রস্তাবিত কার্যক্রম	বাপাউবো গৃহীত প্রকল্পের নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মেয়াদকাল	মন্তব্য
		৬৪ টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধিত)।	২২৫৬৮৪.৮৮	নভেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৪	চলমান
		ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলাধীন শুভাড্ডা খাল পুনঃখনন এবং খালের উভয়পাড়ে উন্নয়ন ও সুরক্ষা প্রকল্প।	১০৫৫৬২.৯৮	আগস্ট, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৬	এডিপি বহির্ভূত অনুমোদিত প্রকল্প
২৭	Expansion and Modernization of Network & Tools for Groundwater Monitoring Including National Coordination Mechanism (Project Code: CC 1.45).	Bangladesh Weather and Climate Services Regional Project (BWCSRP) Component-B: Strengthening Hydrological Information Services and Early Warning Systems (SHISEWS) (২য় সংশোধিত) ।	৩৪৫৬৯.৯৬	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২৩	চলমান
২৮	Program for Implementation of Rationalized Water Related interventions in Dhaleswari Basin (Project Code: CC 1.41).	কালিগঙ্গা নদীর ভাঙ্গন হতে ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ এবং মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া, ঘিওর, মানিকগঞ্জ সদর এবং সিংগাইর উপজেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প।	৬৮৮৯৬.০০	এপ্রিল, ২০২২ হতে জুন, ২০২৫	চলমান

"৬৪টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধিত)" প্রকল্পটি "বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০" বাস্তবায়ন এর জন্য প্রস্তাবিত Cross-Cutting (CC) প্রকল্প তালিকার CC 1.43: Revitalization of khals all over the country এর প্রথম প্রকল্প যা "বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা -২১০০" এর লক্ষ্য-৪ এর অন্তর্গত এবং লক্ষ্য-১, লক্ষ্য-২ ও লক্ষ্য-৬ এর সাথে সম্পর্কযুক্ত।

৬৪টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধিত)

সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলাধীন হুরাসাগর শাখা নদী-২ পুনঃখনন পরবর্তী কাজের স্থিরচিত্র।

পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলাধীন ভেরসা নদী পুনঃখনন পরবর্তী কাজের স্থিরচিত্র।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১

জলবায়ু পরিবর্তনের অরক্ষণশীলতা হ্রাস ও সহিষ্ণুতা বিনির্মাণকল্পে ব-দ্বীপ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ (বিডিপি ২১০০) বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে জনসংখ্যার অরক্ষিত অবস্থা হ্রাস করা

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ কর্মসূচির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে: পোল্ডার ব্যবস্থাপনার দ্রুত উন্নতি; হাওর অঞ্চলসহ বিভিন্ন অঞ্চলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি; গঙ্গা নদীর বাঁধ প্রকল্প; ব্রহ্মপুত্র নদ বাঁধ প্রকল্প; গোরাই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প; নদী খনন ও নদী শাসন প্রকল্প; এবং প্রধান প্রধান লেকের (প্রধান প্রধান হাওর, বাঁওড় ও বিল) বাস্তুসংস্থানগত ভারসাম্য সংরক্ষণ প্রকল্প। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলো বন্যা নিয়ন্ত্রণ; নদী ও বৃষ্টিপাত-ভিত্তিক ভূ-উপরিস্থ মিঠা পানির উন্নততর প্রাপ্তব্যতা; নদী প্লাবনসহ নদীর পাড় ভাঙনের উন্নততর নিয়ন্ত্রণ; লবণাক্ততা হ্রাসসহ সমুদ্রের পানি অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণ; সমুদ্র হতে পানি অনুপ্রবেশের ফলে সুন্দরবনের ক্ষয়ক্ষতি প্রতিরোধ; এবং বিভিন্ন খালবিল ও জলাশয় সুরক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রাণি ও উদ্ভিদ জাত, পাখিদের প্রাকৃতিক অভয়ারণ্য সুরক্ষা করা। গুরুত্বপূর্ণ নীতি সংস্কারমূলক পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে পানিসম্পদে সরকারি ব্যয় এখনকার জিডিপি'র ০.৮% থেকে বৃদ্ধি করে ২০২০ এ জিডিপি'র ২% এ উন্নীত করা।

প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারমূলক প্রধান পদক্ষেপের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে: ব-দ্বীপ আইন, ব-দ্বীপ অনুবিভাগ ও ব-দ্বীপ তহবিলের প্রবর্তন, যা পানি ও পানি-সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের সামগ্রিক পরিকল্পনা, বাজেট, প্রকল্প নির্বাচন, গবেষণা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগত সুবিধা প্রদান করবে; এবং স্থানীয় পর্যায়ে পানি ব্যবহারকারী সমিতি গঠন, যার প্রাথমিক দায়িত্ব হবে সকল স্থানীয় পর্যায়ের পানি প্রকল্পের বাস্তবায়ন এবং এগুলোর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়ভার বহন। সকল স্থানীয় পানি প্রকল্পসহ এর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে উপকারভোগী কর্তৃক ব্যয়ভার বহন করার নীতি প্রবর্তন করা হবে, যাতে কালের ধারায় পানিসম্পদসহ সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বিষয়টি প্রধানত উপকার ভোক্তাদের অর্থায়নে ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বধানে পরিচালিত হয়, ফলে তা হবে পুরোপরি টেকসই ব্যবস্থা।

জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর আওতায় সমগে বাংলাদেশ কে ৬টি হটস্পটে ভাগ করা হয়েছে। এর সাথে ১১টি জলবায়ু ঝুঁকিপুর্ণ এলাকা এবং ৮টি হাইড্রলজিকাল জোন কে সমন্বয় করে কার্যক্রম চলমান।

Table AI.1: Alignment of climate stress areas, BDP2100 and hydrologic regions

Climate stress areas	Linked BDP2100 hotspot areas	Linked hydrological regions
South-western coastal area and Sundarbans (SWM)	Coastal Zone	South-west & South-central Region
Southeast and eastern coastal area (SEE)	Coastal Zone	South-east Region
Chattogram Hill Tracts (CHT)	Chattogram Hill Tracts	Eastern Hills
River, floodplain, and erosion-prone area (FPE)	River systems and estuaries	river and estuary & north-central region
Haor and flash floods area (HFF)	Haor and flash floods areas	north-east region
Drought Prone and Barind Area (DBA)	Barind and drought prone areas	north-west region
Northern, north-western region (NNW)		north-west region
Chalan Beel and low-lying area of the north-western region (CBL)	Barind and drought prone areas	north-west region
Char and Islands (CHI)	River systems and estuaries	river and Estuary
Bay of Bengal and Ocean (BoE)		
Urban Areas (URE)	Urban areas	

The following pages illustrate the alignment of NAP interventions with the BDP2100 and the SDGs.

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত সংস্থাসমূহের আইন পরিচিতি

জাতীয় পানি নীতি, ১৯৯৯

ক্র: নং	আইনের ধারা	আইনের বিবরণ
১	অধ্যায়-৩	সকল উৎসের পানির উন্নয়ন, ব্যবহার, সুষম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সকলের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ, জনসাধারণের অংশগ্রহণ, টেকসই উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ এবং পরিবেশগত সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয় বর্ণিত হয়েছে।
২	অধ্যায়-৪	নদী অববাহিকা ব্যবস্থাপনা, পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা, পানির অধিকার এবং বন্টন, সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তি, পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, পানি ও কৃষি, পানি ও শিল্প, পানি, মৎস সম্পদ ও বন্য প্রানী, পানি ও নৌ-চলাচল, পানি বিদ্যুৎ ও বিনোদনের জন্য পানি পরিবেশের জন্য পানি, হাওড়-বাঁওড়, বিল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, অর্থনৈতিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা, গবেষণা ও তথ্য ব্যবস্থাপনা, স্বার্থসংশ্লিষ্টদের অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে।
৩	অধ্যায়-৫	প্রাতিষ্ঠানিক নীতি আলোকপাত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০০০

ক্র: নং	আইনের ধারা	আইনের বিবরণ
১	৩(২)	বোর্ড একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলী ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন, অধিকার রাখা ও হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকিবে এবং বোর্ডের নামে উহার পক্ষে বা বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে।
২	৫(১)	বোর্ডের ক্ষমতা ও দায়িত্ব: এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, পানি সম্পদের উন্নয়ন ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং ধারা ৬-এ বর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদনের লক্ষ্যে বোর্ড সমগ্র বাংলাদেশ অথবা উহার যে কোন অংশে কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে।
৩	৬(১)	বোর্ডের কার্যাবলী: সরকার কর্তৃক গৃহীত জাতীয় পানি নীতি ও জাতীয় পানি মহাপরিকল্পনার আলোকে এবং এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, বোর্ড বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পাদন এবং তদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে।
৪	৭	বোর্ডের সাধারণ পরিচালনা: বোর্ডের বিষয়াদি ও কার্যাবলীর সাধারণ পরিচালনা ও প্রশাসন একটি পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং বোর্ড যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যসম্পাদন করিতে পারিবে পরিষদ ও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যসম্পাদন করিতে পারিবে।
৫	৮	পরিষদের গঠন: পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়, অর্থ বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ইত্যাদি সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে।
৬	১২(১)	মহাপরিচালক ও অতিরিক্ত মহাপরিচালকঃ সংস্থার একজন মহাপরিচালক ও অনধিক পাঁচজন অতিরিক্ত মহাপরিচালক থাকিবে।
৭	১২(২)	মহাপরিচালক ও অতিরিক্ত মহাপরিচালকগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।
৮	১৪(১)	কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ: বোর্ড উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।
৯	১৫(১)	ভবিষ্যত প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা: জাতীয় পানি নীতির বিধান অনুসারে এবং উপ-আঞ্চলিক ও স্থানীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার আওতায় বোর্ড কেবল ১০০০ হেক্টরের অধিক আয়তন বিশিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন করিবে।
১০	১৬(১)	বিদ্যমান প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা ও মালিকানা হস্তান্তর: অনূর্ধ্ব ১০০০ হেক্টর আয়তন বিশিষ্ট এফসিডি ও এফসিডিআই প্রকল্পের মালিকানা পর্যায়ক্রমে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরিত হইবে এবং যে সমস্ত প্রকল্প উহাদের সুবিধাভোগীদের স্বার্থে গঠিত সংগঠনসমূহের দ্বারা ইতোমধ্যে সন্তোষজনকভাবে পরিচালিত হইতেছে সেইগুলি সর্বপ্রথম হস্তান্তরিত হইবে।
১১	১৯(১)	বার্ষিক প্রতিবেদনঃ বোর্ড প্রত্যেক অর্থ বৎসর সমাপ্ত হওয়ার পরবর্তী ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে তৎকর্তৃক উক্ত অর্থ বৎসর সংক্রান্ত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে যাহাতে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরে গৃহীত উন্নয়ন কৌশল, পরিকল্পিত ও বাস্তবায়িত কর্মসূচী, প্রাক্কলিত ও প্রকৃত আয় ও ব্যয়, সাফল্য নিরূপণের জন্য নির্ধারিত প্রধান নির্ণায়কসমূহের আলোকে অর্জন এবং সাংগঠনিক দক্ষতা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ এবং সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের হাল অবস্থা এবং সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের পরিচালনা ব্যবস্থার উপর বিশ্লেষণ থাকিবে।
১২	২০	বোর্ডের কার্য পরিচালনার জন্য উহার একটি নিজস্ব তহবিল থাকিবে এবং সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান, কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান, সরকার কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ঋণ ইত্যাদি উৎসসমূহ হইতে প্রাপ্ত অর্থ উক্ত তহবিলে জমা হইবে।
১৩	২১	বাজেটঃ বোর্ড প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক উন্নয়ন বাজেট এবং রাজস্ব বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে বোর্ডের কি পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে।

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা আইন, ১৯৯২

ক্র: নং	আইনের ধারা	আইনের বিবরণ
১	৫	সাধারণ পরিচালনা- সংস্থার সাধারণ পরিচালনা ও প্রশাসন একটি পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং সংস্থা যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে পরিচালনা বোর্ড সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিবে।
২	৬	সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী (সভাপতি হইবেন), পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সদস্য (সহ-সভাপতি হইবেন), সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় সচিব ইত্যাদি সদস্য সমন্বয়ে পরিচালনা বোর্ড গঠিত হইবে।
৩	৭	সংস্থার কার্যাবলী- পানি সম্পদ উন্নয়নকল্পে পরিবেশগতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ পরিকল্পনা প্রণয়ন, বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবহার, জাতীয় কৌশল ও নীতি নির্ধারণ, পানি সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবহার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থাকে পরামর্শ প্রদান, সমীক্ষা পরিচালনায় সহযোগিতা প্রদান, মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করা এবং পরামর্শ প্রদান, পানি সম্পদ ব্যবহার সংক্রান্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পেশাগত মান উন্নীত করা, তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচান করা, আন্তর্জাতিক সেমিনার, সম্মেলন ও কর্মশালার আয়োজন করা, এবং সরকার কর্তৃক প্রদত্ত পানি সম্পদ বিষয়ক অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।
৪	৮(১)	মহাপরিচালক ও পরিচালক- সংস্থার একজন মহাপরিচালক ও দুইজন পরিচালক থাকিবে।
৫	৯(১)	কার্যনির্বাহী পরিষদ- সংস্থার একটি কার্য নির্বাহী পরিষদ থাকিবে, যাহা একজন চেয়ারম্যান ও আনুন্য দুইজন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে।
৬	১২(১)	সংস্থা-তহবিল- সংস্থার একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে সরকারের অনুদান, অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত দান ও অনুদান এবং সংস্থা কর্তৃক প্রাপ্ত অন্য যে কোন অর্থ জমা হইবে।
৭	১৪(১)	হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা- সংস্থা যথাযথভাবে উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।
৮	১৫	সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারী- সংস্থার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সংস্থা প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।
৯	১৭(১)	প্রতিবেদন- প্রতি বৎসর ৩০ জুনের মধ্যে সংস্থা তৎকর্তৃক উহার পূর্ববর্তী বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলীর খতিয়ান সম্বলিত একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

নদী গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর আইন, ১৯৯০

ক্র: নং	আইনের ধারা	আইনের বিবরণ
১	৬(১)	পরিচালনা বোর্ড- পরিচালনা বোর্ড সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী (সভাপতি হইবেন), চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, ফরিদপুর; সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন জাতীয় সংসদ সদস্য; সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ইত্যাদি সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে।
২	৭	ইনস্টিটিউটের কার্যাবলী- ইনস্টিটিউটের কার্যাবলী হইবে নদী প্রশিক্ষণ, নদীর ভাঙ্গন রোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং সেচ ও পানি নিষ্কাশনের প্রয়োজনীয় নকশা প্রণয়ন, নদীর পানি প্রবাহ এবং পানি বিভাজন এলাকা গাণিতিক মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা, নদী প্রশিক্ষণ, ও ভাঙ্গন রোধে উপকরণ পরীক্ষা ইত্যাদি।
৩	১০(১)	ইনষ্টিটিউটের তহবিল- ইনষ্টিটিউটের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে সরকার কর্তৃক, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান ইত্যাদি জমা হইবে।
৪	১৪(১)	মহাপরিচালক- ইনস্টিটিউটের একজন মহাপরিচালক থাকিবেন।

বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮

ক্রঃ নং	আইনের ধারা	আইনের বিবরণ
১	৩(১)	সুপেয় পানি এবং পরিচ্ছন্নতা ও পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য ব্যবহার্য পানি অধিকার-পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা সুপেয় পানি এবং পরিচ্ছন্নতা ও পয়ঃনিষ্কাশনের লক্ষ্যে ধারা ৩ এবং এই বিধিমালার অধীন পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটির নির্দেশসমূহ বাস্তবায়ন করিবে।
২	৪(১)	জাতীয় পানি সম্পদ তথ্য-উপাত্ত ভান্ডার- ধারা ৭ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিভিন্ন দেশ ও প্রতিষ্ঠানের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ উহার কার্যপরিধির আওতাধীন আন্তঃদেশীয় নদী ও অন্যান্য পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্ত নিজ উদ্যোগে সংগ্রহ করিবে এবং উহা পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার জাতীয় পানি সম্পদ তথ্য-উপাত্ত ভান্ডার (NWRD) এ সংরক্ষণ করিবোর জন্য সরবরাহ করিবে।
৩	৫(১)	জাতীয় পানি নীতি প্রণয়ন- ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত বিষয়াদিসহ জাতীয় পানি নীতি প্রণয়ন এবং উহা, সময় সময়, হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে, সরকারের পক্ষে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণপূর্বক সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শের ভিত্তিতে ১ (এক) টি খসড়া প্রণয়ন করিবে।
৪	৮(১)	প্রতিপালন আদেশ জারির পদ্ধতি- ধারা ১২ এর উপ-ধারা (২) এবং ধারা ৪২ এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে নির্বাহী কমিটি এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানাবলি অনুসরণপূর্বক ফরম- ১.১ এ প্রতিপালন আদেশ ইস্যু করিতে পারিবে।
৫	৯(১)	অপসারণ আদেশ জারির পদ্ধতি- যদি কোনো ব্যক্তি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ পানি সম্পদের উপর এমন কোনো স্থাপনা নির্মাণ বা ভরাট কার্যক্রম গ্রহণ করে যাহা জলস্রোতের স্বভাবিক প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে বা উহার গতিপথ পরিবর্তন করে, তাহা হইলে নির্বাহী কমিটি বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ধারা ১৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এই বিধিমালা অনুযায়ী, উক্ত ব্যক্তি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে উক্ত জলস্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ফরম-২.১ এ অপসারণ আদেশ জারি করিতে পারিবেন।
৬	১০(১)	স্থাপনা বা ভরাট কার্যক্রম অপসারণের বা আদায়ের পদ্ধতি- সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষ পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত এবং বিধি ৯ এর অধীন জারীকৃত নোটিশে উল্লেখকৃত অপসারণ ব্যয় পরিশোধের জন্য দায়ী হইবে।
৭	৮ম অধ্যায়	প্রকল্প ছাড়পত্র: প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ- (ক) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার ক্ষেত্রে, মহাপরিচালক; (খ) জেলা কমিটির ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক; (গ) উপজেলা কমিটির ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা; এবং (ঘ) ইউনিয়ন কমিটির ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান।

ক্রঃ নং	আইনের ধারা	আইনের বিবরণ
	১৪(১)	সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি: (ক) জেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি (খ) উপজেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি (গ) ইউনিয়ন সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৮	২১(১)	কারিগরি কমিটিসমূহ গঠন প্রত্যেক জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়নে কারিগরি কমিটি নামে একটি কমিটি থাকিবে।
১২	৯ম অধ্যায়	পানি সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা এবং উহার ব্যবস্থাপনা;
১৩	১০ অধ্যায়	ভূগর্ভস্থ পানি সুরক্ষা, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা;
১৪	১১ অধ্যায়	জলস্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিতকরণ;
১৫	১২ অধ্যায়	সুরক্ষা আদেশ;
১৬	১৩ অধ্যায়	প্রতিপালন বা সুরক্ষা আদেশ লঙ্ঘনের জন্য জরিমানা আরোপের পদ্ধতি;

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরসংগী হিসেবে ভারতে সফরকালে পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক, এমপি।

Record of discussion signing during the 38th JRC Meeting at New Delhi

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে বহুল প্রতীক্ষিত কুশিয়ারা নদীর পানি বন্টন ইস্যু চূড়ান্ত হওয়ায় এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ সমঝোতা স্মারকে বাংলাদেশের পক্ষে স্বাক্ষর করেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব কবির বিন আনোয়ার

India-Bangladesh 38th Meeting of Ministerial Level Joint Rivers Commission

২০২১-২০২২ অর্থ-বছরের এপিএ বাস্তবায়নে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরুপ সম্মানাপত্র

Bangladesh delegation led by H.E Dr. A.K. Abdul Momen, MP, Hon'ble Foreign Minister and Mr. Zaheed Farooque, MP, Hon'ble State Minister, Ministry of Water Resources in the opening ceremony of UN 2023 Water Conference held at UN General Assembly Hall on 22nd March 2023 where Bangladesh was elected Vice-President of the Conference

India-Bangladesh 38th Meeting of Ministerial Level Joint River Commission

১৫ মার্চ ২০২৩, মাননীয় পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক, এমপি সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলার চাপতির হাওর বাঁধ পরিদর্শন।

২১ মে ২০২৩, মাননীয় পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক, এমপি কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী উপজেলার নদী ভাঙ্গন এলাকা পরিদর্শন।

২৫ মে ২০২৩, মাননীয় পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক, এমপি সদর উপজেলার চরমোনাই ইউনিয়নের বিশ্বাসের হাট নামক এলকায় পরিদর্শন।

১৫ ফেব্রুয়ারি ২৩, সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলায় নজরখালী বাঁধ ও হাওর অঞ্চল পরিদর্শন

০১ মে ২০২৩, সিরাজগঞ্জ জেলায় ভাস্কর্য মুক্তির সংগ্রামের শুভ উদ্বোধন

২৭ মে ২০২৩, সোনার বাংলা এভিনিউ সখিপুর শরীয়তপুর এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান

২০ মে ২৩, চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলায় বঙ্গবন্ধু ইকোনমিক জোন (বেজা) বন্যা নিয়ন্ত্রণ সড়ক কাম বেড়িবাঁধ প্রতিরক্ষা ও নিষ্কাশন কার্যক্রম পরিদর্শন

৫ মার্চ ২০২৩, সুনামগঞ্জ জেলায় ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণের চলমান কাজ পরিদর্শন

১৩ মার্চ ২০২৩, দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণ (Component 1) প্রকল্প পরিদর্শন

২৫ ডিসেম্বর, ২০২২ সুনামগঞ্জ জেলায় হাওর অঞ্চলে চলমান কাবিটা (কাজের বিনিময়ে টাকা) কর্মসূচীর অধীন ডুবন্ত বাঁধ উন্নয়ন ও সংস্কারের চলমান কার্যক্রম পরিদর্শন

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের
আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

www.bwdb.gov.bd

দ্বিতীয় অধ্যায়: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। কৃষিজ সম্পদ দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বন্যা, অতিবৃষ্টিজনিত আগাম বন্যা, জলাবদ্ধতা, ফসলি জমিতে লোনা পানি প্রবেশ, খরা ও সেচ সুবিধার অভাব, ইত্যাদি কৃষি উৎপাদনের প্রধান অন্তরায়। কৃষি উন্নয়নের জন্য পানি সম্পদ উন্নয়ন অপরিহার্য। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড দেশের পানি সম্পদ উন্নয়ন ও এর সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বন্যা প্রতিরোধ, সেচ ব্যবস্থা, পানি নিষ্কাশন, আবাদযোগ্য জমি লবণাক্ততা থেকে রক্ষা ও নদীবক্ষ হতে নতুন নতুন জমি উদ্ধার কাজে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া, দেশের শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র, শহর বন্দর, কৃষিযোগ্য জমি সীমান্ত বরাবর প্রবহমান নদীসমূহের ভাঙন প্রতিরোধে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সর্বদা নিয়োজিত।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সৃষ্টি

১৯৫৪ ও ১৯৫৫ সালের ভয়াবহ বন্যায় দেশের অবকাঠামো ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তদপরিপ্রেক্ষিতে তদানীন্তন সরকারের আমন্ত্রণে জনাব জে, এ, ক্রুগের নেতৃত্বে ক্রুগ মিশন নামে জাতিসংঘের একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের জটিল পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর সমীক্ষা পরিচালনা করেন। ক্রুগ মিশনের সমীক্ষা পরবর্তী সুপারিশক্রমে বাংলাদেশের সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণসহ পানি সম্পদের উন্নয়ন, আহরণ, ব্যবহার এবং বিদ্যুৎ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ১৯৫৯ সনের অর্ডিন্যান্স নং-১ এর মাধ্যমে পূর্ব-পাকিস্তান পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (ইপিওয়াপদা) সৃষ্টি করা হয়। তৎকালীন সেচ অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীকে ইপিওয়াপদার পানি উইং এ আত্মীকরণসহ প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী, কারিগরি ও অ-কারিগরি বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ বিপুল সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। পরবর্তীতে, ১৯৭২ সালে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট অর্ডার নং- ৫৯ এ তদানীন্তন ইপিওয়াপদার "পানি উইং" নিয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) নামে একটি স্বতন্ত্র সংস্থা গঠন করেন।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড পরিচিতি

পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ এর অনুসরণে সমন্বিত ও জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের পানি সম্পদের উন্নয়ন ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ১১ জুলাই, ২০০০ এ "বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০০০" জারি করা হয়। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান নির্বাহী মহাপরিচালক। মহাপরিচালক এবং তাঁর অধীনস্ত ৫ জন অতিরিক্ত মহাপরিচালক সমন্বয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ব্যবস্থাপনা কার্য পরিচালনা করে আসছে। পানি সেক্টরের মাঠ পর্যায়ের প্রকল্প/প্রকল্পসমূহ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন এবং সমাপ্ত প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকাণ্ড সম্পাদনের জন্য সারাদেশকে ৯টি জোনে (উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, উত্তরাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চল, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, পূর্বাঞ্চল, পশ্চিমাঞ্চল, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল) বিভক্ত করা হয়েছে, প্রধান প্রকৌশলী/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জোনের দায়িত্ব পালন করেন।

পরিচালনা পরিষদ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০০০ অনুসারে বোর্ডের সার্বিক নীতি নির্ধারণের জন্য একটি পরিচালনা পরিষদ রয়েছে। পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের ৪ (চার) জন সচিবসহ সরকারি/বেসরকারি সেক্টরের বিভিন্ন পেশার প্রতিনিধি এবং মাঠ পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা সমিতির সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিসহ ১২ জন সদস্য সমন্বয়ে এ পরিচালনা পরিষদ গঠিত।

বাপাউবোর কার্যাবলী

(ক) কাঠামোগত কার্যাবলী

১. নদী ও অববাহিকা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন, সেচ ও খরা প্রতিরোধের লক্ষ্যে জলাধার, ব্যারেজ, বাঁধ ও রেগুলেটর বা অন্য যে কোনো অবকাঠামো নির্মাণ;
২. সেচ, মৎস্য চাষ, নৌপরিবহন, বনায়ন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও পরিবেশের সার্বিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পানি প্রবাহের উন্নয়ন কিংবা পানি প্রবাহের গতিপথ পরিবর্তনের জন্য জলপথ, খালবিল ইত্যাদি পুনঃখনন;
৩. ভূমি সংরক্ষণ, ভূমি পরিবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধার এবং নদীর মোহনা নিয়ন্ত্রণ;
৪. নদী তীর সংরক্ষণ এবং নদী ভাঙন হতে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে শহর, বাজার, হাট এবং ঐতিহাসিক ও জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ সংরক্ষণ;
৫. উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ও সংরক্ষণ;
৬. লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ রোধ এবং মরুকরণ প্রশমন;
৭. সেচ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও পানীয় জল আহরণের লক্ষ্যে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ।

(খ) অকাঠামোগত ও সহায়ক কার্যাবলি

১) বন্যা ও খরা পূর্বাভাস সতর্কীকরণ;
২) পানিবিজ্ঞান সম্পর্কিত অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা, তথ্য ও উপাত্ত গ্রহণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ;
৩) পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থার সহযোগিতায় এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক সৃষ্ট অবকাঠামোভুক্ত নিজস্ব জমিতে বনায়ন, মৎস্য চাষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং বাঁধের উপর রাস্তা নির্মাণ;
৪) বোর্ডের কার্যাবলির উপর মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা;
৫) বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সংগঠিতকরণ, প্রকল্পে তাঁদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন এবং প্রকল্প ব্যয় পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত বিভিন্ন কৌশল ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উদ্ভাবন, বাস্তবায়ন ও পরিচালন।

জনবল

১৯৭২ সালে বাপাউবো এর অনুমোদিত জনসংখ্যা ছিল ২৪,৩৬৮ জন। ১৯৮৫ সালে সংস্থার জনবল এনাম কমিটির মাধ্যমে ১৮০৩২ জনে অবনমন করা হয়। অতঃপর ১৯৯৮ সালে এর জনবল ১৮০৩২ থেকে কমিয়ে ৮৯৩৫ জন করা হয়। তন্মধ্যে গ্রেড-১ হতে গ্রেড-৯ এর পদ ৯৮৬টি, গ্রেড-১০ এর পদ ৮২০টি, গ্রেড-১১ হতে গ্রেড-১৬ এর পদ ৩১২৩টি এবং গ্রেড-১৭ হতে গ্রেড-২০ এর পদ ৪০০৬টি। পানি সম্পদ সেক্টরে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সম্প্রতি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১৬৪ ক্যাটাগরির ১২৬৩৮টি (২৭ ক্যাটাগরির ৩৫৫৫টি আউটসোসিং পদ ও নিরাপত্তা প্রহরী ক্যাটাগরিতে ৮৫০টি অঙ্গীভূত আনসার) পদ সৃজনে সরকারি আদেশ জারি হয়েছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো

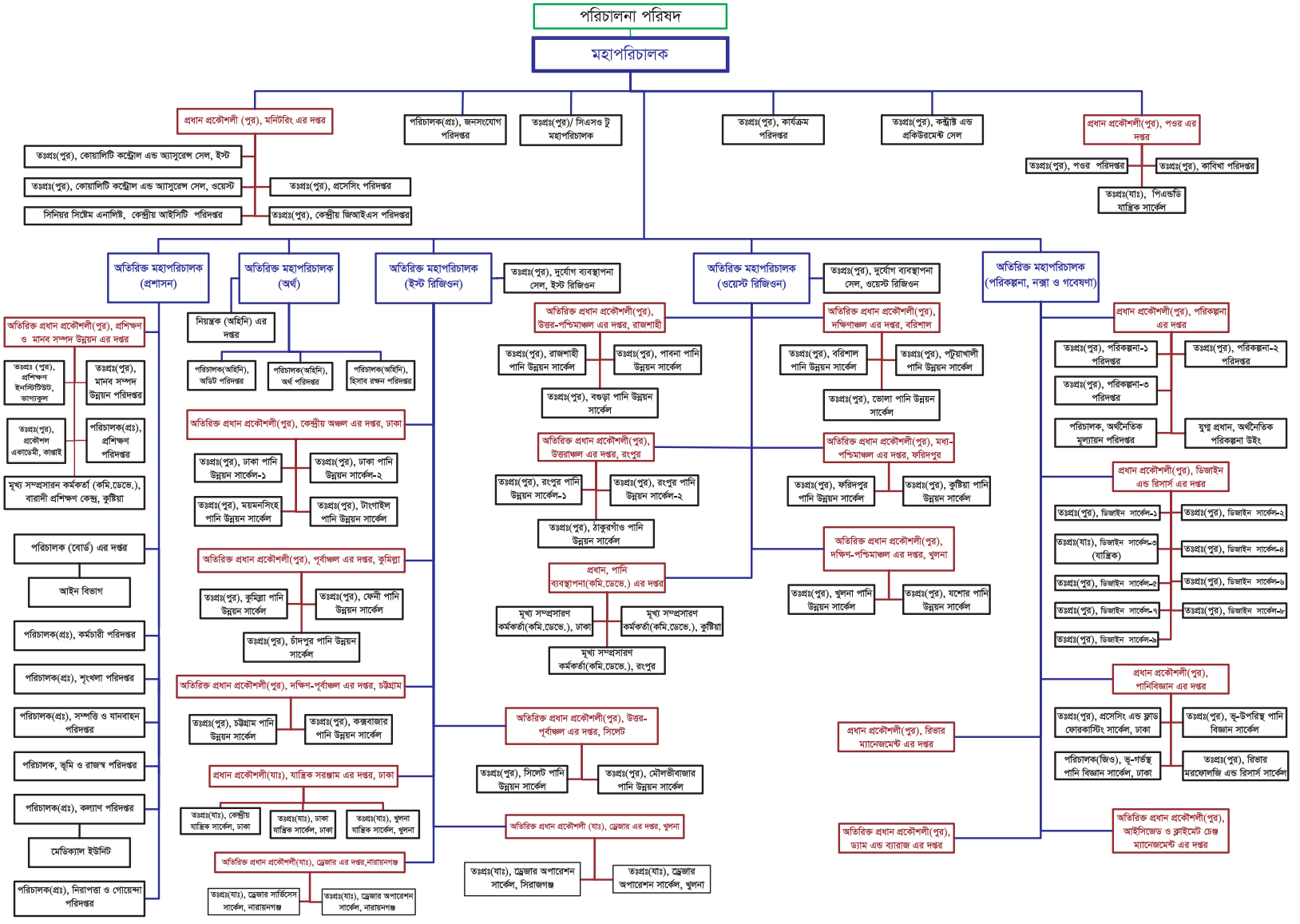

পদ সৃজন

বাপাউবোর কর্মপরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০১০ সালে সর্বমোট ১৫০৬৭টি পদের জন্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে বাপাউবো'র জনবল কাঠামোর প্রস্তাবনা প্রেরণ করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ৬৪৫৯টি নতুন পদ (যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তর ও ড্রেজার পরিদপ্তর নতুনভাবে অন্তর্ভূক্তকরণ পূর্বক) অস্থায়ীভাবে রাজস্ব খাতে সৃজন এবং বাপাউবো'র অনুমোদিত ৮৯৩৫টি পদ হতে ১৮০০টি পদ বিলুপ্তিসহ সর্বমোট ১৩৫৯৪ পদ এর সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৫৫০৩টি পদ সৃজন এবং ১৮০০টি পদ বিলুপ্ত করে মোট ১২৬৩৮টি (২৭ ক্যাটাগরির ৩৫৫৫টি আউটসোসিং পদ ও নিরাপত্তা প্রহরী (গার্ড) ক্যাটাগরিতে ৮৫০টি অঙ্গীভূত আনসার) পদের সুপারিশ করা হয়। এছাড়াও ৫৯৫টি আর্মড গার্ড (আনসার) এর পদ অঙ্গীভূতকরণের (Embodiment) মাধ্যমে পূরণ করার সুপারিশ থাকায় বর্তমান মোট পদ সংখ্যা ১৩২৩৩টি।

ক্রমিক নং	সংস্থা/পরিদপ্তরের নাম	এনাম সেট-আপ ১৯৮৫ অনুসারে জনবল	গেজেট '৯৮ অনুসারে জনবল	বাপাউবো'র Need Based সেট-আপ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত	
				জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	অর্থ মন্ত্রণালয়
১।	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (যান্ত্রিক সরঞ্জাম ও ড্রেজার পরিদপ্তর ব্যতীত)	১৪১২৫	৮৯৩৫	১২০২৮	১১৮৭০
২।	যান্ত্রিক সরঞ্জাম (এমই) পরিদপ্তর	২১৪৫	-	৪২৫	৩৬০
৩।	ড্রেজার পরিদপ্তর	১৪০৫	-	১১৪১	১০০৩
৪।	নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট	১৯০	-	-	-
৫।	যৌথ নদী কমিশন	১৬৭	-	-	-
	মোট	**১৮০৩২**	**৮৯৩৫**	**১৩৫৯৪**	**১৩২৩৩**

জনবল নিয়োগঃ ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে নিয়োগ চিত্র

ক্রমিক নং	গ্রেড	বাপাউবো'র অনুমোদিত জনবল কাঠামোতে পদের সংখ্যা	বর্তমানে কর্মরত সংখ্যা	২০২২-২০২৩ সালে সরাসরি নিয়োগকৃত পদসংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	ডিসেম্বর' ২৩ এর মধ্যে সরাসরি নিয়োগের প্রক্রিয়াধীন পদসংখ্যা
১	১ হতে ৯	১,৪২৭	৯৮১	৪২	৪৪৬	৪৮
২	১০ হতে ১২	১,১৯৮	৮৯৫	৩১	৩০৩	৭১
৩	১৩ হতে ১৬	৩,৭০৫	২,৩০০	১০	১,৪০৫	১৮৩
৪	১৭ হতে ২০	১,৯০৩	৯৩৬	০০	৯৬৭	০০
	মোট	**৮,২৩৩** (আউটসোসিং ৩৫৫৫ ও আনসার অঙ্গভূতকরণ ১৪৪৫ ব্যতীত)	**৫,১১২** (আউটসোসিং পদে নিয়মিত ৯০৭ জন সহ মোট ৩০৬৩ এবং নিরাপত্তা প্রহরী পদে নিয়মিত ১২৮ জনসহ আনসার অঙ্গীভূতকরণ মোট ১৪১৪ ব্যতীত)	**৮৩**	**৩,১২১**	**৩০২**

নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

২০২২-২৩ অর্থ-বছরে পদোন্নতি		
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
৩৯ জন	৭৩ জন	১১২ জন

মানব সম্পদ উন্নয়ন

প্রশিক্ষণ	সময়কাল	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	০১/০৭/২০২২ হতে ৩১/১২/২০২২	১০	২১৫
	০১/০১/২০২৩ হতে ৩০/০৬/২০২৩	৩৭	৯৫৯
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	-	-	৪৬

বাপাউবো'র প্রকল্পে অর্থায়ন

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) কর্তৃক সরকারের উন্নয়ন ও পরিচালন বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থে বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এছাড়াও, বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর কাছ থেকে ঋণ ও অনুদান এবং সহায়তা পেয়ে থাকে। ২০০৯-২০২২ বছরে বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, ইফাদ, নেদারল্যান্ড সরকার, জাইকা, সিডা, ওপেক ও চীন প্রভৃতি উন্নয়ন সহযোগীর কাছ থেকে পানি সম্পদ খাতে ঋণ বা অনুদান সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে দেশে বৈদেশিক মুদ্রার যোগান নিশ্চিত করতে সরকার বৈদেশিক ঋণ এবং অনুদানে প্রকল্প গ্রহণকে উৎসাহিত করা হয়েছে। এছাড়া ২০০৯-১০ অর্থ-বছরে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে সীমিত ব্যয়ের প্রকল্প গ্রহণ করে বাস্তবায়ন চলমান আছে।

২০২২-২৩ অর্থ-বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

২০২২-২৩ অর্থ-বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) তে বাস্তবায়নাধীন মোট প্রকল্প ৯৫টি। এডিপিতে বরাদ্দ ছিল ৭৭৭৭.১৯ কোটি টাকা। সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) তে ২৬টি নতুন অনুমোদিত প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হয়ে মোট প্রকল্প সংখ্যা দাড়ায় ১২১টি। তন্মধ্যে ৯৪টি বিনিয়োগ প্রকল্প (৮৫টি জিওবি ও ৯টি বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুষ্ট) ও ২৭টি জিওবি অর্থায়নে পরিচালিত সমীক্ষা প্রকল্প।

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বরাদ্দ	ব্যয়যোগ্য বরাদ্দ	অর্থ ছাড়	ব্যয়	অগ্রগতি (বরাদ্দের %)	অগ্রগতি (বরাদ্দের % ব্যয়যোগ্য)
স্থানীয়	১০২৮৪.৬৮	৭৭৫৯.৮০	৭৭৪৭.৫৯	৭৭০১.৪০	৭৪.৮৮%	৯৯.২৪%
প্রকল্প সাহায্য	১০৩৯.৬৬	১০৩৯.৬৬	৯৫৯.৮৮	৯৪০.৬৬	৯০.৪৮%	৯০.৪৭%
মোট	**১১৩২৪.৩৪**	**৮৭৯৯.৪৬**	**৮৭০৭.৪৬**	**৮৬৪২.০৫**	**৭৬.৩১%**	**৯৮.২১%**

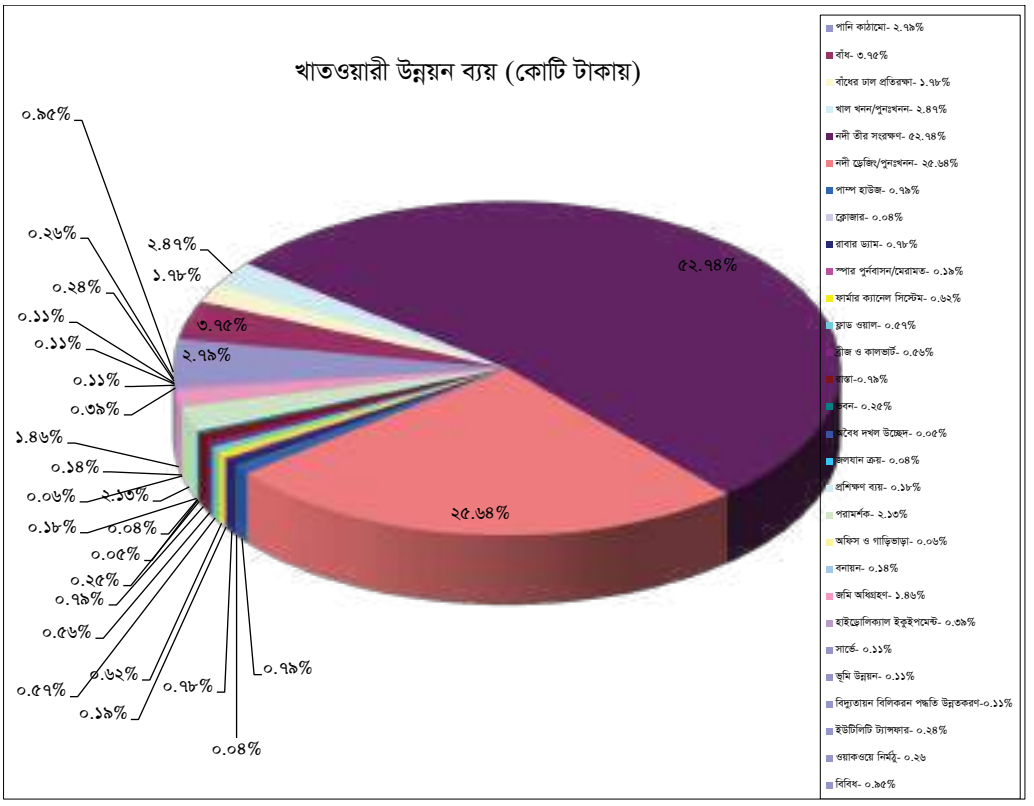

২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরে রাজস্ব বাজেটে সম্পাদিত কার্যক্রম

২০২২-২৩ অর্থ-বছরের আবর্তক ব্যয়ের আওতাধীন পরিচালন ব্যয় বাবদ বাজেট বরাদ্দ ২২৪৩,০১,৫১,০০০.০০/- টাকা এবং ব্যয় ২১৪৯,৮৩,৫১,৯১২.৪৩/- টাকা। পরিচালন বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরনী নিম্নরুপ:

(লক্ষ টাকা)

ক্রমিক	অর্থনৈতিক কোড	গৌণ খাত	বরাদ্দ	ব্যয়
ও এন্ড এম খাতের বরাদ্দ ঃ				
১	৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ মঞ্জুরী	৩,১৩০.০০	৩,১৩০.০০০
২	৩২৫৮১০৬	আবাসিক ভবন	৩,০০০.০০	২,৯৯২.৮০৮
৩	৩২৫৮১৩৭	বাঁধ	৭৮,০০০.০০	৭৭,৯৭২.৯৮০
৪	৩২৫৮১৪৭	বাঁধ মেরামত (দূর্যোগকালীন)	৫২,০০০.০০	৫১,৯৯৫.৫৪০
৫	৩৮২১১০২	ভূমি উন্নয়ন কর	১,৫৬৮.০০	১,৫৬৭.৭৩৮
৬	৩৮২১১০৩	পৌর কর	৭১০.০০	৭০৯.৯৩৪
		উপমোট (ক)	**১,৩৮,৪০৮.০০**	**১,৩৮,৩৬৯.০০**
৭	৩২৫৭১০৪	জরিপ	১,৬০০.০০	১,৫৯৯.১৩০
		উপমোট (খ)	**১,৬০০.০০**	**১,৫৯৯.১৩**
সংস্থাপন খাতের বরাদ্দ ঃ				
৭	৩৬৩১১০১	বেতন ও ভাতাদি বাবদ সহায়তা	৩৭,১৬৪.৫৪	৩০,৯৯৪.২৯০
৮	৩৬৩১১০৩	পন্য ও সেবা বাবদ সহায়তা	১৫,৫১২.৯৯	১২,৭৭৬.২৮০
৯	৩৬৩১১৯৯	অন্যান্য অনুদান বাবদ সহায়তা	৫০.০০	৪৫.২৭০
১০	৩৬৩১১০৪	পেনশন ও অবসর সুবিধা বাবদ সহায়তা (নিজস্ব আয়সহ)	২৯,৬৭০.৭৭	২৯,৬৬৯.৭৯০
১১	৩৬৩১১০৮	গবেষণা অনুদান বাবদ সহায়তা	৯০.০০	৮৯.৫৬০
১২	৩৬৩২	মূলধন অনুদান বাবদ সহায়তা	১,৮০৫.২১	১,৪৪০.১৯০
		উপমোট (গ)	**৮৪,২৯৩.৫১**	**৭৫,০১৫.৩৮**
		সর্বমোট (ক+খ+গ)	**২,২৪,৩০১.৫১**	**২,১৪,৯৮৩.৫১**

২০২২-২৩ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ

২০২২-২৩ অর্থ-বছরে আরএডিপি বরাদ্দ হতে ১৫০৩.৮৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩২টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।

(লক্ষ টাকা)

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়
১	২	৩	৪
	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা		
১	মানিকগঞ্জ জেলার বাচামারা, বাহাদুরপুর ও ধুলসুরা এলাকা নদী ভাঙন হতে রক্ষাকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি, ২০২১ হতে জুন, ২০২৩)	৫৫৫১.২১	৫৫০৮.৭৬
২	নরসিংদী জেলার অন্তর্ভুক্ত আড়িয়াল খাঁ নদী, হাড়িদোয়া নদী, ব্রহ্মপুত্র নদ, পাহাড়িয়া নদী, মেঘনা শাখা নদী ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র শাখা নদ পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৩)	৯০৩৪১.৭৬	৮৫৮০৫.৬২
	উপমোট (কেন্দ্রীয় অঞ্চল)-২টি প্রকল্প	**৯৫৮৯২.৯৭**	**৯১৩১৪.৩৮**
	পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা		
৩	ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত তিতাস নদী (আপার) পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (সেপ্টেম্বর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২)	১৩৫০০.৩৭	১১১৩৬.৭৯
৪	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলায় রাজাপুর নামক স্থানে মেঘনা নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩)	৪৫৫৫.৬০	৪৩৩৭.৮৮
৫	ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার বড়িকান্দি হতে ধরাভাঙ্গা এমপি বাঁধ পর্যন্ত মেঘনা নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশেধিত) (অক্টোবর, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৩)	৭২১১.১৩	৬৪৭২.১৩

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়
১	২	৩	৪
৬	নোয়াখালী এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২৩)	৩৬৪৯৬.৫৬	৩৬৪৫০.৯৫
৭	নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ, চাটখিল, সেনবাগ ও সোনাইমুড়ি উপজেলার জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে খাল পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩)	৬১১৭.৮১	৫৬৪৩.৮৭
৮	মেঘনা নদীর ভাঙন হতে চাঁদপুর জেলার হরিণা ফেরীঘাট এলাকা এবং চরভৈরবী এলাকার কাটাখাল বাজার রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৩)	১৯০৪৮.১৭	১৬৬৪৮.২৫
	উপমোট (পূর্বাঞ্চল)-৬টি প্রকল্প	**৮৬৯২৯.৬৪**	**৮০৬৮৯.৮৭**
	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম		
৯	চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী ও রাউজান উপজেলায় হালদা নদীর উভয় তীরের ভাঙন হতে বিভিন্ন এলাকা রক্ষাকল্পে তীর সংরক্ষণ কাজ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জানুয়ারী, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৩)	৩৪৯৭৪.৯৮	৩৪৯৭০.৫৫
১০	কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলাধীন খুটাখালী ইউনিয়নের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও ভাঙন রোধ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (এপ্রিল, ২০২১ হতে জুন, ২০২৩)	৩১৯১.২৫	১৫৯২.১৭
	উপমোট (দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল)-২টি প্রকল্প	**৩৮১৬৬.২৩**	**৩৬৫৬২.৭২**
	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী		
১১	সিরাজগঞ্জ জেলায় যমুনা নদী হতে পুনরুদ্ধারকৃত ভূমির উন্নয়ন এবং প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চল রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারী, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩)	৬৩৬১৭.৬৩	৫৮৪৪৩.০২
	উপমোট (উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল)-১টি প্রকল্প	**৬৩৬১৭.৬৩**	**৫৮৪৪৩.০২**
	পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর		
১২	শরীয়তপুর জেলার জাজিরা ও নড়িয়া উপজেলায় পদ্মা নদীর ডান তীর রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৩)	১৪১৭১৯.০৬	১৪০৩১৬.১০
১৩	কুমার নদ পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২৩)	২১৩২৪.৯১	২০৫৩৯.৩৬
১৪	ফরিদপুর জেলায় চর ভদ্রাসন উপজেলাধীন পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩)	৩৩২০৯.৭২	৩২৯৯৭.৩২
	উপমোট (পশ্চিমাঞ্চল)-৩টি প্রকল্প	**১৯৬২৫৩.৭**	**১৯৩৮৫২.৮**
	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল		
১৫	কীর্তনখোলা নদীর ভাঙন হইতে বরিশাল জেলার সদর উপজেলাধীন চরবাড়িয়া এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৩)	৩৭০৯৮.৬২	৩৫০২৪.৩৮
১৬	আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙন হতে বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার হোসনাবাদ বাজার, লঞ্চঘাট ও তৎসংলগ্ন এলাকা রক্ষার্থে স্থায়ী নদী তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়ন প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২১ হতে জুন, ২০২৩)	৪১৮৪.৫৫	৩৯৪৫.৭৫
	উপমোট (দক্ষিণাঞ্চল)-২টি প্রকল্প	**৪১২৮৩.১৭**	**৩৮৯৭০.১৩**
	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা		
১৭	ভৈরব রিভার বেসিন এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২৩)	২৭৯১২.৭৫	২২৯১৩.০৯

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়
১	২	৩	৪
	বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পসমূহ		
১৮	South-West Area Integrated Water Resources Planning & Management Project (Phase-2) (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২৩)	৫১৫৩১.৮৩	৫০৫৫৯.৭৬
	উপমোট (বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পসমূহ)-১টি প্রকল্প	**৫১৫৩১.৮৩**	**৫০৫৫৯.৭৬**
	বিশেষ প্রকল্পসমূহ		
১৯	বাঁধ ভাঙার কারণসমূহ অনুসন্ধান এবং টেকসই সমাধানের নিমিত্ত সুপারিশ (মে, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২২)	৪৯৬.৫০	৪৬৩.৮৬
২০	মানিকগঞ্জ জেলায় যমুনা নদীর বাম তীর ভাঙ্গন রক্ষার্থে বঙ্গবন্ধু সেতু (যমুনা) এর ভাটিতে মরফোলজিক্যাল প্রক্রিয়া অনুসন্ধানসহ পরিবেশ ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ সংক্রান্ত সমীক্ষা (ডিসেম্বর, ২০২১ হতে মার্চ, ২০২৩)	৪৩১.০৪	৪১১.২৮
২১	ম্যাথমেটিকাল মডেলের মাধ্যমে লোয়ার মেঘনা নদীর শাহবাজপুর চ্যানেলের সমন্বিত উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (সেপ্টেম্বর, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২২)	৪৯৬.০৬	৪১৬.০৬
২২	চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলার কুমিরা ছড়া এবং মীরসরাই উপজেলার খেয়া ও গোভানিয়া ছড়ায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহারে পরিবেশবান্ধব জলধারা নির্মাণের সম্ভাব্যতা (নভেম্বর, ২০২১ হতে জুন, ২০২৩)	৪৮৯.০০	৪৬৭.২৫
২৩	কুতুবদিয়া এবং মাতারবাড়ি দ্বীপের সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন এর নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (জানুয়ারি, ২০২২ হতে জুন, ২০২৩)	৪২৬.৫১	৪১৬.১৭
২৪	চট্টগ্রাম জেলার আওতাধীন সন্দ্বীপ উপজেলাস্থ পোল্ডার নং-৭২ এর সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন এর নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (ফেব্রুয়ারি, ২০২২ হতে জুন, ২০২৩)	৩৬১.০০	৩৪১.৭২
২৫	বগুড়া জেলায় করতোয়া নদী সিস্টেম ব্যবস্থাপনা এবং নাগর নদীর উভয় তীরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্পসমূহের পুনর্বাসন সম্পর্কিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (মার্চ, ২০২২ হতে মে, ২০২৩)	৪৯৯.০০	৪৫৪.১১
২৬	তিস্তা ব্যারেজের উজানে ড্রেজিং এর মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ পানি সম্পদ সংরক্ষণ ও যথার্থ ব্যবহার এবং কুড়িগ্রাম জেলার তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ কাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (জানুয়ারি, ২০২২ হতে এপ্রিল, ২০২৩)	৫০০.০০	৪৮৫.২৬
২৭	বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন এবং নদী তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে কুড়িগ্রাম জেলায় ব্রহ্মপুত্র ও জিঞ্জিরাম নদীর বেসিন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (মার্চ, ২০২২ হতে জুন, ২০২৩)	৪৯৯.০০	৪৭৬.৪৭
২৮	পূর্ব গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের বিস্তারিত সমীক্ষা (এপ্রিল, ২০২২ হতে জুন, ২০২৩)	৩৫৫.০০	৩২৫.৫৮
২৯	সুনামগঞ্জের হাওর এলাকার সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (মে, ২০২২ হতে জুন, ২০২৩)	৩৭১.০০	৩৫৪.৬০
৩০	সিলেট জেলার সুরমা-কুশিয়ারা নদীর অববাহিকায় সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন এর নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (মে, ২০২২ হতে জুন, ২০২৩)	৩৬৯.০০	৩২৮.০০
৩১	সিরাজগঞ্জ জেলায় হুরাসাগর সিস্টেমের ভূ-পরিস্থ পানি ধারণ এবং যমুনা নদীর বন্যা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (মে, ২০২২ হতে জুন, ২০২৩)	৪৮২.৬০	৪০০.৭৪
৩২	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন উপজেলার সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (অক্টোবর, ২০২২ হতে জুন, ২০২৩)	৪০৪.০০	৩৬২.৫৫
	উপমোট (বিশেষ প্রকল্পসমূহ)-১৪টি প্রকল্প	৫৭০৩.৬৫	৫৭০৩.৬৫

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন

বাস্তবায়ন স্ট্যাটাস	মোট বাস্তবায়নযোগ্য প্রতিশ্রুতি সংখ্যা	জুন, ২০২২ পর্যন্ত বাস্তবায়িত	২০২২-২৩ বাস্তবায়ন সমাপ্তকৃত	জুন, ২০২৩ পর্যন্ত বাস্তবায়িত
সমাপ্ত	৫০	৪১	২	৪৩
বাস্তবায়নাধীন		৬		৫
ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন		২		১
সমীক্ষাপূর্বক বাস্তবায়নযোগ্য		১		১

২০২২-২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়িত ২টি প্রতিশ্রুতি:

ক্রমিক	প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতির প্রেক্ষিতে বাস্তবায়িত প্রকল্প
১	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার তিতাস নদী পুনঃখনন	ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত তিতাস নদী (আপার) পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
২	ভৈরব নদী পুনঃখনন	ভৈরব রিভার বেসিন এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

২০২২-২৩ অর্থ-বছরে সমাপ্ত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ:

➢ **শরীয়তপুর জেলার জাজিরা ও নড়িয়া উপজেলায় পদ্মা নদীর ডান তীর রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।**

বাস্তবায়নকাল ঃ জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৩

প্রকল্প এলাকা ঃ শরীয়তপুর

প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ১৪১৭১৯.০৬ লক্ষ টাকা

প্রকৃত ব্যয় ঃ ১৪০৩১৬.১০ লক্ষ টাকা

অবকাঠামো ঃ

নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ	-	৯.৩৫০ কিঃমিঃ
নদীতীর সংরক্ষণ কাজ পুনর্বাসন	-	০.৮৫০ কিঃমিঃ
পদ্মা নদী ড্রেজিং	-	১১.৮০০ কিঃমিঃ
এন্ড টার্মিনেশন	-	০.১০৪ কিঃমিঃ
ব্রীজ নির্মাণ	-	১টি
খেয়াঘাট নির্মাণ	-	৫টি

প্রকল্পের সুফল ঃ

- শরিয়তপুর জেলার জাজিরা ও নড়িয়া উপজেলায় পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত ঘর-বাড়ি, রাস্তা-ঘাট, হাট-বাজার, ফসলী জমিসহ সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন স্থাপনা/সম্পদ নদী ভাঙন হতে রক্ষা পেয়েছে।
- প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হয়েছে এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় আছে।
- নদী ড্রেজিং এর মাধ্যমে নদীর প্রবাহ স্বাভাবিক ও মূল চ্যানেলে বজায় রয়েছে।

সুরেশ্বর দরবার শরীফ, নড়িয়া, শরীয়তপুর

মুলফতগঞ্জ লঞ্চঘাট, নড়িয়া, শরীয়তপুর

➢ ভৈরব রিভার বেসিন এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

[মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প]

বাস্তবায়নকাল ঃ জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২৩
প্রকল্প এলাকা ঃ যশোর
প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ২৭৯১২.৭৫ লক্ষ টাকা
প্রকৃত ব্যয় ঃ ২২৯১৩.০৯ লক্ষ টাকা
অবকাঠামো ঃ

ভৈরব নদী ড্রেজিং	-	৪.০০০ কিঃমিঃ
ভৈরব নদী পুনঃখনন	-	৯২.০০০ কিঃমিঃ
আপার ভৈরব নদী পুনঃখনন	-	২০.৯২৫ কিঃমিঃ
দাইতলা খাল	-	২২.৭০০ কিঃমিঃ
নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন	-	৩.৮০০ কিঃমিঃ
ওয়াকওয়ে নির্মাণ	-	১.৮০০ কিঃমিঃ

প্রকল্পের সুফল ঃ

- পুনঃখনন ও ড্রেজিং এর ফলে ভৈরব নদী ও এর সংলগ্ন খালসমূহের নিস্কাশন ব্যবস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে, চৌগাছা, যশোর সদর, বাঘারপাড়া, অভয়নগর উপজেলার ২২,০০০ হেক্টর এলাকা উপকৃত হচ্ছে।
- ভৈরব নদীর নাব্যতা পুনরুদ্ধার করা হয়েছে।
- মাথাভাঙ্গা ও আপার ভৈরব নদীর মধ্যে উজানের প্রবাহের সংযোগ পুনঃস্থাপন করা হয়েছে।
- ভৈরব নদী এবং খাল সমূহের পুনঃখননের মাধ্যমে সম্প্রসারিত সেচ সুবিধা প্রদানের পাশাপাশি মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

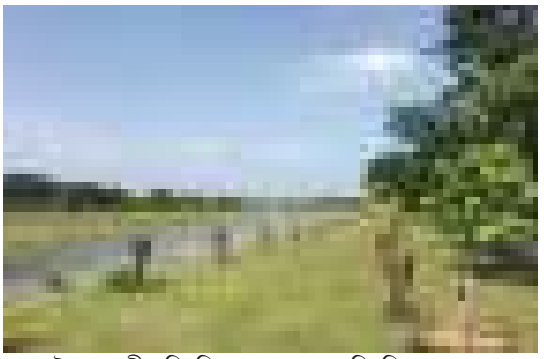

ভৈরব নদীর কিঃমিঃ ৩৬.০০ হতে কিঃমিঃ ৩৮.০০ এর পোষ্ট-ওয়ার্ক

ভৈরব নদীর কিঃমিঃ ৪২.০০ হতে কিঃমিঃ ৪৪.৫০ এর পোষ্ট-ওয়ার্ক

➢ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)।

বাস্তবায়নকাল ঃ জুন, ২০১৫ হতে জুন, ২০২৩
প্রকল্প এলাকা ঃ ফরিদপুর, মাগুরা, রাজবাড়ি, নড়াইল ও গোপালগঞ্জ
প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ৫২১৫০.০০ লক্ষ টাকা
প্রকৃত ব্যয় ঃ ৫০৫৫৯.৫৬ লক্ষ টাকা
অবকাঠামো ঃ

পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো মেরামত	-	৩৮টি
পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ	-	৫টি
চেক ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ	-	৮টি
ব্রীজ নির্মাণ	-	১০টি
ড্রেনেজ/সেচ ইনলেট/আউটলেট নির্মাণ	-	৬৭টি
নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ	-	২.০৩৮ কিঃমিঃ
বাঁধ নির্মাণ	-	২.২৪২ কিঃমিঃ
বাঁ পুনরাকৃতিকরণ	-	২৮.২১০ কিঃমিঃ
বিটুমিনাস রোড কার্পেটিং/এইচবিবি	-	৩২.৭৩৭ কিঃমিঃ

ডাব্লিউএমও ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ	-	২৩টি
আর্সেনিক মুক্ত ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন	-	২৪০টি
প্রকল্প ব্যবস্থাপনা দপ্তর ভবন নির্মাণ	-	১টি

প্রকল্পের সুফল ঃ

- অংশীদারিত্বমূলক সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে প্রকল্প এলাকাকে হাইড্রলজিক্যাল ইউনিটে বিভক্ত করা হয়েছে।
- পূনর্বাসন কাজে পানি ব্যবহারকারীগনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে।
- হাইড্রলজিক্যাল ইউনিটে বিভক্ত এলাকায় সুবিধাভোগীদের দৈনন্দিন কাজে পানি প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

নদীতীর প্রতিরক্ষা, গোপালগঞ্জ

২০২২-২৩ অর্থ-বছরে বাস্তবায়নাধীন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহ:

➢ কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলায় ঘুঘুমারী হতে ফুলুয়ারচরঘাট ও রাজিবপুর উপজেলা সদর (মেম্বারপাড়া) হতে মোহনগঞ্জ বাজার পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদের বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

বাস্তবায়নকাল ঃ এপ্রিল, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৩
প্রকল্প এলাকা ঃ কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলা
প্রকল্প ব্যয় ঃ ৪৮০৪২.০০ লক্ষ টাকা
বাস্তব অগ্রগতি ঃ ৬৩.২৭%
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- ব্রহ্মপুত্র নদের ভয়াবহ ভাঙন হতে কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার ঘুঘুমারী হতে ফুলুয়ার চর ঘাট ও রাজিবপুর উপজেলা সদর (মেম্বার পাড়া) হতে মোহনগঞ্জ বাজার পর্যন্ত ৮৩০০.০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর ভাঙন হতে রক্ষা করা।
- নদী হতে ভূমি পূনরূদ্ধার করা।
- নদী ভাঙন রোধ ও ভূমি পূনরূদ্ধারের মাধ্যমে এলাকার দারিদ্র দূরীকরণ।
- সামাজিক নিরাপত্তাসহ এলাকার আর্থসামাজিক উন্নয়ন অব্যাহত রাখা।
- প্রকল্পের নিকটবর্তী প্রায় ৪৬৫৭০০.০০ লক্ষ টাকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি নদী ভাঙন হতে রক্ষা করা।

২০২২-২৩ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

নদীতীর সংরক্ষণ কাজ- ৮.৩০০ কিঃমিঃ (আং-৮১.৩৬%)
ঘাটলা নির্মাণ- ৪টি (আং-৭১.২২%)

➢ হবিগঞ্জ জেলার বিবিয়ানা বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের সম্মুখে কুশিয়ারা নদীর উভয় তীরের ভাঙন রোধ প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল ঃ জানুয়ারি, ২০২০ হতে জুন, ২০২৪
প্রকল্প এলাকা ঃ হবিগঞ্জ
প্রকল্প ব্যয় ঃ ৫৭৩৪৭.৮০ লক্ষ টাকা
বাস্তব অগ্রগতি ঃ ৭৪.০০%
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- বিবিয়ানা পাওয়ার প্ল্যান্ট সংলগ্ন কুশিয়ারা নদীর উভয় তীরে ৭.৪০ কিঃমিঃ স্থায়ী প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ৩টি পাওয়ার প্ল্যান্ট, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, কৃষিজমি ও সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনাসমূহ ভাঙ্গনের কবল থেকে রক্ষা করা।

- ১৭৬.০০ কিঃমিঃ নদী পুনঃখনন/ড্রেজিং কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নদী সমূহের মধ্যে প্রবাহ সংযোগ স্থাপন, পানি নিষ্কাশন ত্বরান্বিত করা এবং নৌ-যোগাযোগ স্থাপন করা।
- পরিবেশের বিরূপ প্রভাব হতে প্রকল্প এলাকার পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষা করা।

২০২২-২৩ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

নদীতীর সংরক্ষণ কাজ - ৭.৪০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ-৪.৩০ কিঃমিঃ, আং-৩.১০কিঃমিঃ)
নদী পুনঃখনন - ১৬৮ কিঃমিঃ (পূর্ণ-৮৫.০০ কিঃমিঃ ও আংশিক-৩৫.০০ কিঃমিঃ)
নদী ড্রেজিং - ৮.০০ কিঃমিঃ (আং)

➢ রাজশাহী জেলার চারঘাট ও বাঘা উপজেলায় পদ্মা নদীর বাম তীরে স্থাপনা সমূহ নদী ভাঙন হতে রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

বাস্তবায়নকাল ঃ জানুয়ারী, ২০২০ হতে জুন,২০২৪
প্রকল্প এলাকা ঃ রাজশাহী
প্রকল্প ব্যয় ঃ ৭৪৪৬০.৭৩ লক্ষ টাকা
বাস্তব অগ্রগতি ঃ ৬৫.১০%
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- ৪.৩০০ কিঃমিঃ নদীর তীর সংরক্ষণ এবং ০.৮০০ কিঃমিঃ নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ পুনর্বাসন কাজের মাধ্যমে পদ্মা নদী ভাঙন হতে ঝুঁকিপূর্ণ আলাইপুর, মিরগঞ্জ ও চারঘাট বিওপি এলাকা রক্ষাসহ রাজশাহী জেলার চারঘাট ও বাঘা উপজেলা রক্ষা করা।
- পদ্মা নদীর বাম তীর বরাবর প্রায় ৫.১০০ কিঃমিঃ এলাকা পদ্মা নদী ভাঙন হতে রক্ষার মাধ্যমে ৩২৩১৩২.৮০ লক্ষ টাকার স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ রক্ষা করা।
- ১২.১০০ কিঃমিঃ পদ্মা নদীর ড্রেজিং কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিত করা ও পানি প্রবাহের গতিপথ পরিবর্তন করে নদীর বাম তীর রক্ষা করা।
- স্থিতিশীল ও নির্ভরযোগ্য তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং কাজ নিশ্চিত করতঃ দারিদ্র দূরীকরণ, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং কর্মের সুযোগ তৈরী করা।

২০২২-২৩ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

নদীতীর সংরক্ষণ কাজ - ৪.৩০০ কিঃমিঃ (আং-১০.০০%)
নদীতীর সংরক্ষণ কাজ পুনর্বাসন - ০.৮০০ কিঃমিঃ (আং-৩০%)
নদী ড্রেজিং - ১২.১০ কিঃমিঃ (আং-১২%)

➢ ঢাকা জেলার দোহার উপজেলাধীন মাঝিরচর থেকে নারিশা বাজার হয়ে মোকসেদপুর পর্যন্ত পদ্মা নদীর ড্রেজিং ও বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

বাস্তবায়নকাল ঃ অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৪
প্রকল্প এলাকা ঃ ঢাকা
প্রকল্প ব্যয় ঃ ২০১১৩১.৪৮ লক্ষ টাকা
বাস্তব অগ্রগতি ঃ ৫৬.৯৮%
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- পদ্মা নদীর বাম তীরের ভাঙন হতে প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত প্রায় ৩৫০ হেক্টর আবাদী জমি, প্রায় ১১০০টি পাকাবাড়ি, ৩৫০০টি আধাপাকা বাড়ি, ৩২০০টি কাঁচাবাড়িসহ প্রায় ১০০ হেক্টর আবাসিক এলাকা, ৭.৫০০ কিঃমিঃ হাইওয়ে এবং স্কুল-কলেজ, মসজিদ- মাদ্রাসাসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা সমূহ নদী ভাঙনের কবল হতে রক্ষা করা।
- নদীর গতিপথ পরিবর্তন প্রতিরোধ করা।
- সামাজিক নিরাপত্তাসহ এলাকার আর্থ সামাজিক উন্নয়ন অব্যাহত রাখা।
- পরিবেশের বিরুপ প্রভাব হতে প্রকল্প এলাকার পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা।
- ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের সময় ভূমিহীন, দরিদ্র, অসহায় নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য আয় এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যাতে করে প্রকল্প এলাকায় ভাল পরিবেশ বজায় থাকে।

২০২২-২৩ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

নদীতীর সংরক্ষণ কাজ - ৬.৮০০ কিঃমিঃ
নদী ড্রেজিং -১২.২০০ কিঃমিঃ

২০২২-২৩ অর্থ-বছরে অনুমোদিত উল্লেখযোগ্য নতুন প্রকল্পসমূহ

➢ খাগড়াছড়ি শহর ও তৎসংলগ্ন অবকাঠামো ভাঙন হতে সংরক্ষণ

বাস্তবায়নকাল ঃ জুলাই, ২০২২ হতে জুন, ২০২৫
প্রকল্প এলাকা ঃ খাগড়াছড়ি
প্রকল্প ব্যয় ঃ ৫৮৬০০.৮৯ লক্ষ টাকা
অনুমোদন তারিখ ঃ ১৯-০৭-২০২২
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- খাগড়াছড়ি জেলা ও দীঘিনালা উপজেলা শহর পাহড়ী খরস্রোতা চেঙ্গী, মাইনী ও অন্যান্য নদী/ছড়া সমূহের ভাঙন হতে জনগুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রক্ষা করা।
- জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঝড়, অতিবৃষ্টি, আকস্মিক বন্যা, ভূমিধ্বস ও পাহাড়ী ঢলের কারণে নদীর তলদেশ ক্রমাগত ভরাট হওয়া বন্ধকরণ।
- ১৩৫.৩৮ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং এর মাধ্যমে উল্লেখিত নদী সিস্টেম পুনরুজ্জীবিত করা ও নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনা।

ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়িতব্য ভৌত কার্যক্রমসমূহ ঃ

- নদীতীর প্রতিরক্ষাকাজ - ১০.৮১৫ কিঃমিঃ
- চেঙ্গী নদী ড্রেজিং - ৫৯.০৩ লক্ষ ঘনমিটার
- মাইনী নদী ড্রেজিং - ৭৬.৩৫ লক্ষ ঘনমিটার

➢ বরিশাল জেলার কারখানা, বিঘাই এবং পায়রা নদীর ভাঙন হতে শেখ হাসিনা সেনানিবাস এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম পর্যায়)

বাস্তবায়নকাল ঃ জানুয়ারী, ২০২৩ হতে ডিসেম্বর, ২০২৫
প্রকল্প এলাকা ঃ বরিশাল
প্রকল্প ব্যয় ঃ ৬৭৬০০.০০ লক্ষ টাকা
অনুমোদন তারিখ ঃ ০৬-০৪-২০২৩
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- প্রকল্প এলাকায় কারখানা, বিঘাই এবং পায়রা নদীর ডান তীরে অবস্থিত শেখ হাসিনা সেনানিবাস ও তৎসংলগ্ন এলাকায় নদী ভাঙন রোধ।
- শেখ হাসিনা সেনানিবাসে অবস্থিত প্রায় ৪৯০০.২০ কোটি টাকা মূল্যের স্থাপনাসহ আনুমানিক ৫২১০.৯৮ কোটি টাকার সম্পদ রক্ষা করা।
- দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে জাতীয় অর্থনৈতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা।

ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়িতব্য ভৌত কার্যক্রমসমূহ ঃ

- স্থায়ী নদীতীর সংরক্ষণ কাজ - ৬.০০০ কিঃমিঃ
- নদীতীর সংরক্ষণ কাজ (প্রাথমিক/প্রাক প্রতিরক্ষা) - ২.৫০০ কিঃমিঃ

➢ Flood Reconstruction Emergency Assistance Project (FREAP)

বাস্তবায়নকাল ঃ এপ্রিল, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৫
প্রকল্প এলাকা ঃ সুনামগঞ্জ ও সিলেট।
প্রকল্প ব্যয় ঃ ৬৯৯৮১.১১ লক্ষ টাকা
অনুমোদন তারিখ ঃ ১১-০৪-২০২৩
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- ৮০ কিঃমিঃ ক্ষতিগ্রস্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ পুনঃনির্মাণের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামোর উন্নয়ন।
- হাওর এলাকায় ১৫টি ফ্লাড ফিউজ নির্মাণ এবং ১৮.৪১০ কিঃমিঃ ক্ষতিগ্রস্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ ডুবন্ত বাঁধ সিসি ব্লক দিয়ে আবৃত করে ডুবন্ত বাঁধের টেকসই উন্নয়ন।
- ৪.০০০ কিঃমিঃ নদীতীর রক্ষা কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নদীর তীর এবং সংলগ্ন মূল্যবান জমি ও সম্পত্তি রক্ষা।
- ৭৯,২৩৩ হেক্টর আবাদি জমি আগাম ফ্ল্যাশ ফ্লাড বা আকস্মিক বন্যা হতে রক্ষাকরণ।
- নিষ্কাশন অবকাঠামোর (রেগুলেটর) মেরামত ও পুনঃনির্মাণের মাধ্যমে নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- সমন্বিত কাঠামোগত এবং অকাঠামোগত বন্যা ব্যবস্থাপনার মধ্যে সমন্বয় স্থাপন।

ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়িতব্য ভৌত কার্যক্রমসমূহ ঃ

- নদীতীর সংরক্ষণ	- ৪.০০০ কিঃমিঃ
- সিসি ব্লক আর্মারিং সহ সাবমার্সিবল বাঁধ	- ১৮.৪১০ কিঃমিঃ
- বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ	- ৮০.০০০ কিঃমিঃ
- ফ্লাড ফিউজ নির্মাণ	- ১৫টি
- বিদ্যমান রেগুলেটর ও স্লুইস মেরামত	- ৩৪টি
- বৃক্ষরোপন	- ১,০৪,৩৩৬টি

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় গৃহিত প্রকল্প

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (সিসিটিএফ) এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প গ্রহণে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। ২০০৯-১০ হতে ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছর পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় বাপাউবোর ১৩৬টি প্রকল্পের জন্য অনুমোদন আদেশ জারি করা হয় যার মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১১০১.৫১ কোটি টাকা। তন্মধ্যে, জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ১৩২টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে এবং বর্তমানে ৪টি প্রকল্প চলমান আছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৩)। এ প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে উপকূলীয় এলাকায় জেগে উঠা চরাঞ্চলে পোল্ডার/বাঁধ নির্মাণ/মেরামত, ভূমি পুনরুদ্ধারে ক্রসড্যাম নির্মাণ, নদীতীর সংরক্ষণ এবং নদী/খাল পুনঃখনন ইত্যাদি। উক্ত প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের উপকারভোগী জনগন বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছে এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবেলায় অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রকৃতি নির্ভর পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা

দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে যে, নদী/খালের তীরে এবং বাঁধে পরিকল্পিত বনায়ন থাকলে নদী/খালের পাড়ের মাটির গড়ন এবং মাটির বাঁধের স্থায়িত্ব অনেক মজবুত হয়। এমতাবস্থায়, প্রতিরক্ষা কাজের ব্যয় সাশ্রয় করে নদী/খালের তীরে ও বাঁধের ঢালে পরিকল্পিত বনায়ন করে পাড় ও বাঁধ সমূহকে প্রাকৃতিক উপায়ে মজবুত করে পানির ঢেউয়ের আঘাত সহনীয় করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বর্তমানে সকল বাঁধ নির্মাণ/পুনর্বাসন/মেরামতধর্মী প্রকল্পে এবং নদী/খাল খননধর্মী প্রকল্পে আবশ্যিকভাবে পরিকল্পিত বনায়ানের সংস্থান রাখা হয়েছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও তার অধীনস্ত সংস্থাসমূহ দেশব্যাপী অফিস প্রাঙ্গন, চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ ছাড়াও স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রের বাঁধ ও অন্যান্য খোলা জায়গাসমূহে অধিক সংখ্যক বনজ, ফলজ ও ভেষজ গাছ পরিকল্পিত উপায়ে ২০২২-২৩ অর্থ-বছরে প্রায় ১১ লক্ষ বৃক্ষরোপণ করা হয়।

এছাড়া, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ এবং ব্যবহারের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে Drainage খাল ডিজাইনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের পাশাপাশি ঐ পানি দ্বারা irrigation-কে বিবেচনায় নিয়ে ডিজাইন প্রণয়ন করা হচ্ছে। খাল, বিল ও নিচু এলাকায় বৃষ্টির পানি ধরে রাখার মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর এর recharge নিশ্চিত করা যাচ্ছে। উপকূলীয় এলাকায় খাবার পানি হিসেবে বৃষ্টির পানি ব্যবহারের উদ্দেশ্যে দীঘি খনন এবং pond sand filter প্লান্ট নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

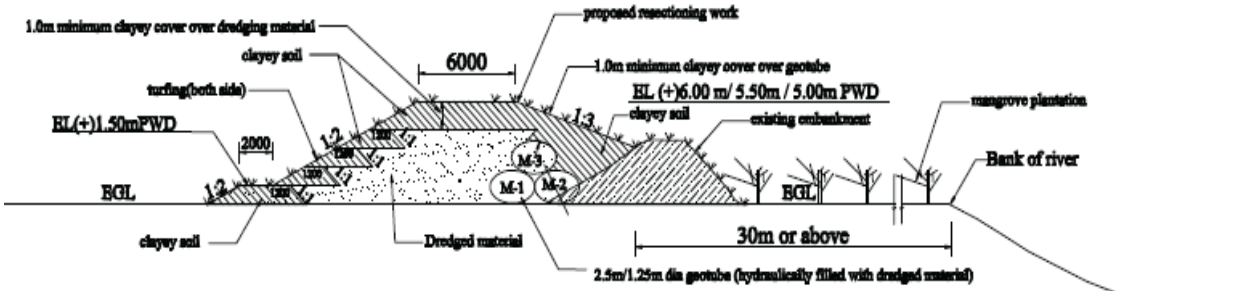

Typical section of Embankmnet with Geotube
(Applicable where dredged material is available near site or use of dredged material is feseable as per site condition)

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সেচ প্রকল্পের অবদানঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ কৃষি ও পরিবেশ

পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন সহ মাঝারী এবং বড় (১০০১ হেঃবা তদুর্ধ) প্রকল্প সমূহে স্থানীয় সংগঠনের সমন্বয়ে যৌথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেচ প্রদান বাপাউবো এর দায়িত্ব এর আওতায় (ক) সমাজের সকল স্তর, শ্রেনী ও পেশার লোকজনের অংশগ্রহণ ও জীবনমান উন্নয়ন নিশ্চিত করা, (খ) দারিদ্রতা হ্রাস; গ) খাদ্য নিরাপত্তা প্রদান; ঘ) পরিবেশবান্ধব টেকসই উন্নয়ন কৌশল অনুসরণ

করা হয়েছে। বাপাউবো সেচ প্রকল্প বাস্তবায়ন করার মধ্য দিয়ে জনগণের অংশগ্রহণে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অধিক ফসল উৎপাদনসহ পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা করতঃ জনগণের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ঘটিয়ে চলেছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত ৯৭০টি প্রকল্পের মধ্যে ৫৩৩টি প্রকল্প হচ্ছে বন্যা নিয়ন্ত্রন,নিষ্কাশন ও সেচধর্মী প্রকল্প। এসব প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ৬৬.৩৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে চাষাবাদের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরে ১১১.৭২ লক্ষ মেট্রিক টন উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়েছে এবং ২০২২-২৩ অর্থ-বছরে বাপাউবো প্রকল্পের মাধ্যমে সরাসরি ১০.০৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে (৩টি ফসল মৌসুমে) সেচ প্রদান করা সম্ভব হয়েছে যা জাতীয় সেচকৃত এলাকার ১৩.০০%। বাপাউবো'র বাস্তবায়িত প্রকল্পের মধ্যে ৫২টি সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষি জমিতে ভূ-উপরিস্থ পানিতে সেচ প্রদানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে, যা মাটির উর্বরতা ও পরিবেশ সংরক্ষণের পাশাপাশি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিশেষ অবদান রাখছে। এসব সেচ প্রকল্পে ব্যারেজ বা পাম্পের সাহায্যে ড্যাম থেকে/উৎস থেকে গ্রাভিটি ফ্লো পদ্ধতিতে (Gravity flow) সেচখালের মাধ্যমে কৃষকের জমিতে সরবরাহ করা হয়। ৫২টি সেচ প্রকল্পের আওতাভুক্ত এলাকা হচ্ছে ১১,১৭,১৭৩ হেক্টর, সেচযোগ্য এলাকা ৫,১৫,৭৬৯ হেক্টর এবং সেচকৃত এলাকায় ৪,২৬,০৩৫ হেক্টর। এ ৫২টি প্রকল্পের খুটিনাটি, তথ্য উপাত্ত ও সাফল্য অর্জন নিয়েই প্রকাশিত হয়েছে বিশেষ এই সংকলনটি, যা বাংলাদেশের সেচ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সেচ পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে তথ্যের উৎস হিসেবে ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের রুটিন কার্যক্রম

প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা দপ্তর এর আওতাধীন দপ্তর সমূহের কার্যক্রম

ফসল, সেচ, সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায় কার্যক্রম, জনগণের অংশ গ্রহণমূলক কার্যক্রম এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

২০২২-২৩ সালের ফসল ও সেচ কার্যক্রমের অগ্রগতি

২০২২-২৩ সালে পাউবো এর বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প সমূহের ৩টি শস্য মৌসুমে ২৪.৮৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে ফসল ও ১০.৪৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। জুন ২০২৩, পর্যন্ত ২৪.৩৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে ফসল চাষাবাদ ও ১০.০৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পসমূহে প্রধান ফসল হিসাবে ধান, গম ও ভূট্টা আবাদ হয়ে থাকে। এছাড়া প্রকল্প সমূহে তৈল ও ডাল জাতীয় ফসল সহ শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন সবজি আবাদের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করছে। পর্যাপ্ত সেচ সুবিধা থাকায় শস্য বহুমূখী করণের পাশাপাশি শস্যের নিবিড়তাও ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২০২২-২০২৩ সালের সেচ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত সাফল্য নিম্নরূপ

হেক্টর

ক্রঃ নং	জোন	প্রকল্পের সংখ্যা	আওতাভুক্ত এলাকা	সেচের সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকা	সেচযোগ্য এলাকা	তিন মৌসুমের মোট লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত সাফল্য				মন্তব্য
						ফসল		সেচ		
						লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	
১	উত্তরাঞ্চল (রংপুর)	২১	১৮৯২৫১	১৬৫৫৪৩	১২৭০৩২	৩৭৩২৯৫	৩৭৮৬৯৪	১৯৮৫২৭	১৭৯৫৫২	
২	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল (রাজশাহী)	১১	২১৯৭৫২	১৮৬৪৫২	১২৯৫৪১	২৮৮৩২৪	২৮৭০২৭	১৯৭৮৯১	১৯৮১১৫	
৩	পশ্চিমাঞ্চল (ফরিদপুর)	১০	২৮১৮৮৭	১৭৩৯৪৫	১৬৫৯৫৭	২৮৮০০৮	২৯০৫৯৪	৮৪৩১৬	৮৭০৬৯	
৪	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল (খুলনা)	৬	১৯৯৮৯১	১৫৩৪৩৫	১৩৯১১১	২৮৪৬২০	২৬০৩৮৯	১৭১৯০৫	১৪৯৬১৬	
৫	দক্ষিণাঞ্চল (বরিশাল)	৭	৪৯৯০১১	৪৮৩০১১	১৫৪৬৬৪	৪৭৯৭১৫	৪৮৩৭১৫	১০৬১৮৬	১০৬২৯৬	
৬	কেন্দ্রীয় অঞ্চল (ঢাকা)	৫২	২৫১০৫৮	২৪৬৩২৩	১৭৫৬৫২	৩৫৬৫৭০	৩৫০৪৪৫	১৬৯৬৩৩	১৭০২২২	
৭	পূর্বাঞ্চল (কুমিল্লা)	৯	২১২৫০৮	১৪২৭৯৮	১০৩৫৯৪	১৭৮৪৯৪	১৬৪৩৫৫	৫৭৫৩৩	৫৮৫৪৯	
৮	উত্তর-পূর্বাঞ্চল (সিলেট)	৪	১১৬৪৯২	২৭৫৪৯	৪১৮৬১	১১৮৫১৮	১০৪৪২৫	২৬২৪১	২৩৯৭০	
৯	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল (চট্টগ্রাম)	২০	৯৭৭১২	৬৯৯৪৪	৪৭১৭৭	১২১২৪৪	১১৮৭৭৪	৩৪৯৬০	৩৪৩৮০	
	সর্বমোটঃ	১৪০	২০৬৭৫৬২	১৬৪৯০০০	১০৮৪৫৮৯	২৪৮৮৭৮৮	২৪৩৮৪১৮	১০৪৭১৯২	১০০৭৭৬৯	

(১৪০টি সেচধর্মী প্রকল্পের মধ্যে ৫৩টি সেচ প্রকল্প অন্তর্ভূক্ত আছে)

সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায় অগ্রগতি

বাপাউবো কর্তৃক বাস্তবায়িত বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পসমূহের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ অংশীদারিত্বমূলক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। সেচ প্রকল্পসমূহে আধুনিক কৃষি ও শস্য উৎপাদনে গতিশীলতা আনায়নের লক্ষ্যে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন (পানি ব্যবস্থাপনা দল, পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন ও পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশন) এর মাধ্যমে পানি সম্পদের সুষ্ঠু ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতঃ কৃষকের জমিতে সেচ প্রদান করা হয়। সেচের পানি সরবরাহ ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা সাপেক্ষে সরকার সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের কৃষি জমির উপর সেচ সার্ভিস চার্জ ধায করণের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। এতদুদ্দেশ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০০৩ সালে "সেচ সার্ভিস চার্জ আরোপ ও আদায় প্রবিধানমালা, ২০০৩ (৩১ মে ২০০৫ পর্যন্ত সংশোধিত) [(এস, আর, ও নং-২৮৪ আইন/২০০৩) (এস, আর, ও নং-১২৮/আইন/২০০৫)]" প্রবিধানমালা জারী করা হয়। উক্ত প্রবিধানমালা অনুযায়ী বাপাউবো'র সেচ প্রকল্পের ভৌগলিক অবস্থান, বৈশিষ্ট্য এবং ফসল ভিত্তিক সেচের পানির চাহিদা ইত্যাদি বিবেচনা করে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ফসলের বিভিন্ন মৌসুমে (খরিফ-২, রবি ও খরিফ-১) ১৩ টি সেচ প্রকল্পে সেচ সার্ভিস চার্জ এর হার অনুমোদন করা হয়। সেচ প্রকল্পের উপকৃত কৃষকদের সমন্বয়ে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনকে সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের দায়িত্বসহ আদায়কৃত অর্থ সুবিধাভোগী সংগঠনের সাথে আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর ফলে মালিকানাবোধ সৃষ্টি, সেচের পানির অপচয়রোধ, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সুষম বন্টনের মাধ্যমে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য সমুন্নত রাখা এবং সুষ্ঠু পরিচালনা ও টেকসই রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানীয় সুবিধাভোগীদের সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। বাপাউবো'র সেচ প্রকল্প সমূহে ২০০১-২০০২ হতে সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্যের পরিমাণ ৯২২.৮০৩ লক্ষ টাকা এবং আদায়ের পরিমাণ ৮২.৪২৩ লক্ষ টাকা। নিম্নের সারণীতে বর্তমানে জুন, ২০২৩ ইং সময় পর্যন্ত ১৩টি সেচ প্রকল্পে ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ অর্থ বছরের সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য এবং আদায়ের তথ্যাদি নিম্নরূপ:

সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের অগ্রগতি (জুন, ২০২৩ পর্যন্ত) (লক্ষ টাকা)

ক্রঃ নং	জোনের নাম	প্রকল্পের নাম	সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা		সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের অগ্রগতি		অগ্রগতি (ক্রমপুঞ্জিত)	
			২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২১-২২	২০২২-২৩	ক্রমপুঞ্জিত আদায়	মন্তব্য
১।	পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা।	মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্প	৩২.৭১০	৩৬.৮২০	৯.১৫২	৮.৫৭৪	১৭.৭২৬	*মহুরী সেচ প্রকল্পের সেচ সার্ভিস চার্জ ২০১৫-১৬ হতে বাপাউবোর ইমিপ প্রকল্পের নিয়মে চলমান আছে ।
		চাঁদপুর সেচ প্রকল্প	৫৮.০০	৫৮.০০	৪.১৮৬	৪.৪৭৮	৮.৬৬৪	
		সুন্দলপুর সেচ প্রকল্প	০.২৫০	০.২৫০	০.০৭০	০.০০০	০.০৭০	
২।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম।	মুহুরী সেচ প্রকল্প	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	
		কর্ণফুলী সেচ প্রকল্প	২.০০০	২.০০০	১.৮০০	১.৮১০	৩.৬১০	
		হারবাংছড়া সেচ প্রকল্প	০.১০০	০.১০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	
৩।	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী।	পাবনা সেচ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প	৩৯.৫৬৯	৩৫.১২৩	১.৯২৯	১.৫১৯	৩.৪৪৮	
৪।	উত্তরাঞ্চল, রংপুর।	তিস্তা বাঁধ সেচ প্রকল্প (১ম পর্যায়)	৫৬০.৬৯০	৪৪৯.৫৪০	১৬.৬৯০	২০.৮২০	৩৭.৫১০	**বুড়ি তিস্তা প্রকল্পে মামলা চলমান থাকায় সেচ সার্ভিস চার্জ আদায় কার্যক্রম বর্তমানে বন্ধ রয়েছে।*** এনএন আইপি'র ২০২২-২৩ অর্থ বছরের সেচ সার্ভিস চার্জ লক্ষ্যমাত্রা এখনো নির্ধারণ হয়নি।
		টাঙ্গন বাঁধ প্রকল্প	০.১০০	০.১০০	০.১২০	০.৩০০	০.৪২০	
		বুড়ি তিস্তা প্রকল্প	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.১২০	০.১২০	
৫।	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা।	এন. এন. আই. পি. (ব্লক এ-১)	৪.৬৩১	০.০০০	১.৪৪৬	০.০০০	১.৪৪৬	
৬।	পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর।	জি-কে সেচ প্রকল্প	২৬৯.৮২০ ০	২৬৪.৯৮০	৪.৭৩৪	১৪.৪৫২	১৯.১৮৫	
৭।	উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট।	মনু নদী সেচ প্রকল্প	০.৫০০	৭৫.৮৯০	০.২২৭	০.৩৫০	০.৫৭৭	
	মোট	**১৩ টি প্রকল্প**	**৯৬৮.৩৭০**	**৯২২.৮০৩**	**৪০.৮২৯**	**৫২.৪২৩**	**৯২.৭৭৬**	

পানি ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম

বাংলাদেশে পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্পসমূহে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সকল প্রকল্পে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠন করা হচ্ছে এবং তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এ ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীন বিভিন্ন বাস্তবায়নাধীন ও বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহে অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা দল (WMG), পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন (WMA) ও পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশন (WMF) নামে তিন স্তরভিত্তিক পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন (WMO) গঠন করা হচ্ছে। পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনসমূহ বাপাউবো এর বিভিন্ন প্রকল্পে সেচের পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করাসহ সেচ অবকাঠামোর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ-এ অংশগ্রহণের মাধ্যমে অবদান রাখছে। বাপাউবো কর্তৃক গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনসমূহকে সেচ অবকাঠামোর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্যে সংগঠনের সদস্যদেরকে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। সংগঠন সমূহকে বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে তাদেরকে টেকসই অবস্থায় নেয়ার জন্য বাপাউবো বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। "অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-২০১৪" এর আলোকে বাপাউবো অধীন ১৫৩টি বাস্তবায়িত প্রকল্প/উপ-প্রকল্প/স্কীম ও পোল্ডারসমূহে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনসমূহ এর সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ উন্নয়ন ও আইনগত অধিকার প্রদানের লক্ষ্যে নিবন্ধনের প্রক্রিয়া চলমান।

পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠন-নিবন্ধনের তথ্যাদি (জুন-২০২৩ পর্যন্ত)

প্রকল্পের সংখ্যা (পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠিত)	আওতাভুক্ত এলাকা (হেক্টর)	পানি ব্যবস্থাপনা দল		পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন		পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশন	
১৫৩	২২৩৬০৮৫	গঠন	নিবন্ধন	গঠন	নিবন্ধন	গঠন	নিবন্ধন
		৩৩৬২	৩১৫৫	৩০৩	২৮৯	৫	৪

মহিপুর সেচ পরীক্ষা খামার, বাপাউবো, রংপুর এর কার্যক্রম:

তৎকালীন মঙ্গাপীড়িত উত্তরাঞ্চলের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বুড়িতিস্তা প্রকল্পের অধীনে ১৯৬০ সালে মহিপুর সেচ পরীক্ষা খামার, বাপাউবো, রংপুর স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে খামারটি প্রকল্প এলাকায় সেচ ও কৃষি উন্নয়নে গুরত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। খামারটিতে বুড়িতিস্তা ও তিস্তা ব্যারেজ সেচ প্রকল্প বাস্তবায়নের পর থেকে প্রকল্প এলাকার মাটি ও কৃষি আবহাওয়া উপযোগী উচ্চ ফলনশীল শস্যের আধুনিক চাষাবাদ প্রযুক্তি, শস্য বিন্যাস, ফসলের জাত নির্বাচন ও সেচ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষামূলক ও সাধারণ চাষাবাদ পরিচালিত হচ্ছে। পরীক্ষামূলক চাষাবাদের ফলাফল প্রকল্পের চাষী /উপকারভোগীদের মাঝে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ফসল আবাদ প্রদর্শণের জন্য মাঠ দিবস, ফসল কর্তন কার্যক্রম ও চাষাবাদ কলাকৌশল শিক্ষণের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

মহিপুর সেচ পরীক্ষা খামারটি রংপুর শহর থেকে ১৭ কিঃমিঃ উত্তরে গংগাচড়া উপজেলাধীন লক্ষীটারী ইউনিয়নের মহিপুর মৌজায় তিস্তা নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। প্রতিষ্ঠালগ্নে ১১.২৪ হেক্টর এলাকার খামারটির ৬.৬২ হেক্টর এলাকা ১৯৮৫ সালে নদী (তিস্তা নদী) ভাঙনে বিলীন হয়ে যায়। অবশিষ্ট ৪.৬২ হেক্টরের মধ্যে বর্তমানে খামারটির আবাদযোগ্য জমি ৩.৬২ হে. (প্লট নং-০১ এ ২.৪২ হেক্টর ও প্লট নং-০২ এ ১.২০ হেক্টর)। খামারটি পরীক্ষামুলক/ প্রদর্শনীমূলক হলেও এর কোনো সীমানা প্রাচীর নেই। সীমানা প্রাচীর বিহীন উন্মুক্ত পরিবেশে পরীক্ষামূলক/ প্রদর্শনী ও সাধারণ চাষাবাদে যথার্থ ফলাফল পাওয়া যায় না। তারপরও বহুবিধ সীমাবদ্ধতার মধ্যে খামারের কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরে প্রশিক্ষণ খাতে প্রাপ্ত সীমিত বরাদ্দের মাধ্যমে পরীক্ষামুলক চাষাবাদ কার্যক্রম ও প্রাপ্ত ফলাফল এবং প্রয়োগকৃত চাষাবাদ কলাকৌশল সম্পর্কে প্রকল্প এলাকার ৬০ জন কৃষক/ উপকারভোগীদের মাঝে সম্প্রসারণ/ উদ্বুদ্ধকরণ ও হাতে কলমে শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। চাষী সমাবেশ, শস্য কর্তন, সভা, সেমিনার, মাঠ দিবস ও লিফলেট ইত্যাদি এবং সর্বপরি প্রধান পানি ব্যবস্থাপনার আওতাধীন বোর্ডের সম্প্রসারণ উইং এর মাধ্যমেও খামারের পরীক্ষামুলক চাষাবাদের কলাকৌশল/ ফলাফল প্রকল্পের কৃষক/ উপকার ভোগীদের নিকট পৌছানো হয়। প্রতিবছর খামারে উৎপাদিত ফসল বিক্রয় করে সংশ্লিষ্ট রাজস্ব খাতে অর্থ জমা দেয়া হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরে ৭,৫৪,৭১৫/- টাকা রাজস্ব জমা দেয়া হয়েছে। তিস্তা সেচ প্রকল্প উপযোগী আধুনিক চাষাবাদ কলাকৌশল ও উন্নত জাতের ফসল চাষাবাদের জন্য স্থানীয় DAE, BRRI, BARI, BJRI, BADC, SRDI ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ সহযোগিতায় এই খামারে বিভিন্ন পরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। তিস্তা ব্যারেজ সেচ প্রকল্পে বর্তমানে অধিক মাত্রায় রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ঔষধের ব্যবহার হ্রাস করে নতুন প্রযুক্তিতে ফসলের নিবীড়তা বৃদ্ধিসহ ফলন বৃদ্ধি, উফশী ফসলের আবাদ বৃদ্ধি, সেচ সাশ্রয়ী ফসল উৎপাদন ও সেচ এলাকা বৃদ্ধি ইত্যাদি পরীক্ষামুলক কার্যক্রম মহিপুর সেচ পরীক্ষা খামারে চালানো হচ্ছে এবং এর ফলাফল তিস্তা সেচ প্রকল্প এলাকার কৃষকের মাঝে সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে।

মহিপুর সেচ পরীক্ষা খামার, বাপাউবো, রংপুরে ২০২২-২৩ অর্থ-বছরে বোরো ধানের শস্যকর্তন ও মাঠ দিবস উদ্‌যাপন।

মহিপুর সেচ পরীক্ষা খামার, বাপাউবো, রংপুরে ২০২২-২৩ অর্থ-বছরে বোরো ধানের সেচ পরীক্ষা এবং বিভিন্ন আধুনিক বোরো ধানের জাত পর্যবেক্ষণ।

পানি বিজ্ঞান (Hydrology) এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের কার্যক্রম

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান প্রকৌশলী পানি বিজ্ঞান এর আওতায় ৪টি সার্কেল- ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেল, ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তর, রিভার মরফোলজি ও গবেষণা সার্কেল, প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল সমূহের মাধ্যমে সমগ্র দেশব্যাপী পানি বিজ্ঞান নেটওয়ার্কের সাহায্যে সুদীর্ঘ পাঁচ দশকের অধিককাল পানি বিজ্ঞান উপাত্ত সংগ্রহের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। বর্তমানে প্রধান প্রকৌশলী, পানি বিজ্ঞান এর আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তরসমূহ ২০২২-২৩ অর্থ-বছরে সারাদেশব্যাপী বিস্তৃত নিম্নবর্ণিত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পানি বিজ্ঞান উপাত্তসমূহ সংগ্রহ করেছে।

ক্রমিক	উপাত্তের নাম		স্টেশন সংখ্যা	মন্তব্য
১.	পানি সমতল (টাইডাল/নন-টাইডাল)		৩৬২ টি	দিনে ৭ বারটাইডাল/দিনে ৫ বারনন-টাইডাল
২.	প্রবাহ পরিমাপ	নন-টাইডাল প্রবাহ	১২৩টি	দৈনিক/সাপ্তাহিক/পাক্ষিক
		টাইডাল প্রবাহ	৬টি	পাক্ষিক
		সেমি টাইডাল প্রবাহ	৭টি	শুষ্ক মৌসুম
৩.	ভূ-পরিস্থ পানির গুণাগুণ		৮৯টি	মাসিক
৪.	লবণাক্ততা	স্থির	১০০টি	দৈনিক/সাপ্তাহিক/পাক্ষিক
		গতিশীল	৬৬টি	বছরে একবার
৫.	পলল/পলিপ্রবাহ		২০টি	সাপ্তাহিক/পাক্ষিক
৬.	বারিপাত		২৭৪টি	দৈনিক
৭.	আবহাওয়া		২টি	দৈনিক

ক্রমিক	উপাত্তের নাম	স্টেশন সংখ্যা	মন্তব্য
৮.	বাষ্পায়ন	৩৯টি	দৈনিক
৯.	মরফোলজিক্যাল ক্রস সেকশন	১৮৪৬	বাৎসরিক/দ্বি-বাৎসরিক/ত্রি-বাৎসরিক/চতুর্থ-বাৎসরিক/পঞ্চম-বাৎসরিক
১০.	ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল (সাপ্তাহিক)	১২৭২	বিভিন্ন কারণে সাময়িকভাবে বন্ধ কূপসমূহসহ
১১.	ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল (প্রতি ঘন্টা)	৯০৫টি	১২৭২ টি কূপের অন্তর্ভূক্ত কূপসমূহসহ
১২.	ভূ-গর্ভস্থ পানির গুনাগুণ	৯২৭টি	
১৩.	এক্যুইফার অনুসন্ধান/পাম্প টেষ্ট	১৬টি	
১৪.	পর্যবেক্ষণ কূপ পূনঃখনন ও উন্নয়ন	১৪টি	
১৫.	অবকাঠামোর নকশা প্রণয়নে ভূ-কারিগরি অনুসন্ধান	১২৪টি (৯৬১৮ ফুট)	

ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেল

নিয়মিত কার্যক্রমঃ

ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেলের অধীনে মাঠ পর্যায়ে ঢাকা, কুমিল্লা, ফরিদপুর ও পাবনায় অবস্থিত ৪টি পরিমাপ বিভাগের মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞানের সকল তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। বিভাগ সমূহের আওতায় ১৩টি উপ-বিভাগ এবং ৩৯টি শাখা দপ্তরের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন নদ-নদীর পানি সমতল, প্রবাহ পরিমাপ, পলল/পলি নমুনা, পানিতে লবণাক্ততার পরিমান, বারিপাত, বাষ্পায়ন এবং আবহাওয়াতত্ত্ব বিষয়ক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়।

২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বর্ণিত পরিমাপ বিভাগগুলোর মাধ্যমে সমগ্র দেশব্যাপী বিস্তৃত প্রায় ১৪০টি নদীতে ৩৬২টি (হাওর ও পার্বত্য অঞ্চলসহ) পানি সমতল গেজ স্টেশন, ৯০টি নদীর ১৩৬টি প্রবাহ পরিমাপ স্টেশনের মাধ্যমে ৩৯১৭টি প্রবাহ পরিমাপ কাজ, ২০টি পলল/পলি নমুনা পরিমাপ স্টেশন, ১৮টি পানির গুণাগুণ পরিমাপ স্টেশন, ২৭৪টি বারিপাত পরিমাপ স্টেশন, ৩৯টি বাষ্পায়ন কাম বারিপাত স্টেশন এবং ২টি আবহাওয়াতত্ত্ব স্টেশনের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

এছাড়া কুমিল্লা ও ফরিদপুর পরিমাপ বিভাগের আওতায় দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদীসমূহের ১০০টি স্থির স্টেশনের মাধ্যমে প্রতিমাসে ৪ দিন, দিনে ২ বার পরিমাপ করা হয়। ফরিদপুর পরিমাপ বিভাগের আওতায় ৬৬টি পয়েন্টে গতিশীল লবণাক্ততা (বড়দিয়া থেকে খুলনার হিরণ পয়েন্ট পর্যন্ত) জানুয়ারি/ফেব্রুয়ারি মাসে পরিমাপ করা হয়।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কার্যক্রমঃ

বন্যা মৌসুমে ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেলের আওতাধীন হাওর ও পার্বত্য অঞ্চলসহ ১০০টি পানি সমতল স্টেশনে মোট দৈনিক ৫ বারের সংগৃহীত উপাত্ত দিনে ২ বার এবং ৭২টি বারিপাত স্টেশনের ২৪ ঘন্টায় বারিপাতের পরিমাণ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রে প্রেরণ করা হয়।

উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রমঃ

- ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেলের আওতাধীন উত্তরাঞ্চলীয় পরিমাপ বিভাগ, বাপাউবো পাবনা এর আওতায় প্রতিবছর শুষ্ক মৌসুমে যৌথ নদী কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী গঙ্গা নদীতে হার্ডিঞ্জ ব্রীজ পয়েন্টে ৬ মাস ও তিস্তা নদীর ডালিয়াতে ৮ মাস দৈনিক প্রবাহ পরিমাপ উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। তাছাড়া গঙ্গা নদীর হার্ডিঞ্জ ব্রীজ পয়েন্টে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ পর্যবেক্ষণ কমিটি কর্তৃক জানুয়ারি হতে মে মাস পর্যন্ত ৫ মাস যৌথভাবে প্রবাহ পরিমাপ করা হয়।
- ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেলের অধীনে মাঠ পর্যায়ে ঢাকা, কুমিল্লা ও পাবনা পরিমাপ বিভাগ এর আওতায় যৌথ নদী কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী ৮টি নদীতে সীমান্তবর্তী প্রবেশ মুখে প্রবাহ পরিমাপ উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়।

ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তর

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তরের মাধ্যমে সুদীর্ঘ পাঁচ দশকেরও বেশী সময় ধরে সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে ভূ-গর্ভস্থ পানির অনুসন্ধান, সমীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে দেশব্যাপী ১২৭২টি অগভীর পর্যবেক্ষণ কূপের সমন্বয়ে গড়ে উঠা নেটওয়ার্ক থেকে ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়াও বিভিন্ন কারনে সময়ে সময়ে নষ্ট হয়ে যাওয়া কূপসমূহের পুনঃখননসহ প্রকল্পের আওতায় নতুন পর্যবেক্ষণ কূপ স্থাপন করে ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সময়ের চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যমান নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত কাঠামোর উন্নয়ন বিবেচনায় ২০১১-২০১২ সালে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট এর অর্থায়নে উপকূলীয় ১৯টি জেলায় সর্বোচ্চ প্রায় ৩৫০ মিটার পর্যন্ত বিভিন্ন গভীরতায় ৬৭৪ টি পর্যবেক্ষণ কূপ এবং বোর্ডের

Bangladesh Weather and Climate Services Regional Project (BWCSRP), কম্পোনেন্ট-বি: Strengthening Hydrological Information Services and Early Warning Systems (SHEWS) প্রকল্পের আওতায় ২০১৮-২০১৯ সালে দেশব্যাপী ৬৯টি স্থানে সর্বোচ্চ ৩০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত Clustered Well (প্রতিটি স্থানে ৪টি করে কূপ) স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত ৬৯টি স্থানসহ সর্বমোট ২২২২টি কূপের মধ্যে ৯০৫টি পর্যবেক্ষণ কূপে সেন্সর, ডাটা লগার এবং টেলিমেট্রি স্থাপন করতঃ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ভূ-গর্ভস্থ পানির উপাত্ত সংগ্রহের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত ৯০৫টি পর্যবেক্ষণ কূপে প্রায় দুই বছর ধরে প্রতি ঘন্টায় ভূ-গর্ভস্থ পানির পানি সমতল ও পানির তাপমাত্রাসহ ৩০০টি কূপে লবনাক্ততা (EC) পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। এ ছাড়াও ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তরের আওতায় পানির গুনাগুণ, পানিবাহীস্তরসমূহের (Aquifer) পানি ধারণ ও পরিবাহী গুনাগুণ নির্ণয়ের জন্য Aquifer Pump Test ও Slug Test, ঢাকার ভূ-গর্ভস্থ পানির অবনমন হ্রাসে পরীক্ষামূলকভাবে পুনর্ভরণ কূপ (Managed Aquifer Recharge well) (১টি) স্থাপনসহ বিভিন্ন সমীক্ষা কার্যক্রমও পরিচালনা করা হয়।

বাংলাদেশে ভূ-গর্ভস্থ পানির ক্রমবর্ধমান উত্তোলন ও চাহিদার প্রেক্ষিতে পরিবেশ, আর্থ-সামাজিক ও বিজ্ঞান সম্মত ব্যবহারের বিষয়সমূহ বিবেচনা করতঃ পানিসম্পদের সম্পূরক (Conjunctive) উন্নয়নে সমীক্ষা, পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা গ্রহণ জরুরি। ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তরের আওতায় দেশব্যাপী স্থাপিত পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক হতে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত বোর্ডের বিভিন্ন প্রকল্পসহ পানীয়, গৃহস্থালী, শিল্প-কারখানা ও কৃষিজ সেচকাজে ভূ-গর্ভস্থ পানির যথাযথ, সম্পূরক ও টেকসই ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনায় অধিকতর গুরুত্বের সাথে ব্যবহার করা যেতে পারে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ভূ-গর্ভস্থ পানির তথ্য-উপাত্ত বিশেষ করে পানির গুনাগুণ জাতীয় পর্যায়ে ব্যবহারের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে এবং ঢাকা ওয়াসার সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের প্রস্তাবটি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী বিস্তৃত এবং প্রায় ৩৫০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত বিভিন্ন গভীরতায় স্থাপিত ৯০৫টি পর্যবেক্ষণ কূপ হতে ২০২২-২০২৩ সালে শুকনো ও বর্ষা মৌসুমে ভূ-গর্ভস্থ পানির নমুনা সংগ্রহ করতঃ ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তরের আওতাধীন ল্যাবরেটরিতে ভূ-গর্ভস্থ পানির গুনাগুণ নির্ধারনের লক্ষ্যে ২৫টি ভৌত ও রাসায়নিক উপাদানের (আর্সেনিক, লবণাক্ততা সহ) মান নির্ণয় সম্পন্ন হয়েছে, যা সমগ্র বাংলাদেশের বিভিন্ন গভীরতার ভূ-গর্ভস্থ পানির গুনাগুণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেবে। পানির গুনাগুণ পরীক্ষার জন্য ইতোমধ্যে স্থাপিত ল্যাবরেটরীকে আরও কার্যকরী ও আধুনিক করার লক্ষ্যে BWCSRP, কম্পোনেন্ট-বি: SHEWS প্রকল্পের মাধ্যমে Atomic Absorbtion Spectrophotometer (AAS), Ion-Chromatography সহ মাঠ পর্যায়ে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হয়েছে।

ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পদের অনুসন্ধান, উন্নয়ন, সমীক্ষা ইত্যাদি কার্যক্রমের পাশাপাশি ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান বিভাগ ১ ও ২ এর মাধ্যমে পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন দপ্তরের আওতাধীন গৃহীত হাইড্রোলিক/ইঞ্জিনিয়ারিং অবকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ভূ-গর্ভস্থ মৃত্তিকা অনুসন্ধান ও ভূ-কারিগরি কার্যক্রম এ পরিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত হয়। ২০২২-২৩ অর্থ-বছরে বোর্ডের বিভিন্ন মাঠ দপ্তর হতে প্রাপ্ত চাহিদাপত্রের বিপরীতে দেশব্যাপী ১২৪টি পয়েন্টে প্রায় ৯,৬১৮ ফুট সাব-সয়েল খনন কাজ সম্পাদন করা হয়। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বহির্ভূত জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত বিবিধ প্রতিষ্ঠানকেও ডিপোজিট কার্যক্রমের আওতায় এ পরিদপ্তর প্রয়োজনীয় সেবা ও সহায়তা প্রদান করে থাকে। ভূ-গর্ভস্থ মৃত্তিকা অনুসন্ধান ও ভূ-কারিগরি তথা সয়েল টেষ্ট কাজ আরও মানসম্মত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ৫০ হতে ২০০ মিটার খনন ক্ষমতা সম্পন্ন ৬টি ড্রিলিং রিগ সংগ্রহ করা হয়েছে।

ছবি ১: (বাম দিক হতে) বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ৯০৫টি অটোমেটেডকৃত পর্যবেক্ষণকূপের ১টি গুচ্ছকূপ; পানির গুনাগুণ পরিমাপের জন্য ল্যাবরেটরীতে স্থাপিত এটমিক এবসরপশন স্পেকট্রোফটোমিটার; বিভিন্ন অবকাঠামোর নকশা প্রনয়ণের লক্ষ্যে ভূ-কারিগরী অনুসন্ধানের জন্য সংগৃহীত ড্রিলিং রিগ।

ছবি ২: ভূ-গর্ভস্থ পানির সংকটাপন্ন এলাকায় তথা ঢাকা মহনগরীতে ভূ-গর্ভস্থ একুইফারে পানির মজুদ (Reserve) বাড়াতে বৃষ্টির পানি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পূনর্ভরনের (Managed Aquifer Recharge) জন্য পরীক্ষামূলকভাবে স্থাপিত 'রিচার্জ ওয়েল'।

রিভার মর্‌ফলজি এণ্ড রিসার্চ সার্কেল

রিভার মর্‌ফলজি এন্ড রিসার্চ সার্কেলের অধীনে কুষ্টিয়া ও ময়মনসিংহ মরফলজি বিভাগ এবং ঢাকা মরফলজি বিভাগ কর্তৃক দেশব্যাপী বর্তমানে বিদ্যমান মোট ৪০৫টি নদীর মধ্যে প্রধান প্রধান এবং ঢাকার চতুর্দিকের সকল নদীসহ গুরুত্বপূর্ণ ১৬২টি নদীর ১৮৪৬টি ক্রস সেকশনে পর্যায়ক্রমে ব্যাথিমেট্রিক সার্ভে (প্রস্থচ্ছেদ জরীপ) সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। প্রতি বছর ১১টি নদী, দুই বছর পর পর ১৫টি নদী, তিন বছর পর পর ৪০টি নদী, চার বছর পর পর ৪৬টি নদী এবং পাঁচ বছর পর পর ৫০টি নদীর প্রস্থচ্ছেদ জরীপ করা হয়। নদীর প্রস্থচ্ছেদ জরীপের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদ-নদীর ইরোশন/ডিপোজিশন, নদীর ব্যাঙ্ক লাইন শিফটিং ও নদীর থলওয়েগ ও গতিপথ নির্ণয়ক উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। এ সকল জরীপ উপাত্তসমূহ জিওরেফারেন্সিং, ভেলিডেশন, কোয়ালিটি কন্ট্রোল, সংরক্ষণ এবং ডিজাইন, প্ল্যানিং ও রিসার্চ এর চাহিদা মোতাবেক সরবরাহের জন্য প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল, বাপাউবো, ৭২, গ্রীনরোড, ঢাকায় প্রেরণ করা হয়। রিভার মর্‌ফলজি এন্ড রিসার্চ সার্কেলের অধীন তিনটি বিভাগ কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরে মোট ৪২টি নদীর ৫২৫টি প্রস্থচ্ছেদ জরীপ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের গৃহীত কার্যক্রম:

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	নদীর সংখ্যা	প্যাকেজ সংখ্যা	ক্রস সেকশনের সংখ্যা	বরাদ্দের পরিমান (লক্ষ টাকায়)	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
১	**ঢাকা মরফলজি বিভাগ, বাপাউবো, ঢাকা।**	১৮টি	১১টি	২০৭টি	৪৭.০০	৭২.০৫	২৫.০৬ লক্ষ টাকা বকেয়া।
২	**মরফলজি বিভাগ, বাপাউবো, কুষ্টিয়া।**	১৪টি	১৬টি	১৫৯	৫৫.০০	৬৪.১৪	৯.১৪ লক্ষ টাকা বকেয়া।
৩	**মরফলজি বিভাগ, বাপাউবো, ময়মনসিংহ।**	১০টি	১০টি	১৫৯	৭০.০০	৭৬.২০	৬.২০ লক্ষ টাকা বকেয়া।
	সর্বমোট	৪২টি	৩৭টি	৫২৫	১৭২	২১২.৩৯	৪০.৪০ লক্ষ টাকা বকেয়া।

প্রসেসিং এণ্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল

প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেলের অধীনে সারফেস ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চ, রিভার মরফোলজি প্রসেসিং ব্রাঞ্চ, গ্রাউন্ড ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চ, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র এবং নির্মান ও যন্ত্রায়ন বিভাগ নামের ৫টি দপ্তর রয়েছে।

সার্কেল সংযুক্ত ম্যানেজমেন্ট এন্ড সার্ভিসেস ব্রাঞ্চ এর কার্যক্রমঃ

পানি বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্তসমূহ সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, সঠিকতা যাচাইকরণসহ অন্যান্য কার্যাবলী সম্পন্ন করার জন্য প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিংসার্কেল কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থ-বছরে নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদিত হয়ঃ

১. Data Base Serverঃ বাপাউবো এর হাইড্রোলজিক্যাল দপ্তরসমূহ কর্তৃক সংগৃহীত সকল তথ্য-উপাত্ত সমূহ তিনটি প্রসেসিং ব্রাঞ্চ (সারফেস ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চ, রিভার মরফোলজি প্রসেসিং ব্রাঞ্চ, গ্রাউন্ড ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চ) হতে প্রক্রিয়াজাত ডাটা এই server এ যথাযথ সংরক্ষন, প্রক্রিয়াকরণ, সঠিকতা যাচাইকরণ সম্পন্ন করা হয়।

২. Application Serverঃ প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল, বাপাউবো, গ্রীন রোড, ঢাকা এর আওতাধীন তিনটি ব্রাঞ্চ (১) সারফেস ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চ, (২) রিভার মরফলোজী প্রসেসিং ব্রাঞ্চ এবং (৩) গ্রাউন্ড ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চ এর পানি

বিজ্ঞানের সকল উপাত্ত সমূহ Application Server Software এর মাধ্যমে ম্যানুয়াল ডাটা এন্ট্রি সম্পন্ন করা হয়।

৩. Data Backup Serverঃ Data base server এর সকল তথ্য-উপাত্তসমূহ (ডাটার) Back up রাখা হয়।

৪. Web Server ঃ ব্যহারকারীগণ www.hydrolgogy.bwdb.gov.bd ওয়েবসাইট visit করে পানি বিজ্ঞান সম্পর্কিত উপাত্তসমূহ সম্পর্কে যথাযথ ধারণা, ডাটার সময় কাল, ডাটার মূল্য ও অন্যান্য বিষয়ে সম্যক ধারণা নিয়ে অনলাইন পদ্ধতিতে ডাটার জন্য আবেদন করতে পারছেন।

৫. অনলাইন পদ্ধতিতে ডাটা ব্যবহারকারীগণ বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে যে কোনো সময়ে আবেদনের মাধ্যমে ১/২ ঘন্টার মধ্যে অর্থ পরিশোধের মাধ্যমে ডাটা পেয়ে থাকেন।

বিগত ২০২২-২৩ অর্থ-বছরে পানি বিজ্ঞান সর্ম্পকিত তথ্য-উপাত্তসমূহ বিভিন্ন সরকারি সংস্থা/প্রকল্প, বেসরকারি সংস্থা, দেশী/বিদেশী প্রকল্প, বিশ্ববিদ্যালয়, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান, এনজিও (NGO) সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে (আনুমানিক ২৬০ প্রতিষ্ঠান) ম্যানুয়্যাল এবং অনলাইনের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হয়েছে। এ সেবা প্রদানের মাধ্যমে বাপাউবোর ম্যানুয়্যাল পদ্ধতিতে ৮,৪৩,৫১৮/- টাকা এবং অনলাইন পদ্ধতিতে ৬৬,৫৭,৮৯৭/- টাকা সহ সর্বমোট ৭৫,০১,৪১৫/- (পঁচাত্তর লক্ষ এক হাজার চারশত পনেরো) টাকা রাজস্ব আয় হয়।

খ) সারফেস ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চ, বাপাউবো, ঢাকা।

ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেল কর্তৃক সংগৃহীত পানি সমতল (৩৬০টি), প্রবাহ পরিমাপ (১৩৮টি), ভূ-পরিস্থ পানির গুণাগুণ (১৭৯টি), লবণাক্ততা (১৪০টি), পলি প্রবাহ (৩০টি), বারিপাত (২৭৫টি), আবহাওয়া (২টি) এবং বাষ্পায়ন (৩৯টি) স্টেশন সমূহের ডাটা সারফেস ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চে প্রেরণ করা হয়। এ দপ্তরের আওতায় সমগ্র বাংলাদেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সংগৃহীত সকল হাইড্রোলজিকাল তথ্য/উপাত্তগুলোর যথাযথভাবে গুণগতমান পরীক্ষা/নিরীক্ষা, মিসিং ডাটা নির্ণয়, প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়। এ সকল উপাত্ত সমূহের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বাপাউবোসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/দপ্তরে উপাত্তসমূহ ব্যবহার উপযোগী করে secondary information প্রস্তুত করাসহ সকল উপাত্ত ডাটাবেজে সংরক্ষণ ও সরবরাহের কাজ করা হয়। এছাড়া ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেল হতে ৪টি পরিমাপ বিভাগের মাধ্যমে ১৩৮টি স্টেশনের প্রবাহ পরিমাপ তথ্য সংগ্রহ করা হয়, যার মধ্যে ৬টি টাইডাল, ৭টি সেমি টাইডাল এবং ১২৫টি ননটাইডাল । সংগৃহীত প্রবাহ পরিমাপ স্টেশনের তথ্য-উপাত্ত সমূহ যাচাই বাছাই পূর্বক ১১৬টি স্টেশনের ২০০৭ সাল হতে ২০২০ পর্যন্ত MDD (Mean Daily Discharge) প্রস্তুতপূর্বক ডাটাবেইজে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত ১১৬টি স্টেশনের মধ্যে ৫৭টি স্টেশনের ২০২১ সাল পর্যন্ত MDD ডাটা আপডেট করা হয়েছে এবং বাকি ৫৯টি স্টেশনের MDD ডাটা আপডেটের কাজ চলমান রয়েছে।

গ) গ্রাউন্ড ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চ, বাপাউবো, ঢাকা।

বাংলাদেশে ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পদের সুষ্ঠু পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ভূ-গর্ভস্থ পানির তথ্য/উপাত্ত অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী বিস্তৃত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১২৭২টি পর্যবেক্ষণ কূপের মধ্যে ৩৬৫টি পর্যবেক্ষণ কূপে অটোমেটিক লগার স্থাপনের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল ডাটা সংগ্রহ করা হচ্ছে। অবশিস্ট ৯০৭টি পর্যবেক্ষণ কূপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্তসহ ভূ-গর্ভস্থ পানির গুণাগুণ (শুষ্ক ও বর্ষা মৌসুমে), একুইফার বৈশিষ্ট্য, বোরহোল লিথলজি ডাটা গ্রাউন্ড ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চে প্রক্রিয়াজাতকরন, বিশ্লেষণ ও ডিজিটাল আর্কাইভে সংরক্ষণ করা হয়। এ সকল উপাত্ত সমূহের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বাপাউবোসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/দপ্তরে উপাত্তসমূহ ব্যবহার উপযোগী করে Secondary information প্রস্তুত করাসহ সকল উপাত্ত ডাটাবেজে সংরক্ষণ ও সরবরাহের কাজ করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থ-বছরে “Comparison of Maximum and Minimum Ground Water Levels of 63 Districts of Bangladesh Between Year 2000 and 2020“ শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়, যা বাপাউবোর বিভিন্ন দপ্তরে প্রেরণসহ ডিজিটাল আর্কাইভে সংরক্ষিত আছে।

এছাড়া বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ অন্যান্য সংস্থার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প প্রণয়নের জন্য এ সকল তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়। এ সকল তথ্য বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্রকল্পের কাজে/দেশের উন্নয়নমূলক কাজে অথবা বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করে থাকে। দেশী বিদেশী অনেক সংস্থা, গবেষণামূলক কাজে এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষামূলক কাজে উক্ত তথ্য/উপাত্ত ব্যবহার করে। সংগ্রহকৃত সকল তথ্য/উপাত্ত সমূহ দেশের পানি সম্পদ সংক্রান্ত সকল প্রকার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ও বিভিন্ন প্রকল্পের পরিকল্পনা ও নকশা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ঘ) রিভার মরফোলজি প্রসেসিং ব্রাঞ্চ, বাপাউবো, ঢাকা।

রিভার মরফোলজি এন্ড রিসার্চ সার্কেল কর্তৃক সংগৃহীত মরফোলজিক্যাল ক্রস সেকশন (Bathymetric Survey)উপাত্ত এর ডাটা রিভার মরফোলজি প্রসেসিং ব্রাঞ্চে প্রেরণ করা হয়। এ দপ্তরের আওতায় সমগ্র বাংলাদেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সংগ্রহকৃত উক্ত হাইড্রোলজিকাল তথ্য/উপাত্ত এর যথাযথভাবে গুণগতমান পরীক্ষা/নিরীক্ষা, মিসিং ডাটা নির্ণয়, প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়। এ সকল উপাত্ত সমূহের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বাপাউবোসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/দপ্তরে উপাত্তসমূহ ব্যবহার

উপযোগী করে secondary information প্রস্তুত করাসহ সকল উপাত্ত ডাটাবেজে সংরক্ষণ ও সরবরাহের কাজ করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরে ৪৯টি নদ-নদীর ৬৬৯টি ক্রস সেকশন এর ডাটা প্রক্রিয়াকরণ করে ডাটাবেজে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

ঙ) নির্মাণ ও যন্ত্রায়ন বিভাগ, বাপাউবো, ঢাকা।

১। কারেন্ট মিটার ক্যালিব্রেশন ল্যাব কর্তৃক ৩৮টি কারেন্ট মিটার ক্যালিব্রেশন ও সার্ভিসিং।
২। ২টি সিঙ্গেল ড্রাম ম্যানুয়াল উইন্স ও ৭টি বিনক্লে সিল্ট স্যাম্পলার মেরামত।
৩। ৩ মিটার সাইজের ১১০টি পিভিসি ওয়াটার লেভেল স্টাফ গেজ, ১০টি ম্যানুয়াল রেইন গেজ, ৮টি ইভাপোরেশন প্যান ক্রয় এবং সরবরাহ।
৪। ১০টি কারেন্ট মিটার সিগন্যাল কাউন্টার, ১টি এক্সটেনশন বার, ১২টি হ্যান্ড হেল্ড ডেপথ সাউন্ডার, ৫টি হ্যান্ড জিপিএস, ১০টি লেভেলিং স্টাফ, ৬টি ওয়েডিং রড, ৭টি সেডিমেন্ট স্যাম্পলার ক্রয় এবং সরবরাহ।
৫। দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বেতার কেন্দ্র সমূহের মেরামত ও বাৎসরিক পিরিয়ডিক রক্ষণাবেক্ষণ।
৬। ডাটা সেন্টারের সার্ভার, ডাটাবেজ, ওয়েবসাইট ইত্যাদি এর বাৎসরিক পিরিয়ডিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং বছরব্যাপী প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার ক্রয়।
৭। বিভিন্ন ক্যাটামারান সার্ভে বোট এবং স্পীড বোট মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।
৮। বিভিন্ন ক্যাটামারান সার্ভে বোট এবং স্পীড বোটের আউটবোর্ড মোটর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।

চ) বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের কার্যক্রম

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র (FFWC) বন্যা বিষয়ক জাতীয় ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে নিয়োজিত। প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে (মে–অক্টোবর) 'বন্যা তথ্য কেন্দ্র' সাপ্তাহিক এবং সকল ছুটির দিনসহ প্রতিদিন খোলা থাকে এবং দেশের অভ্যন্তর ও উজানের বৃষ্টিপাত, নদ-নদী সমূহের পানি সমতল বুলেটিন আকারে প্রকাশসহ গাণিতিক মডেল ভিত্তিক বন্যা পূর্বাভাস প্রণয়ন ও প্রচার করে থাকে।

গাণিতিক মডেল ভিত্তিক নির্ভরযোগ্য বন্যা পূর্বাভাস প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক টেলিফোন, ফ্যাক্স, লবি ডিসপ্লে, ই-মেইল, SMS, ভয়েস মেসেজ, বাংলা ও ইংরেজীতে ওয়েব সাইট (www.ffwc.gov.bd), Interactive Voice Response (IVR) পদ্ধতি ব্যবহার করে মোবাইল ফোন (১০৯০ নাম্বারে কল করে ৫ চেপে বিনামূল্যে বাংলায় বন্যা বার্তা শোনা যায়) ইত্যাদির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, প্রচার মাধ্যম, NGO, উন্নয়ন সহযোগী, স্থানীয় প্রশাসন ও জেলা-উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ইত্যাদি পর্যায়ে নিয়মিত বিতরণ/প্রেরণ করা হয়।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র ওয়েবসাইটের (www.ffwc.gov.bd) হোম পেজ (মানচিত্রে পর্যবেক্ষণাধীন পানি সমতল স্টেশনসমূহ প্রদর্শিত হচ্ছে)

উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে বর্তমানে ২৯টি প্রধান নদ-নদীর ৫৪টি স্থানে সুনির্দিষ্ট তথ্যভিত্তিক ৫ দিনের আগাম পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা প্রণয়ন করা হচ্ছে। স্টেশন ভিত্তিক বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থার পাশাপাশি ৫ দিনের বন্যা পূর্বাভাসের পানি সমতল পূর্বাভাস প্রোফাইল নির্ণয়পূর্বক ৪টি গুরুত্বপূর্ণ বাঁধ এবং সড়কের দৈর্ঘ্য বরাবর স্থাপনা ভিত্তিক বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থাও সীমিত পরিসরে চালু রয়েছে।

২০০৫-০৭ খ্রিঃ মেয়াদে আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা USAID-র সহায়তায় ১৮টি স্থানে গাণিতিক মডেলভিত্তিক ১০ দিনের সম্ভাব্যতামূলক আগাম বন্যা পূর্বাভাস পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয় এবং ২০১৪ খ্রিঃ হতে দুর্যোগ সতর্কীকরণ বিষয়ক আঞ্চলিক সহযোগী সংস্থা RIMES-এর কারিগরী সহায়তায় এ পদ্ধতি ৩৮টি স্থানে সম্প্রসারণ করা হয়, যা বর্তমান অবধি একটি মধ্যমেয়াদী বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থা হিসেবে সক্রিয় আছে। ১০ দিনের সম্ভাব্যতামূলক আগাম বন্যা পূর্বাভাস ১৫ দিনে উন্নীত করা হয়েছে। বর্তমানে প্রধান নদ-নদী সমূহের ৩টি পয়েন্টে ১৫ দিনের পানিপ্রবাহ পূর্বাভাস ব্যবস্থা চালু আছে। এছাড়া RIMES-এর কারিগরী সহায়তায় আগামীতে শুষ্ক মৌসুমে খরা পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ পরিকল্পনাধীন রয়েছে।

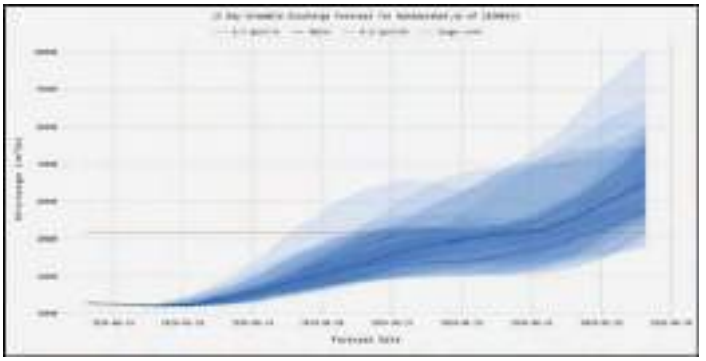

১৫ দিনের সম্ভাব্যতামূলক পানি প্রবাহ পূর্বাভাসের লেখচিত্র
স্টেশন: যমুনা নদীর বাহাদুরাবাদ পয়েন্ট

জুন, ২০১৫ হতে ভয়েস কলের পরিবর্তে মোবাইল ফোনে SMS ভিত্তিক ডিজিটাল তথ্য আদান-প্রদান ব্যবস্থা প্রচলন করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে গেজ পয়েন্ট হতে গেজ পাঠকগণ নির্দিষ্ট ফরমেটে SMS করে FFWC-তে নিয়মিত তথ্য প্রেরণ করেন এবং বন্যা তথ্য আদান-প্রদানে ডিজিটাল পদ্ধতি চালু হওয়ায় ভুল কম হচ্ছে, সময় কম লাগছে, খরচ হ্রাস পেয়েছে এবং সর্বোপরি তথ্য ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

মাঠ পর্যায় হতে গেজ পাঠক কর্তৃক SMS-এর মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং কম্পিউটারে সংক্রিয়ভাবে উপাত্ত সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ সফটওয়্যার

দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওর অববাহিকায় এপ্রিল-মে মাসের আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস প্রদান করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী/দাতা সংস্থা IFAD এর অনুদান সহায়তাপুষ্ট স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) অধীনে বাস্তবায়নাধীন 'Haor Infrastructure Livelihood Improvement Project (HILIP)' প্রকল্পের 'Climate Adaptation and Livelihood Protection (CALIP)' component এর আওতায় 'Development of Early Warning System of Flash Flood in the North Eastern Region of Bangladesh' শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রম জুন, ২০২০ এ সমাপ্ত হয়েছে। পরবর্তীতে ২০২১ সালে বর্ধিত প্রকল্প কর্মসূচীর আওতায় পর্যবেক্ষণ ও পূর্বাভাস স্টেশনের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রধান নদ-নদী সমূহের মোট ৪৫টি স্থানে পানি সমতল পর্যবেক্ষণ এবংমোট ৩৭টি স্থানে ৩ দিনের সুনির্দিষ্ট আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থা সক্রিয় রয়েছে যেটি প্রচারের সুবিধার্থে ১টি পৃথক ওয়েবভিত্তিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সরবরাহকৃত তথ্য ও সার্বিক দিক-নির্দেশনায় যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক University of Washington (UW) এ কর্মরত প্রফেসর ডঃ ফয়সাল হোসেনের নেতৃত্বে একটি গবেষণা দল বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য একটি আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থা তৈরি করেছে, যা ৩ দিনের আগাম আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস দিয়ে থাকে। উক্ত আগাম পূর্বাভাসটি http://depts.washington.edu/saswe/flashflood ওয়েবসাইটে প্রচার করা হচ্ছে। ২০২০ সালের আকস্মিক বন্যা মৌসুমে ওয়াশিংটন ভিত্তিক আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস মডেলের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং বাস্তবিক তথ্যের প্রেক্ষিতে ওয়াশিংটন ভিত্তিক আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস মডেলের পূর্বাভাসের সঠিকতা যাচাই করা হচ্ছে।

ওয়াশিংটন ভিত্তিক আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস মডেলের সুবিধা- গাণিতিকভাবে কার্যকর, তুলনামূলক পূর্বাভাস, উজানের তথ্যের উপর নির্ভরশীল নয়, সরল ওয়েবসাইট ইত্যাদি।

বন্যা পূর্বাভাস বার্তা তৃণমূল পর্যায়ে সুচারুভাবে পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে এপ্রিল, ২০১৮ হতে আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা ICIMOD এর সহায়তায় অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমভিত্তিক BWDB Flood App নামক একটি মোবাইল অ্যাপ পরিসেবা চালু করা হয়েছে। অ্যাপটি Google Play Store থেকে বিনামূল্যে Download করা যাবে। এটি মূলতঃ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র ওয়েবসাইটের একটি মোবাইল ফোন বান্ধব সংস্করণ যার সাহায্যে যে কোনো অ্যান্ড্রয়েডভিত্তিক মোবাইল ফোন গ্রাহক কেবল একটি ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে অতি সহজে বন্যা পূর্বাভাস বার্তা এবং চিত্রসমূহ তাঁর ফোনে পেয়ে যাবেন।

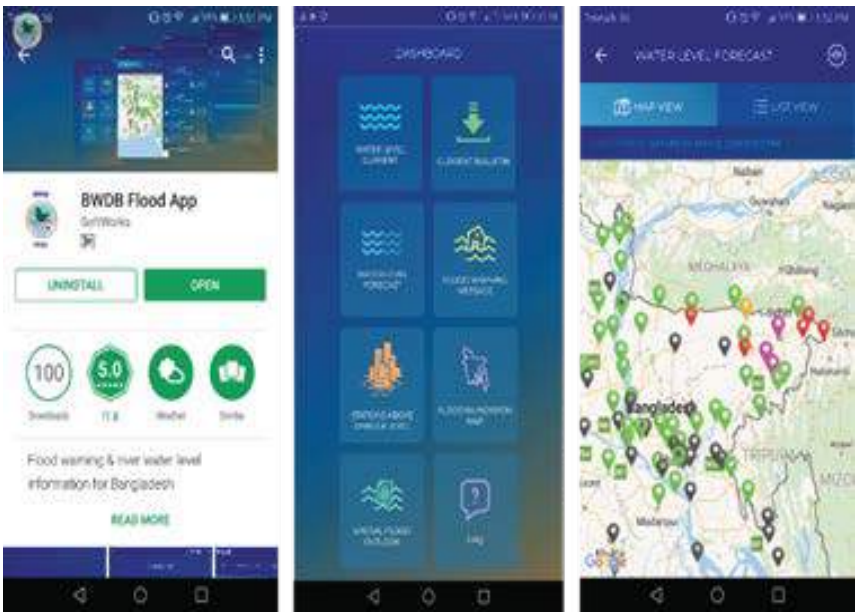

BWDB Flood App এর ডাউনলোড পেজ, ড্যাশবোর্ড এবং স্টেশন মানচিত্র (বাম থেকে ডান)

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের স্টেশনভিত্তিক বন্যা পর্যবেক্ষণ ও পূর্বাভাস ব্যবস্থাকে নিকটবর্তী সময়ের স্যাটেলাইট উপাত্তের মাধ্যমে নিখুঁততর স্থানভিত্তিক প্লাবন মানচিত্রে রূপ দেয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে ২০২১ সালের অক্টোবর মাসে আন্তর্জাতিক তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা Google এর সাথে এটুআই এর সহযোগীতায় বাপাউবো ডিজিটাল পদ্ধতিতে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা চালু করে। চুক্তির আওতায় Google বাপাউবো'র বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র দপ্তরের নদ-নদীর পানি সমতল তথ্য ও পূর্বাভাসকৃত তথ্য ব্যবহার করে নিজস্ব ওয়েবভিত্তিক মডেল এবং উন্নততর Digital Elevation Map (DEM) এর মাধ্যমে Real time বন্যা প্লাবন মানচিত্র প্রস্তুত করা এবং Google Alert Service এর মাধ্যমে জনসাধারণের নিকট পৌঁছে দেয়ার পদ্ধতি উদ্ভাবন করছে। বর্তমানে এই ওয়েবভিত্তিক সেবা চলমান আছে এবং বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের ১০৯টি স্টেশন এলাকার আওতাভুক্ত ৫৫টি জেলার ৯৯টি উপজেলার বন্যাপ্রবণ এলাকার জনগণের নিকট স্মার্ট ফোনের "পুশ নোটিফিকেশন" এর মাধ্যমে বন্যার তথ্য ও পূর্বাভাস প্রচার করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়াও গুগল ম্যাপ এবং গুগল ফিডে আগাম বন্যা সম্পর্কিত সতর্কতামূলক বার্তা পাওয়া যাচ্ছে এবং গুগল ম্যাপ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট স্থানের বন্যা সতর্কতার ভিত্তিতে প্লাবনের দৃশ্যপট নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। ব্যবস্থায় তৃণমূল পর্যায়ের জনগোষ্ঠীর নিকট কেবল সংশ্লিষ্ট স্থানের যথাযথ বন্যা সতর্কবার্তাসহ নিকটস্থ আশ্রয়কেন্দ্রের নাম পৌঁছে যাবে যার মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার আরেকটি নতুন মাইলফলক রচিত হবে।

বর্তমানে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে চলমান "পানি বিজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য সেবা ও আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ (কম্পোনেন্ট-বি)" প্রকল্পের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের নেটওয়ার্কের আওতায় নিয়ে আসার কাজ চলমান রয়েছে। এর ফলে দেশের উপকূলীয় ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় পার্বত্য অববাহিকায় বন্যা পূর্বাভাস সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। একই প্রকল্পের আওতায় বন্যা পূর্বাভাস সফটওয়্যার এর আপগ্রেডেশন এবং স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে পানি সমতল ও বারিপাত তথ্য সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে। এর ফলে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে একাধিকবার মডেল চালনা করা সম্ভব হবে।

এছাড়াও নগর অঞ্চলের জনগণের দীর্ঘ চাহিদার প্রেক্ষিতে DANIDA এর অর্থায়নে "Capacity Development for Enhanced Flood Forecasting and Warning Services of Bangladesh" প্রকল্পের আওতায় নগরভিত্তিক বন্যা পূর্বাভাস (ঢাকা শহরেরে জন্য) নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। এর ফলে ঢাকা শহরের বিভিন্ন হটস্পট পয়েন্টে বন্যা পূর্বাভাস প্রদান করা সম্ভব হবে। একই প্রকল্পের আওতায় অববাহিকা ভিত্তিক বন্যা প্রবাহ পূর্বাভাস নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে বন্যা লিড টাইম বৃদ্ধির জন্য ব্রহ্মপুত্র-গঙ্গা-মেঘনা অববাহিকায় বন্যার প্রবাহ পূর্বাভাস প্রদান করা সম্ভব হবে।

ড্রেজার পরিদপ্তরসমূহের কার্যক্রম

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অন্তর্গত অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, ড্রেজার দপ্তর, নারায়ণগঞ্জ ও খুলনা এর অধীনে বর্তমানে মোট ৪১টি {৯টি ২৬" (সচল), ২টি ২০"(সচল), ১৬টি ১৮"(সচল ৮টি, মেরামতাধীন/অচল ৮টি), ১৩টি ১২"(অচল) এবং ১টি ৬"(সচল) ডিসচার্জ পাইপ ডায়া} বিভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন কাটার সাকশন ড্রেজার রয়েছে এবং ওয়ার্ক বোট ২২টি (সচল), টাগবোট ১৫টি (সচল ৭টি, মেরামতাধীন ৮টি), হাউজবোট ৩২টি (সচল ২১টি, মেরামতাধীন ৩টি, মেরামত অযোগ্য ৮টি) রয়েছে। বর্তমানে ২টি ড্রেজার বেইজ রয়েছে যার একটি নারায়ণগঞ্জ ও অপরটি খুলনায়।

বর্তমানে সচল ও কার্যক্ষম ড্রেজার গুলোর বাৎসরিক ড্রেজিং ক্ষমতা প্রায় ২৪৫.৫০ লক্ষ ঘনমিটার। ড্রেজার দপ্তরসমূহ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর ড্রেজিং কাজ ছাড়াও ২০১৭ সালের পূর্বে বিগত বছরগুলোতে বোর্ডের অনুমতিক্রমে অন্যান্য সরকারী, আধাসরকারী, স্বায়ত্বশাসিত ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ড্রেজিং কাজ সম্পাদন করেছে। তবে বর্তমানে বাপাউবোর নদী ড্রেজিং কাজ বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান/সংস্থার কাজ করা সম্ভব হয়নি। ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের গৃহীত ড্রেজিং প্রকল্প গুলোর মধ্যে গড়াই নদী ড্রেজিং কুষ্টিয়ায়, জিকে পাম্প হাউজের ইনটেক ক্যানেল ড্রেজিং, ফরিদপুর জেলার মধুমতি উপজেলায় মধুমতি নদীর চর ড্রেজিংকাজ (বীরশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা মুন্সি আব্দুর রউফ এর স্মৃতিসৌধ, বসতবাড়ী রক্ষা), নড়াইল জেলার মধুমতি নদীর মল্লিকপুর (২.৫০ কি.মি.) এবং ঘাঘা (২.০ কি.মি.) নামক স্থানে ড্রেজিং কাজ, সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার আওতাধীন শিমলা ও পাচঠাকুরী এলাকায় যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে ডান তীর রক্ষার্থে জরুরী চর অপসারন কাজ ড্রেজার দপ্তর কর্তৃক সম্পাদন করা হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরে প্রায় ৯৩.৩৪ লক্ষ ঘনমিটার, ২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে প্রায় ৯৪.৫৭ লক্ষ ঘনমিটার, ২০২০-২০২১ অর্থ-বছরে প্রায় ১১০.৩৫ লক্ষ ঘন মিটার, ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে প্রায় ১০০.৮০ লক্ষ ঘনমিটার এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে প্রায় ৫০.০০ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ সম্পাদন হয়েছে।

চলমান ড্রেজিং প্রকল্প গুলোর ড্রেজিং কার্যক্রম সফলতার সাথে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং বোর্ডের দিক নির্দেশনা মোতাবেক ড্রেজার এর কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ নিয়মিত বিশেষ তদারকিসহ নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

বাপাউবো'র ড্রেজারদ্বারা ড্রেজিংকৃত মাটির হিসাব বিবরণী

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	নিয়োজিত ড্রেজার সমূহ	২০২২-২৩ অর্থ-বছরের ড্রেজিংকৃত মাটির বিবরনী	
			ড্রেজিংকৃত মাটির পরিমান (লক্ষ ঘঃমিঃ)	মোট দৈর্ঘ্য (কিঃ মিঃ)
০১।	গড়াই নদী ড্রেজিং ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প।	১) সিএসডি বাঙ্গালী-----২৬" ২) সিএসডি তুরাগ------২৬" ৩) সিএসডি পদ্মা--------২৬" ৪) সিএসডি গড়াই------২৬" ৫) সিএসডি মধুমতি-----২৬" ৬) সিএসডি জলঢাকা-২-২৬" ৭) সিএসডি বিশখালী---২০" ৮) সিএসডি নবগঙ্গা-----১৮"	৭৮.৩৫	২১.৭৫
০২।	জিকে ইনটেক ক্যানেল ড্রেজিং প্রকল্প।	১) সিএসডি নবগঙ্গা---- ১৮"	১.৬৬	০.৯০০
০৩।	ফরিদপুর জেলার মধুমতি উপজেলায় মধুমতি নদীর চর ড্রেজিংকাজ (বীরশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা মুন্সি আব্দুর রউফ এর স্মৃতিসৌধ, বসতবাড়ী রক্ষাকল্পে)।	১) সিএসডি আবুধাবী---১৮"	১.৪০	০.৩৫০
০৪।	নড়াইল জেলার মধুমতি নদীর মল্লিকপুর (২.৫০ কি.মি.) এবং ঘাঘা (২.০ কি.মি.) নামক স্থানে ড্রেজিং কাজ। (ড্রেজিং কাজটি ডিপিপিভুক্ত)	১) সিএসডি কাসালং----১৮" ২) সিএসডি ধানসিঁড়ি---২০" ৩) সিএসডি মহানন্দা---১৮"	৬.১০	১.৯
০৫।	সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার আওতাধীন শিমলা ও পাচঠাকুরী এলাকায় যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে ডান তীর রক্ষার্থে জরুরী চর অপসারন কাজ।	১) সিএসডি রূপসা-----২৬"	৫.৮৩	২.০০
		সর্বমোট=	**৯৩.৩৪ লক্ষ ঘন মিটার**	**২৬.৯ কি.মি.**

যান্ত্রিক সরঞ্জাম দপ্তরের কার্যক্রম

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন বিভিন্ন ধরনের যান্ত্রিক/ বৈদ্যুতিক কাজ সম্পাদন করে দেশের সার্বিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে আসছে। প্রতিষ্ঠার পর হতে যান্ত্রিক সরঞ্জাম দপ্তর বোর্ডের সকল যান্ত্রিক/বৈদ্যুতিক প্রকৌশল কর্মকান্ডের সহযোগী হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে।

প্রধান কার্যক্রম:

- পানি নিষ্কাশন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ অবকাঠামোগুলোর গেট ও হোয়েস্টিং ডিভাইস তৈরী ও স্থাপন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং পাম্প হাউজগুলোর পুনর্বাসন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ ইত্যাদি।
- উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নে যেসব যন্ত্রপাতি-সরঞ্জাম কেনা হয়, প্রকল্প শেষে সেসব ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি-সরঞ্জাম যান্ত্রিক সরঞ্জাম দপ্তরকে হস্তান্তর করা হয়। যান্ত্রিক সরঞ্জাম দপ্তর সেসব যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ করে বাপাউবোর প্রয়োজন মাফিক ব্যবহার করে।

২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরে যান্ত্রিক সরঞ্জাম দপ্তর এর বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক ৭৬৪টি গেট ও হোয়েস্টিং মেরামত রক্ষণাবেক্ষণ/প্রতিস্থাপন এর কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরে যান্ত্রিক সরঞ্জাম দপ্তর এর বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন খাতে আয়ের বিপরীত র‍্যাক দপ্তরে জমা বাবদ প্রাপ্ত অর্থের বিবরণী মতে আয়-ব্যয়ের হিসাব দেয়া হলো:

ক্রমিক নং	খাত	আয় (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১।	যন্ত্রপাতি ভাড়া বাবদ প্রাপ্তি	২৮৭.৫৯	৬৮.৫৭
২।	জলযান ভাড়া বাবদ প্রাপ্তি	১২৯.২৮	
৩।	ফেব্রিকেশন কাজ বাবদ প্রাপ্তি		
৪।	বিবিধ আয় বাবদ প্রাপ্তি	১১৫.৫৩	
	মোট	**৫৩২.৪০**	**৬৮.৫৭**

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে যান্ত্রিক সরঞ্জাম দপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরঞ্জামের বিস্তারিত বিবরণী:

ক্রঃ নং	সরঞ্জামের বিবরণ	পরিচালনাকারী বিভাগের নাম	মোট সংখ্যা	সরঞ্জামের বর্তমান অবস্থা	
				সচল	মেরামত যোগ্য
১	এমফিবিয়ান এক্সকাভেটর -১০টি	ঢাকা যান্ত্রিক পানি উন্নয়ন বিভাগ	০৪	০২	০২
		স্টোর বিভাগ	০৬	০৫	০১
২	লং বুম এক্সকাভেটর-১১টি	ঢাকা যান্ত্রিক পানি উন্নয়ন বিভাগ	১০	০৮	০২
		স্টোর বিভাগ	০১		০১
৩	শর্ট বুম এক্সকাভেটর- ১টি	ভেড়ামারা যান্ত্রিক বিভাগ	০১	০১	
৪	ক্রেন-১১টি	ঢাকা যান্ত্রিক পানি উন্নয়ন বিভাগ	০৬	০৩	০৩
		স্টোর বিভাগ	০৩		০৩
		ওয়ার্কশপ বিভাগ	০২	০২	
৫	বুলডোজার-১টি	ঢাকা যান্ত্রিক পানি উন্নয়ন বিভাগ	০১		০১
৬	ইলেকট্রিক জেনারেটর- ০১টি ,ওয়েল্ডিং জেনারেটর- ১৩টি	ওয়ার্কশপ বিভাগ	০৮	০৫	০৩
		ভেড়ামারা যান্ত্রিক বিভাগ	০১	০১	
		স্টোর বিভাগ	০১		০১
		বগুড়া যান্ত্রিক বিভাগ	১৯	০৪	১৫
৭	রোড রোলার -১টি	ভেড়ামারা যান্ত্রিক বিভাগ	০১	০১	
৮	বার্জ (১০০ টন, ২০০ টন, ৩০০ টন)-১২টি	খুলনা যান্ত্রিক বিভাগ	০১		০১
		ওয়ার্কশপ বিভাগ	১১	০৮	০৩
৯	এ্যাংক বার্জ (৫ টন)-২টি	ওয়ার্কশপ বিভাগ	০২		০২
১০	টাগ- ২টি	ওয়ার্কশপ বিভাগ	০২	০১	০১
		মোট	৮০	৪১	৩৯

- এছাড়াও অকেজো সরঞ্জাম রয়েছে যেগুলোর নিলাম কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের সম্পাদিত কার্যক্রম:

দপ্তর/বিভাগের নাম	গেট (নতুন)	হোয়েস্ট (নতুন)	গেট (মেরামত)	হোয়েস্ট(মেরামত)
ওয়ার্কশপ বিভাগ	৮৮	৬৯	৪১	৬
বগুড়া যান্ত্রিক বিভাগ	৪১	৫৫	৫০	২৯
চট্টগ্রাম যান্ত্রিক বিভাগ	৮৫	৩৭	২৫	০
খুলনা যান্ত্রিক বিভাগ	৬০	২৩	৩৩	০
ভেড়ামারা যান্ত্রিক বিভাগ	২৭	৬৯	২৬	০
মোট	৩০১	২৫৩	১৭৫	৩৫

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রম

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মামলা-সংক্রান্ত কার্যক্রম (১ জুলাই, ২০২২ থেকে ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত):

সারণী- ১: দায়েরকৃত এবং নিষ্পত্তিকৃত মামলা সম্পর্কিত তথ্যাদি (১ জুলাই, ২০২২ থেকে ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত):

সরকারী সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয় বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ- এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
৫৪	৪৩	২৯৯	৩৯৬	১০৪

সারণী- ২: বাপাউবো তথা সরকারের পক্ষে নিষ্পত্তিকৃত মামলা থেকে আর্থিক ও প্রশাসনিক অর্জন সম্পর্কিত তথ্যাদি (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত):

ক্র.নং	মাসের নাম	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	পক্ষে নিষ্পত্তির সংখ্যা	বিপক্ষে নিষ্পত্তির সংখ্যা	মামলার রায় পক্ষে হওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক, ভূমির স্বত্ত্ব এবং অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের আইনগত প্রতিকার অর্জন	মামলার রায় পক্ষে হওয়ায় আর্থিক অর্জন	
						টাকা পরিশোধের আইনি বাধ্যবাধকতা থেকে পরিত্রাণ	বাদীর নিকট থেকে আদায়কৃত টাকা
১।	জুলাই ২০২২	০৭	০৭	০০	- বোর্ডের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ১টি রিট পিটিশনের রায় পক্ষে হওয়ায় জন্ম তারিখ পরিবর্তনের মাধ্যমে ১জন কর্মচারীর ১০ বছরের বেশি সময়কাল চাকরি করার অপচেষ্টা বাতিল হয়েছে। - একটি দেওয়ানী মোকদ্দমার রায় পক্ষে হওয়ায় নারায়ণগঞ্জ জেলার দেউলপাড়া মৌজায় সিএস ও এসএ ৭৯০নং দাগের ১০ শতাংশ ভূমির মালিকানাস্বত্ত্ব বোর্ডের অনুকূলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।	- বোর্ডের পক্ষে দায়েরকৃত একটি আরবিট্রেশন মোকদ্দমার রায় পক্ষে হওয়ায় রাজবাড়ী পওর বিভাগের আওতাধীন চন্দনা বাড়াশীয়া নদী খনন কাজের ঠিকাদার মেসার্স ইউনিক কন্সট্রাকশন প্রা. লি.- এর অনুকূলে ২,১৫,৯৬,৭৯৫/- (দুই কোটি পনের লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার সাতশত পঁচানব্বই) টাকা পরিশোধ হতে পরিত্রাণ পাওয়া গেছে।	-
২।	আগস্ট ২০২২	১৯	১৯	০০	- বোর্ডের কর্তৃক দায়েরকৃত একটি সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপীল (সিপিএলএ) এর আদেশ অনুযায়ী মেসার্স বারাকা ইঞ্জিনিয়ার্স লি: এর সহিত সম্পাদিত সমঝোতা স্মারক বাতিলের মাধ্যমে ঠিকাদারের সাইটে অবৈধভাবে কার্যরত ড্রেজার পরিদপ্তরের এস. ডি. ধলেশ্বরী- ১৮" ও এস. ডি কুমার- ১৮" ড্রেজার নারায়ণগঞ্জ ড্রেজার বেইজে আনয়ন করা হয়েছে এবং ওয়ার্কবোট- আলফা বোর্ডের টাঙ্গাইল সাইটের ধলেশ্বরী নদী খনন কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে। - ঠিকাদারের দায়েরকৃত একটি রিট পিটিশন খারিজ হয়ে যাওয়ায় নরসিংদী পওর বিভাগের আওতাধীন চিনাদী বিল পূনঃখননের জন্য "৬৪টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পূনঃখনন প্রকল্প (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্নকরণে আইনগত বাধা অপসারিত হয়েছে। - একটি দেওয়ানী মোকদ্দমার রায় পক্ষে হওয়ায় নারায়ণগঞ্জ জেলার দেউলপাড়া মৌজায় সিএস ৭৯০নং দাগের ১০ শতাংশ ভূমি হতে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের আইনগত বাধা অপসারিত হয়েছে।	- ঠিকাদারের দায়েরকৃত পাঁচটি রিট পিটিশন এবং তা থেকে উদ্ভুত পাঁচটি সিভিল মিসসিলেনিয়াস পিটিশন খারিজ হয়ে যাওয়ায় চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার পোল্ডার নং ৬৪/১এ, ৬৪/১বি ও ৬৪/১সি এর সমন্বয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অংশের স্থায়ী পুনর্বাসন (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের ৫টি প্যাকেজের অনুকূলে ইস্যুকৃত মোট ৪,৫২,৮৮,০০০/- (চার কোটি বায়ান্ন লক্ষ আটাশি হাজার) টাকার পারফরমেন্স গ্যারান্টি নগদায়নের আইনগত বাধা অপসারিত হয়েছে।	-

ক্র.নং	মাসের নাম	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	পক্ষে নিষ্পত্তির সংখ্যা	বিপক্ষে নিষ্পত্তির সংখ্যা	মামলার রায় পক্ষে হওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক, ভূমির স্বত্ত্ব এবং অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের আইনগত প্রতিকার অর্জন	মামলার রায় পক্ষে হওয়ায় আর্থিক অর্জন	
						টাকা পরিশোধের আইনি বাধ্যবাধকতা থেকে পরিত্রাণ	বাদীর নিকট থেকে আদায়কৃত টাকা
					- একটি দেওয়ানী মোকদ্দমার রায় পক্ষে হওয়ায় ভোলা জেলার চর আইচা মৌজায় এলএ কেস নং-১৬০/৬৬-৬৭ মূলে অধিগ্রহণকৃত ভূমির মধ্যে ৬.১৬ একর নালিশী ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব বোর্ডের অনুকূলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।		
৩।	সেপ্টেম্বর ২০২২	১০	১০	০০	- বোর্ডের কর্তৃক দায়েরকৃত একটি সিপিএলএ এর রায় পক্ষে হওয়ায় ডিএনডি প্রকল্পের আওতাধীন নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ১৪৭নং খোদ্দো ঘোষপাড়া মৌজাস্থিত সিএস- ১২৩নং দাগের ৪২ শতাংশ নালিশী ভূমি হতে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের আইনগত বাধা অপসারিত হওয়ায় উক্ত উচ্ছেদ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।	- ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের দায়েরকৃত ৯টি আরবিট্রেশন মিস মোকদ্দমা খারিজ হয়ে যাওয়ায় কমপক্ষে ২৫,৪৬,৪৮,৭১৫/- (পঁচিশ কোটি ছিচল্লিশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার সাতশত পনের) টাকা বাদীর অনুকূলে পরিশোধের আইনগত বাধ্য বাধকতা হতে পরিত্রাণ পাওয়া গেছে।	-
৪।	অক্টোবর ২০২২	০৪	০৪	০০	- বোর্ডের কর্তৃক দায়েরকৃত ২টি সিপিএলএ এর রায় অনুযায়ী ১৬(ষোল)টি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে বোর্ডের দরপত্র কার্যক্রমে অংশগ্রহণে বিরত রাখার বিষয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে জারিকৃত পত্রের আইনগত বৈধতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।	- ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের দায়েরকৃত একটি আরবিট্রেশন মিস মোকদ্দমা খারিজ হয়ে যাওয়ায় ৯,৩৯,৯৯,৯৭০/২৪ (নয় কোটি উনচল্লিশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয়শত সত্তর টাকা চব্বিশ পয়সা) টাকা মূল্যমানের ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়নের আইনগত বাধা অপসারিত হয়েছে।	-
৫।	নভেম্বর ২০২২	১১	১০	০১	- বোর্ড কর্তৃক দায়েরকৃত দুটি সিপিএলএ এর রায় অনুযায়ী ১৬(ষোল)টি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে বোর্ডের দরপত্র কার্যক্রমে অংশগ্রহণে বিরত রাখার বিষয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে জারিকৃত পত্রের আইনগত বৈধতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। - দাপ্তরিক নিয়ম-শৃংখলা ভঙ্গের কারণে মো: মঞ্জুরুল আলম খান, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা- এর ওপর আরোপকৃত বিভাগীয় দন্ড বলবৎকরণে আইনগত বাধা অপসারিত হয়েছে। - বোর্ডে নিয়োগকৃত কার্য-সহকারীগণের বেতনস্কেল ১৬তম গ্রেডে উন্নীতকরণের আইনগত বাধা অপসারিত হয়ে গিয়েছে। - একটি সিপিএলএ- এর রায় পক্ষে হওয়ায় "৬৪টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (১ম পর্যায়)" এর আওতায় চিনাদী বিল পুনঃখনন কাজের টেন্ডার প্যাকেজ নং-নরসিংদী/ডবি উ-১৬/২০২০-২০২১ অনুযায়ী প্রকল্প কাজ বাস্তবায়নে আইনগত বাধা অপসারিত হয়েছে। -	- সীমান্ত নদীতীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)- এর বাতিলকৃত কার্যাদেশের বিপরীতে পারফরমেন্স গ্যারান্টি হিসেবে জমাকৃত ২২,৩৭,৬৯,৭৩১/- (বাইশ কোটি সাইত্রিশ লক্ষ উনসত্তর হাজার সাতশত একত্রিশ) টাকার ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়নের আইনগত বাধা অপসারিত হয়েছে।	-
৬।	ডিসেম্বর ২০২২	০৭	০৫	০২	-	-	-
৭।	জানুয়ারি ২০২৩	০৮	০৪	০৪	- ভূমি ও রাজস্ব শ্রেণিগুচ্ছকে সাধারণ প্রশাসনিক শ্রেণিগুচ্ছে একিভূত করণের আইনগত বাধা অপসারিত হয়েছে।	- চট্টগ্রাম পওর বিভাগ- ২ এর বাতিলকৃত প্যাকেজ নং- CTG-2/SDP-4 এর অনুকূলে জমাকৃত ২,৮৭,৬৬,০০১.৪৭/- (দুই কোটি সাতাশি লক্ষ ছিষট্টি হাজার এক টাকা সাতচল্লিশ পয়সা) টাকার ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়নের আইনগত বাধা অপসারিত হয়েছে।	-

ক্র.নং	মাসের নাম	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	পক্ষে নিষ্পত্তির সংখ্যা	বিপক্ষে নিষ্পত্তির সংখ্যা	মামলার রায় পক্ষে হওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক, ভূমির স্বত্ত্ব এবং অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের আইনগত প্রতিকার অর্জন	মামলার রায় পক্ষে হওয়ায় আর্থিক অর্জন	
						টাকা পরিশোধের আইনি বাধ্যবাধকতা থেকে পরিত্রাণ	বাদীর নিকট থেকে আদায়কৃত টাকা
৮।	ফেব্রুয়ারি ২০২৩	০৫	০৪	০১	-	- বিগত ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থবছরে তিস্তা ব্যারেজের ড্রেজিং কাজের ঠিকাদার এস এম তাজুল ইসলাম- এর অনুকূলে আরবিট্রাল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত ৫,১১,৬০,৮৯৪/- (পাঁচ কোটি এগার লক্ষ ষাট হাজার আটশত চুরানব্বই) টাকা + ব্যাংকরেটের অতিরিক্ত ২% হারে ৬ বছরের সুদ ঠিকাদারের অনুকূলে পরিশোধের ফৌজদারি দায় হতে বোর্ড তথা সরকার পরিত্রাণ পেয়েছে। - দুটি মামলার রায় বোর্ডের পক্ষে হওয়ায় চাঁদপুর পওর বিভাগের নদীতীর সংরক্ষণ কাজে ২৬,৫১,৩৫৪/- (ছাব্বিশ লক্ষ একান্ন লক্ষ তিনশত চুয়ান্ন) টাকা ঠিকাদারের অনুকূলে পরিশোধের আইনগত বাধ্যবাধকতা থেকে বোর্ড তথা সরকার পরিত্রাণ পেয়েছে।	-
৯।	মার্চ ২০২৩	০২	০১	০১	-	-	-
১০।	এপ্রিল ২০২৩	০৫	০৪	০১	- বোর্ড কর্তৃক দায়েরকৃত একটি সিপিএলএ- এর রায় পক্ষে হওয়ায় ডিএনডি প্রকল্পের আওতাধীন নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ১৪৭নং খোদ্দো ঘোষপাড়া মৌজাস্থিত এসএ ১২৩নং দাগের ৫২ শতাংশ নালিশী ভূমি হতে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের আইনগত বাধা অপসারিত হওয়ায় উক্ত উচ্ছেদ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। - বোর্ড কর্তৃক দায়েরকৃত তিনটি সিপিএলএ এর রায় পক্ষে হওয়ায় অহিনি শ্রেণিগুচ্ছের সহকারী পরিচালক- এর ১৫টি পদে নিয়োগের লক্ষ্যে জারিকৃত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি চ্যালেঞ্জ করে দায়েরকৃত ৩টি রিট পিটিশনের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ স্থগিত হয়ে যাওয়ায় নালিশী ৫টি পদসহ সকল পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে।	-	-
১১।	মে ২০২৩	১১	০৫	০৬	- দুটি সিভিল আপীল বোর্ডের পক্ষে নিষ্পত্তি হওয়ায় ড্রেজার পরিদপ্তরের ২০ জন এবং যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তরের ১৭ জনসহ মোট ৩৭ জন অনিয়মিত কর্মচারীকে বোর্ডের স্থায়ী সেটআপভুক্ত পদে আত্মীকরণ/নিয়মিতকরণের আইনগত বাধ্যবাধকতা অপসারিত হয়েছে। - বোর্ড কর্তৃক দায়েরকৃত একটি সিপিএলএ- এর রায় নরসিংদী জেলার নরসিংদী সদর উপজেলার হনুমন্থপুর মৌজাস্থিত সিএস ১১১, ১১২ নং দাগের ৬৬.৫১ শতাংশ তপসিলভুক্ত বিরোধীয় ভূমির ওপর নির্মিত ১১ তলা ভবনসহ দুয়ামান অন্যান্য অবকাঠামো অপসারণ ও উচ্ছেদ করা হয়েছে। - একটি দেওয়ানী মোকদ্দমার রায় হতে ফরিদপুর জেলার কাফুরা মৌজায় এলএ কেইস নং-৫৮(৯)/৫৮-৫৯ মূলে অধিগ্রহণকৃত এস.এ দাগ নং-৩৫৯ এর ১৮ শতাংশ নালিশী ভূমিতে বোর্ডের সত্ত্বস্বার্থ সংরক্ষিত হয়েছে।	- নোয়াখালী পওর বিভাগের আওতায় কার্যাদেশ প্রাপ্ত ঠিকাদার ইউএইচ এটকো (জেভি)- এর কার্যাদেশ বাতিলের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট পিটিশন খারিজ হওয়ায় ১,৬৬,৫০,০০০/- (এক কোটি ছিষট্টি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়নের আইনগত বাধা অপসারিত হয়েছে।	-

ক্র.নং	মাসের নাম	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	পক্ষে নিষ্পত্তির সংখ্যা	বিপক্ষে নিষ্পত্তির সংখ্যা	মামলার রায় পক্ষে হওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক, ভূমির স্বত্ত্ব এবং অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের আইনগত প্রতিকার অর্জন	মামলার রায় পক্ষে হওয়ায় আর্থিক অর্জন	
						টাকা পরিশোধের আইনি বাধ্যবাধকতা থেকে পরিত্রাণ	বাদীর নিকট থেকে আদায়কৃত টাকা
১২।	জুন ২০২৩	১৫	১৪	০১	-	- 'ঢাকা সমন্বিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাধ প্রকল্প'- এর আওতায় অধিগ্রহণকৃত ভূমির অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণের সাথে সম্পৃক্ত ১৪টি আরবিট্রেশন আপীল বোর্ডের পক্ষে নিষ্পত্তি হওয়ায় কমপক্ষে ৭,৩৮,৭৪,৩০৬/- (সাত কোটি আটত্রিশ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার তিনশত ছয়) টাকা বাদীদের অনুকূলে পরিশোধের আইনগত বাধ্যবাধকতা থেকে বোর্ড তথা সরকার পরিত্রাণ পেয়েছে।	-
মোট:		১০৪	৮৭	১৭	-	-	-

উপরিউক্ত সারণী- ১ থেকে দেখা যায় যে, ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরে বোর্ডের সাথে সম্পৃক্ত ৩৯৬টি মামলা সারাদেশের বিভিন্ন আদালতে দায়ের হয় এবং ১০৪টি মামলা নিষ্পত্তি হয়। এ অর্থ-বছরে মামলা দায়েরের তুলনায় নিষ্পত্তির হার ২৬.২৬%। অন্যদিকে সারণী- ২ থেকে পরিলক্ষিত হয় যে, ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরে নিষ্পত্তিকৃত ১০৪টি মামলার মধ্যে ৮৭টি মামলার রায় বোর্ড তথা সরকারের পক্ষে এবং ১৭টি মামলার রায় বিপক্ষে হয়েছে। সুতরাং ৮৩.৬৫% মামলায় বোর্ড তথা সরকারের পক্ষে রায় হয়েছে। বোর্ডের পক্ষে নিষ্পত্তিকৃত উক্ত ৮৭টি মামলার মধ্যে ২৭টি মামলার রায় বোর্ডের পক্ষে আনীত হওয়ায় কমপক্ষে ৪০,৩৯,৩২,০৬৪/- (চল্লিশ কোটি ঊনচল্লিশ লক্ষ বত্রিশ হাজার চৌষট্টি) টাকা বাদীদের অনুকূলে পরিশোধের আইনগত বাধ্যবাধকতা থেকে বোর্ড তথা সরকার পরিত্রাণ পেয়েছে। অন্যদিকে পক্ষে নিষ্পত্তিকৃত ৮৭টি মামলার মধ্যে ৯টি মামলার রায় পক্ষে হওয়ায় ৪০,৮৪,৭৩,৭০২/- (চল্লিশ কোটি চুরাশি লক্ষ তিয়াত্তর হাজার সাতশত দুই) টাকা বাদীদের নিকট হতে আদায়করণের আইনগত বাধা অপসারিত হয়েছে। পাশাপাশি ২৩টি মোকদ্দমার রায় পক্ষে হওয়ার কারণে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক অর্জন, ভূমির স্বত্ত্ব লাভ, দুটি ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতির দখল আনয়ন এবং অধিগ্রহণকৃত ভূমি হতে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের আইনগত প্রতিকার পেয়ে তাদেরতে উচ্ছেদ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরে মামলার রায় বোর্ডের বিপক্ষে হওয়ার কারণে কোনো টাকা কোনো বাদীর অনুকূলে পরিশোধ করতে হয়নি।

জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম

২০২২-২০২৩ সালের এডিপিভুক্ত বিভিন্ন প্রকল্প/উপ-প্রকল্পের ৯৭৮.৮২ হেঃ জমি অধিগ্রহণের জন্য কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

২০২১-২২ সালের জের (Carried over)	= ৫৫৭.১২ হেঃ
২০২২-২৩ সালের কার্যক্রম	= ৪২১.৭০ হেঃ
মোট	= ৯৭৮.৮২ হেঃ

(ক) জুন, ২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতির বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	অর্জিত অগ্রগতি (হেঃ)	অগ্রগতির (%)
১।	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট প্রস্তাব পেশ	৯৭৭.৭৯	৯৯.৮৯%
২।	ডিএলএসি/সিএলএসি কর্তৃক অনুমোদিত	৬০৫.৫৬	৬১.৮৭%
৩।	ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত	৫৮২.২৮	৫৯.৪৯%
৪।	প্রাক্কলন প্রাপ্ত	২৫২.৪১	২৫.৭৯%
৫।	তহবিল প্রদান	২৭৯.৩৫	২৮.৫৪%
৬।	দখল প্রাপ্ত	২০৪.৫১	২০.৯০%

(খ) জুন, ২০২৩ পর্যন্ত পেণ্ডিং কাজের বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	অর্জিত অগ্রগতি (হেঃ)	অগ্রগতির (%)
১।	জেলা প্রশাসক	৬৭৪.৩৫	৬৮.৮৯%
২।	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	৮৩.২৯	৮.৫১%
৩।	ভূমি মন্ত্রণালয়	১৬.৬৭	১.৭০%
	মোট	**৭৭৩.২৮**	

কন্ট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল এর কার্যক্রম

কন্ট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল (সিপিসি), বাপাউবো, ঢাকা এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬ (পিপিএ-২০০৬), পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ (পিপিআর-২০০৮) এবং বাপাউবো'র আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ-২০১৬ এর আলোকে বাপাউবো'র ক্রয়কারী দপ্তর সমূহের ক্রয় সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে মতামত/পরামর্শ প্রদান করা;
- পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-২০০৮ এবং ই-জিপি গাইডলাইন-২০১১ এর আলোকে সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ), বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় হতে সরকারি ক্রয়ের বিধি বিধান ও চুক্তি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যাখ্যা গ্রহণ করা।
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এবং ই-জিপি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সমন্বয় করা;
- পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-২০০৮, ই-জিপি গাইডলাইনস-২০১১ এবং সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক সংশোধিত পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী বোর্ডে ক্রয় পরিকল্পনা/নীতি গ্রহণ ও আইন/বিধি-বিধানের আলোকে সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন ও ও চুক্তি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সহায়তা প্রদান করা।

e-GP কার্যক্রমঃ

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে এবং Central Procurement Technical Unit (CPTU) কর্তৃক বাস্তবায়িত Additional Financing of Public Procurement Reform Project II (PPRIIAF) প্রকল্পের আওতায় এবং Dohatec পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কারিগরী সহায়তায় কন্ট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল, বাপাউবোতে e-GP Cell ও e-GP Helpdesk স্থাপন করা হয়েছে। স্থাপিত e-GP Cell ও e-GP Helpdesk বাপাউবোর Procuring Entity এবং ঠিকাদারগণকে e-Tendering সংক্রান্ত বিভিন্ন সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। এছাড়াও Central Procurement Technical Unit (CPTU) কর্তৃক বাস্তবায়িত Digitizing Implementation Monitoring and Public Procurement Project (DIMAPPP) এর আওতায় বাপাউবো একটি PSPSOs হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং e-GP এর মাধ্যমে e-Contract Management System (e-CMS) বাস্তবায়নে অন্যতম ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে (বাপাউবো) ২০১৬-১৭ অর্থ-বছর হতে সকল পওর এবং পানি উন্নয়ন বিভাগে সকল উন্মুক্ত দরপত্র (OTM) এবং সীমিত দরপত্র (LTM) e-GP পদ্ধতিতে আহবান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরে বাপাউবোতে মোট ৩২৩৮টি দরপত্র ই-জিপি সিস্টেমে আহ্বান করা হয়েছে। এর মধ্যে ২৩৮২টি OTM, ৮৪৮টি LTM, ২টি RFQ এবং ৬টি OSTEM পদ্ধতিতে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। নিচের লেখচিত্রে ২০১১-১২ অর্থ বছর হতে ২০২২-২৩ অর্থ-বছর পর্যন্ত বাপাউবো এর e-GP কার্যক্রমের সার সংক্ষেপ দেখানো হলোঃ

Figure-1: Financial year wise total no. of e-tenders processed in e-GP.

Figure-2: Financial year wise total no. of e-tenders invited in OTM & LTM in e-GP.

Figure-3: Financial year wise e-tenders invited in different procurement method in e-GP.

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) কার্যক্রম

ডিজিটাল বাংলাদেশ ২০২২ পুরস্কার অর্জন

Scheme Information Management System (SIMS) সফটওয়্যার তৈরি ও বাস্তবায়নের জন্য ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার ২০২২ লাভ করেছেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয় জনাব কবির বিন আনোয়ার এবং তাঁর দল। দলের অন্যান্য সদস্যরা হলেন জনাব ফজলুর রশিদ, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, জনাব মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান, যুগ্ম-সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, জনাব এ.কে.এম. তাহমিদুল ইসলাম, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পুর), দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, খুলনা এবং জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম চৌবে, প্রধান প্রকৌশলী (পুর), মনিটরিং এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড। গত ১২ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব শেখ হাসিনা, এম.পি. এর কাছ থেকে তাঁরা এ পুরস্কার গ্রহণ করেন।

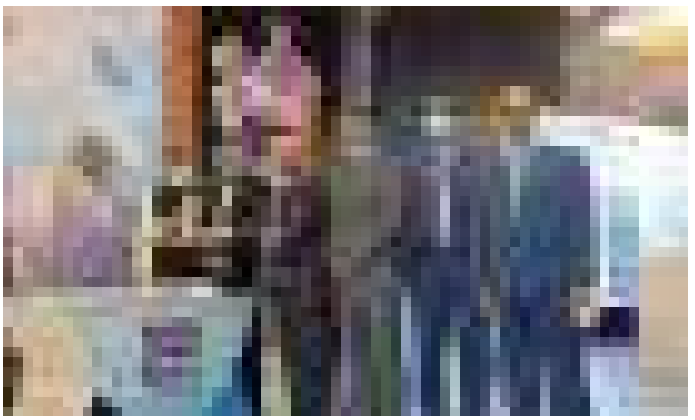

প্রকল্প বাস্তবায়নে দ্রুতগতি আনয়ন এবং জনগণের করের বা বৈদেশিক ঋণের অর্থ ও সময়ের সাশ্রয়ের জন্য চলমান প্রকল্পসমুহের তথ্য ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প পরিচালনা, পুনর্বাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ, ডিপিপির গতিপথ এবং প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য Scheme Information Management System সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। SIMS সফটওয়্যারের প্রধান মডিউলগুলি হলো: প্রকল্প তথ্য এন্ট্রি, প্রজেক্ট মনিটরিং, প্রগ্রেস এন্ট্রি ও মনিটরিং, রিপোর্ট জেনারেশন, বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে অনুসন্ধান, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, তথ্য হালনাগাদকরণ ও প্রকল্প ইনভেন্টরি। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের চলমান এডিপিভুক্ত ৯৫টি প্রকল্পের মধ্যে ৪৯টি প্রকল্পের ১৩৫৯টি প্যাকেজের সকল তথ্য এই সফটওয়্যার কর্তৃক ওয়ান স্টপ মনিটরিং এর আওতায় এসেছে।

সফটওয়্যারটি ব্যবহারের ফলে প্রকল্প কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। একসাথে চলমান সকল প্রকল্পের তথ্য এক স্থান হতে পাওয়ার ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে। এক নজরে সকল প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি যে কোনো সময়ে (Real Time) জানা যাচ্ছে। বিভিন্ন রিপোর্ট তৈরি ও প্রেরণে কাগজের ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে। মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক প্রকল্পের Package পর্যায়ের অগ্রগতি তথা নির্দিষ্ট ঠিকাদরের performance পরিবীক্ষণ সম্ভব হচ্ছে। অর্থের অপব্যয় প্রতিরোধ, প্রকল্পের দীর্ঘসূত্রিতা পরিহার সম্ভব হচ্ছে। কেন্দ্রীয় পর্যায় ছাড়াও মাঠ পর্যায়ের দপ্তরগুলো থেকে অনলাইনে এডিপিভুক্ত যে কোনো প্রকল্পের সার্বিক অবস্থা মনিটরিং দ্বারা প্রকল্পের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও তদারকির মাধ্যমে যথাযথভাবে ও যথাসময়ে প্রকল্প শেষ করে প্রকল্পের বাড়তি ব্যয় ও কালক্ষেপন প্রতিরোধ করা সম্ভব হচ্ছে। SIMS ব্যবহারের মাধ্যমে মাসিক এডিপি সভাগুলো কাগজ বিহীনভাবে পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়নকারী অন্যান্য মন্ত্রণালয়/সংস্থার ব্যবহারের জন্য সফটওয়্যারটি উন্মুক্ত/রেপ্লিকেট করার সুযোগ রয়েছে।

জবাবদিহিতাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান গড়ার মাধ্যমে এই উদ্যোগটি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের লক্ষ্য-২.৩, ১২ ও ১৬ অর্জনে এবং সহজে প্রকল্প তথ্য প্রাপ্তি ও ডিজিটাল যোগাযোগের মাধ্যমে জাতীয় আইসিটি নীতিমালা-২০১৮ এর কর্মপরিকল্পনা ১.১.১ ও ৭.২.৩ বাস্তবায়নে অবদান রাখছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর নিজস্ব ডেটা সেন্টারে এটি হোস্টিং করে নিজস্ব দক্ষ জনবল দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ ও নিশ্চিদ্র সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। এ পর্যন্ত দেশব্যাপী বাপাউবোর মাঠপর্যায়ের প্রতিটি দপ্তর এবং প্রকল্প কার্যালয়ে ৩টি ধাপে সরাসরি উপস্থিতিতে ও অনলাইনে মোট ৩০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় রয়েছে বিদ্যমান অন্যান্য সফটওয়্যারের সাথে ইন্টিগ্রেশন, ডেটা শেয়ারিং, ওয়ান স্টপ মনিটরিং এর মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন তৈরি, আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স (AI) প্রযুক্তি ব্যবহার এবং জনগণের জন্য গেস্ট লগইনভিত্তিক জিআইএস ইন্টারফেইসে প্রকল্পের অর্থের সঠিক ব্যবহার ও অগ্রগতির বাস্তব চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা।

চলমান আইসিটি কার্যক্রম

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক বিভিন্ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বর্তমান সরকারের "ডিজিটাল বাংলাদেশ" রূপরেখার সুশাসন, স্বচ্ছতা ও সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্তমানে Personnel Management Information System (PMIS). Online Recruitment Management System (ORMS), Online Payment Gateway, Online SMS Gateway System, Biometric Online Attendance System, Online Hydrological Data Sale System, Auto Real Time Data Acquisition System (ARTDAS), MODFLOW-Hydro Geo Analytical System, Scheme Information Management System (SIMS), IP Camera based Monitoring System, WMO-Registration & Irrigation Management system, Intercom and IP Phone via soft-switch, Contract Information System, Online Disaster Damage Reporting System বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং Legal Affairs Information Management System, Deposit Work Management System, Lease Management System, One Stop Service, Water Resources Interactive Experience Centre, O&M Budget Software এর কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি খাত আরো সমৃদ্ধ করার মাধামে বোর্ডের কর্মকান্ড অধিকতর গতিশীল হয়েছে এবং অনেক সুফল পাওয়া যাচ্ছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য প্রযুক্তি খাত এবং লোকবলকে আরো দক্ষ, গতিশীল ও সমৃদ্ধ করার জন্যে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে আরও অনেক কর্মকান্ড চালু ও পরিকল্পনা করা হয়েছে, যা ভবিষ্যতে পরিকল্পিত ও প্রত্যাশিত সুফল বয়ে আনবে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এর অগ্রসরমান প্রযুক্তিসমূহ সম্পর্কে বাপাউবো কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবহিত করা হয়েছে এবং এসব প্রযুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়নে প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

এছাড়াও সংস্থার অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন কার্যক্রমে যেমন- প্রশাসন, মানবসম্পদের তথ্য ব্যবস্থাপনা, তথ্য আদান-প্রদান, গবেষণা, পরিকল্পনা, ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য ও টেন্ডার প্রকাশ ইত্যাদি কাজে বহুদিন যাবৎ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে। BWCSRP Component-B: SHEWS প্রকল্পের আওতায় ৯০০টি ওয়েদার স্টেশন থেকে স্বয়ংক্রিয় ভাবে পানি বিজ্ঞান সংক্রান্ত নানা তথ্য বাপাউবো-এর ডেটা সেন্টারে প্রেরিত হচ্ছে এবং সেখান থেকে বিচার বিশ্লেষণের পরে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বার্তা সর্বসাধারণের বোধগম্যভাবে বাংলায় ও ইংরেজীতে অনলাইনে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তের জনগণ মোবাইল হতে ১০৯০ নাম্বারে ডায়াল করে প্রতিদিনের ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদির পূর্বাভাস শুনতে পারেন। বর্তমান পদ্ধতির সহায়তায় কোনো স্থান বন্যা কবলিত হওয়ার ৩ থেকে ৫ দিন পূর্বে সুনির্দিষ্টভাবে সতর্কবার্তা প্রচার করা সম্ভব হচ্ছে। শুধু তাই নয়, স্মার্ট ফোন ব্যবহারকারীদের মোবাইলে পুশ নোটিফিকেশানের মাধ্যমে বাংলা ও ইংরেজিতে সতর্কবার্তা এবং সুরক্ষা পরামর্শ পৌঁছে যাচ্ছে। ফলে দেশের কৃষকসহ সর্বস্তরের জনগণ বন্যার পূর্ব-প্রস্তুতি গ্রহণ করার সুযোগ পাচ্ছে এবং জান-মাল ও সম্পদ ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পাচ্ছে।

ক্রম	কর্মসূচির নাম	গৃহীত কর্মসূচির বর্ণনা	কর্মসূচির প্রত্যাশিত ফলাফল	মন্তব্য
১।	সারাদেশে বন্যা পূর্বাভাস অনলাইনে প্রদান	হাইড্রোলজিক্যাল ডেটা এন্ট্রি, প্রসেসিং, কোয়ালিটি কন্ট্রোল, এ্যানালাইসিস, প্রবাহ ক্যালকুলেশন, এমডিডি, Flood Frequency Analysis, রেটিং কার্ভ তৈরী, ডেটা সংরক্ষণ ও ম্যাপ তৈরী।	বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পানি সমতল ও বৃষ্টিপাতের উপাত্ত সংগ্রহ করার মাধ্যমে ৩৮টি পয়েন্টে ৫ দিনের আগাম সুনির্দিষ্ট পূর্বাভাস ওয়েব সাইটের মাধ্যমে অনলাইনে প্রচার করা হচ্ছে।	২০০০-০১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরে আধুনীকরণকৃত।

ক্রম	কর্মসূচির নাম	গৃহীত কর্মসূচির বর্ণনা	কর্মসূচির প্রত্যাশিত ফলাফল	মন্তব্য
২।	Modernization of MoWR Financial Management	Payroll, Bank Reconciliation, Accounts Payable, General Leger, Provident Fund, Pension, Loan and Audit system automation	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো), নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট (নগই) ও যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশের (জেআরসি) হিসাব আধুনিকায়ন এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের হিসাব ব্যবস্থাপনায় বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে।	২০০১-০৩ অর্থবছরে বাস্তবায়িত।
৩।	Electronic Government Procurement (eGP)	CPTU এর সহায়তায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্রয় ও কার্যের দরপত্র অনলাইনে প্রক্রিয়াকরণ	দরপত্র প্রক্রিয়াকরণে দ্রুত মূল্যায়ন, রিপোর্টিং ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং সময় ও অর্থের সাশ্রয়করণ।	২০০৯-১০ অর্থবছরে ঈচঞট কর্তৃক শুরু হয়ে ২০১২-১৩ অর্থবছরে বাস্তবায়িত।
৪।	মোবাইল, ইন্টারনেট ও অন্যান্য ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা পূর্বাভাস যথাসময়ে জনসাধারণকে পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা চালু করা	মোবাইলের মাধ্যমে বন্যা পূর্বাভাস যথাসময়ে জনসাধারণকে পৌছে দেয়া।	বর্তমানে যেকোন মোবাইল থেকে ১০৯০ নাম্বারে ডায়াল করে প্রতিদিনের ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছাস ও ভূমিকম্পের পূর্বাভাস শুনতে পারবেন।	২০০৯-১০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত।
৫।	Online Delivery of latest Flood Forecasting and Warning Information in Bengali	বাংলায় বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বার্তা সর্বসাধারণের বোধগম্যভাবে বাংলায় প্রদান।	সর্বসাধারণ যাতে সহজবোধ্যভাবে প্রতিদিনের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বার্তা বুঝতে পারেন, সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	২০১০-১১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত।
৬।	Scheme database inventory & Mapping	বাপাউবোর বাস্তবায়িত কার্যক্রমের তথ্য সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ বাজেট প্রণয়ণের জন্যে এওঝ ভিত্তিক ডেটাবেজ সফটওয়্যার তৈরিকরণ।	GIS ভিত্তিক সফটওয়্যার দ্বারা বাস্তবায়িত কার্যক্রমের তথ্য সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং বাজেট প্রণয়ন।	২০০৯-২০১৪ অর্থবছরে বাস্তবায়িত।
৭।	নদ-নদীর পানির হ্রাস বৃদ্ধি, বৃষ্টিপাত ইত্যাদির তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও প্রকাশকরণ।	স্বয়ংক্রিয়ভাবে Real Time Hydrological তথ্য উপাত্ত সমুহ (Water level/Rainfall/ Temperature/Wind Speed/Wind direction etc) সংগ্রহ, প্রসেস ও সংরক্ষণ।	৩৬টি স্বয়ংক্রিয় ষ্টেশন প্রতি ১৫ মিনিট পরপর পানির সমতল ও অন্যান্য তথ্য মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কেন্দ্রীয় সার্ভারে প্রেরণ করে। উক্ত তথ্য পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কাজে ব্যবহার করা হয়।	৩৬টি স্থানে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে পর্যায়ক্রমে সারাদেশে কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।
৮।	Online Security Surveillance System	বাপাউবোর দপ্তরসমূহের নিরাপত্তা কেন্দ্রীয়ভাবে অনলাইনে নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা।	বাপাউবোর দপ্তর সমূহ অবিচ্ছিন্ন নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।	২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বাপাউবোর ওয়াপদা ভবনকে সিস্টেম এর আওতায় আনা হয়েছে।

ক্রম	কর্মসূচির নাম	গৃহীত কর্মসূচির বর্ণনা	কর্মসূচির প্রত্যাশিত ফলাফল	মন্তব্য
৯।	Online Attendance Management System	স্বয়ংক্রিয়ভাবে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হাজিরা ও ছুটি-ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রীয়ভাবে অনলাইনে নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা।	কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যথাসময়ে অফিসে হাজিরা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং এর ফলে দাপ্তরিক নিয়ম শৃংখলা উন্নত হয়েছে।	ঢাকাস্থ বাপাউবোর সকল অফিস এবং ঢাকার বাইরের সকল জোনাল অফিসে চালু করা হয়েছে।
১০।	Online Recruitment Management System	Online Recruitment Management System প্রবর্তন করার ফলে স্বল্প সময়ে প্রার্থী আবেদন দাখিল করতে পারেন। স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিপোর্ট জেনারেট হয়। আবেদন পত্রের সাথে অতিরিক্ত দলিলাদি দাখিলের প্রয়োজন না থাকায় আবেদনকারী দ্রুততম সময়ের মাঝে আবেদন করতে পারেন। আবেদন পত্র হারানোর সম্ভাবনা থাকে না।	Online Recruitment Management System এর ফলে সময়, অর্থ, কার্যক্রমের ধাপ ও জটিলতা কমেছে।	২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বাস্তবায়িত।
১১।	Online Payment & SMS Gateway System	বাপাউবোর জনবল নিয়োগের প্রার্থীগণ অনলাইন পদ্ধতিতে আবেদন পত্রের ফি পরিশোধ করতে পারছেন।	Online Payment & SMS Gateway System এর ফলে সময়, অর্থ, কার্যক্রমের ধাপ ও জটিলতা কমেছে।	২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বাস্তবায়িত।
১২।	Development of Smart Project Monitoring and Management Information System (SPMMIS)	বাপাউবোর বাস্তবায়িত, সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্পসমূহ মনিটরিং, তথ্য সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ বাজেট প্রণয়নের জন্যে ডেটাবেজ সফটওয়্যার তৈরিকরণ।	স্মার্ট সফটওয়্যার দ্বারা বাপাউবোর বাস্তবায়িত চলমান প্রকল্প সমূহ এর কার্যক্রম মনিটরিং, তথ্য সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং বাজেট প্রণয়ন।	২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বাস্তবায়িত।
১৩।	WMO Registration Management System	পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের জন্যে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ ও রেজিষ্ট্রেশন প্রক্রিয়াকরন ও সংগঠন পরিচালনার তথ্য ইত্যাদি ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সহজলভ্যতা, প্রচার, সময় লাঘব ও দক্ষতা বৃদ্ধি।	পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের জন্যে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ ও রেজিষ্ট্রেশন প্রক্রিয়াকরণ ও সংগঠন পরিচালনার তথ্য ইত্যাদি ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সহজলভ্যতা, প্রচার, সময় লাঘব ও দক্ষতা বৃদ্ধি।	২০২১-২২ অর্থবছরে তিস্তা সেচ প্রকল্পের আওতাধীন ডালিয়া (নীলফামারী) এবং মুহুরী সেচ প্রকল্পের আওতাধীন ফুলগাজী (ফেনী) নামক ২টি স্থানে পাইলটিং সম্পন্ন হয়েছে।
১৪।	Irrigation Management System	জমিতে সেচের পানির সিডিউল, ফসল উৎপাদনের তথ্য, অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ সিডিউল ও তথ্য, সেচকর ধার্য ও আদায়ের তথ্য ইত্যাদি ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সহজলভ্যতা, প্রচার, সময় লাঘব ও দক্ষতা বৃদ্ধি ইত্যাদি ব্যবস্থাপনা।	জমিতে সেচের পানির সিডিউল, ফসল উৎপাদনের তথ্য, অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ সিডিউল ও তথ্য, সেচকর ধার্য ও আদায়ের তথ্য ইত্যাদি ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সহজলভ্যতা, প্রচার, সময় লাঘব ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।	২০২১-২২ অর্থবছরে তিস্তা সেচ প্রকল্পের আওতাধীন ডালিয়া (নীলফামারী) এবং মুহুরী সেচ প্রকল্পের আওতাধীন ফুলগাজী (ফেনী) নামক ২টি স্থানে পাইলটিং সম্পন্ন হয়েছে।
১৫।	Central Data Center	বাপাউবোর পানি ভবনে আধুনিক সুযোগ সুবিধাসম্পন্ন কেন্দ্রীয় ডেটা সেন্টার স্থাপন।	কেন্দ্রীয় সার্ভার ব্যবস্থাপনা, স্ট্যান্ডারাইজেশন, ডেটা নিরাপত্তা এবং রিডান্ডেন্সি বৃদ্ধি।	২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত। ২০২১-২২ অর্থবছরে ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার ওয়াপদা ভবনে বাস্তবায়িত হয়েছে।

ক্রম	কর্মসূচির নাম	গৃহীত কর্মসূচির বর্ণনা	কর্মসূচির প্রত্যাশিত ফলাফল	মন্তব্য
১৬।	Implementation of Intercom and IP Phone via soft-switch	বাপাউবোর পানি ভবনে আধুনিক সুযোগ সুবিধাসম্পন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।	সফট-সুইচের মাধ্যমে ইন্টারকম ও আইপি-টেলিফোন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সহজে রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য ও নিরাপদ একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে।	২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত।
১৭।	IP Camera based Monitoring System	আইপি ক্যামেরার মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্পের সরাসরি মনিটরিং নিশ্চিতকরণ এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ।	সঠিক মান ও সঠিক সময়ে প্রকল্প সমাপ্তির ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ লক্ষ্যে রিয়াল টাইমে আইপি ক্যামেরা ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ এবং পরিদর্শন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে।	২০১৯-২০ অর্থবছরে ৫টি স্থানে এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে আরও ১০টি স্থানে বাস্তবায়িত।
১৮।	Constituency-wise BWDB Activities	বাংলাদেশের ৩৫০টি সংসদীয় আসনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সকল উন্নয়ন প্রকল্পের তথ্য, জরুরি কাজ, সংসদ সদস্য এবং মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট দপ্তর এর মাঝে আলোচনা এবং সংসদে আলোচিত প্রশ্নোত্তর বিষয়ে তথ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণ।	একটি ওয়েব-ভিত্তিক সফটওয়্যার এবং একটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন এর সমন্বিত ব্যবস্থা যা বাংলাদেশের ৩৫০টি সংসদীয় আসনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সকল উন্নয়ন প্রকল্পের তথ্য, জরুরি কাজ, সংসদ সদস্য এবং মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট দপ্তর এর মাঝে আলোচনা এবং সংসদে আলোচিত প্রশ্নোত্তর বিষয়ে তথ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখছে।	২০২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত।
১৯।	Geographic Information System (GIS) Based Digital Land Information System	জিআইএস ভিত্তিক সফটওয়্যার এর মাধ্যমে ভূমি-তথ্যের ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।	জমির প্রকৃত অবস্থা তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া নিশ্চিতকরণ, জবাবদিহিতা ও তথ্যের প্রাপ্তির গতি বৃদ্ধি।	২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাস্তবায়িত।
২০।	Contract Information System of BWDB	সফটওয়ারটিতে বাপাউবো'র সমাপ্তকৃত ও চলমান সকল প্যাকেজের চুক্তির বিস্তারিত তথ্য ইনপুট দেয়ার ব্যবস্থা আছে এবং এ সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিশ্লেষিত তথ্য দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে সহজতর করছে।	ঠিকাদারদের সনদ প্রদান ও সনদ যাচাই প্রক্রিয়া সহজে করা যাচ্ছে। খরচ, সময় ও ধাপ কমেছে।	২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত
২১।	ইএফটির মাধ্যমে পেনশন প্রদান	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রচলিত নিয়মে ব্যাংকে উপস্থিত হয়ে পেনশন গ্রহণের পরিবর্তে Electronic Fund Transfer (EFT) এর মাধ্যমে অবসর ভাতা পরিশোধের ব্যবস্থা করা হয়েছে।	পেনশনভোগীদের সময়, অর্থ, ধাপ সবই হ্রাস পেয়েছে।	২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত
২২।	Online Disaster Damage Reporting System	প্রাকৃতিক দুর্যোগ এর তথ্য ও উপাত্ত সমূহের রির্পোট প্রণয়নের জন্যে ডেটাবেজ সফটওয়্যার তৈরিকরণ।	স্বল্প সময়ে কেন্দ্রীয়ভাবে দুর্যোগের তথ্য সংগ্রহ।	২০২২-২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়িত

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যার আওতায় রয়েছে-

- ❖ চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এর অগ্রসরমান প্রযুক্তি বিষয়ে ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট কার্যক্রম
- ❖ সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং সক্ষমতা সৃষ্টি কার্যক্রম, ডিজিটাল নিরাপত্তা সচেতনতা সৃষ্টি এবং ডিজিটাল অবকাঠামোর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে আন্তঃপ্রতিষ্ঠান সহযোগিতা বৃদ্ধি মাধ্যমে Cyber Incident Response সাপোর্ট সিস্টেম উন্নয়ন
- ❖ সেচ কার্যক্রম অটোমেশনে গেটগুলিতে সোলার পাওয়ার চালিত আইওটি ডিভাইস ব্যবহার পূর্বক সফটওয়্যারের মাধ্যমে পানির প্রবাহমাত্রা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পানির অপচয় রোধ এবং সেচ সুবিধার আওতাধীন এলাকার পরিমাণ বৃদ্ধি।
- ❖ নবায়নযোগ্য শক্তি (Solar Power) ও IOT উবারপব ভিত্তিক সেচ কার্যক্রম পরিচালনা এবং AI ও Big Data ভিত্তিক মনিটরিং ও বিশ্লেষণ পদ্ধতির উন্নয়ন
- ❖ উপকূলীয় পোল্ডারব্যবস্থার স্মার্ট অটোমেশন এবং অও, এওঝ ভিত্তিক মনিটরিং
- ❖ দেশের বিভিন্ন পয়েন্টে গেজ রিডিং অটোমেশন
- ❖ পানিবিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহে পরিমাণগত তথ্যের পাশাপাশি গুণগত তথ্য সংগ্রহ
- ❖ চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এর অগ্রসরমান প্রযুক্তি AI, Machine Learning, IOT ব্যবহারের মাধ্যমে বৃষ্টিপাত, পানি প্রবাহের তথ্যাদি সংগ্রহকরণ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতির উন্নয়ন
- ❖ আন্তঃদেশীয় পানি প্রবাহের তথ্যাদি সংগ্রহ এবং ঢল/বন্যা ইত্যাদি হতে আগাম সতর্ককরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন
- ❖ AI, Machine Learning, IOT ব্যবহারের মাধ্যমে আন্তঃদেশীয় পানি প্রবাহের তথ্যাদি সংগ্রহকরণ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতির উন্নয়ন
- ❖ Machine Learning এবং Big Data ভিত্তিক One Stop Service Centre তৈরি
- ❖ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এর অগ্রসরমান প্রযুক্তি Drone, AI, AR, VR ব্যবহারের মাধ্যমে সার্ভে ওয়ার্কের জিআইএস ভিত্তিক ডিজিটাইজেশন
- ❖ Blockchain ভিত্তিক Disaster Damage Reporting & Information System তৈরি
- ❖ VR & AR Based Interactive Water Resources Experience Centre তৈরি
- ❖ GIS ভিত্তিক Land Lease Management System তৈরি
- ❖ AR ও VR ভিত্তিক Training System তৈরি

৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কর্ম-পরিকল্পনা

কৌশলগত বিষয়বস্তু	করণীয় বিষয়	সেবা/ কার্যক্রমটিতে প্রস্তাবিত 4IR সম্পর্কিত প্রযুক্তির নাম	স্বল্প মেয়াদী (২০২২-২৩)	মধ্য মেয়াদী (২০৩০)	দীর্ঘ মেয়াদী (২০৪১)	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা/ব্যক্তি/পদ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১. চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এর অগ্রসরমান প্রযুক্তি বিষয়ে ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট কার্যক্রম	১.১ চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এর অগ্রসরমান প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও কারিকুলাম তৈরি	চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সংক্রান্ত সকল অগ্রসরমান প্রযুক্তি	স১। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এর অগ্রসরমান প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা তৈরি স২। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এর অগ্রসরমান প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ কারিকুলাম তৈরি	ম১। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণসমূহ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা।		১। কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর। ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পুর), প্রশিক্ষণ ও মানবসম্পদ উন্নয়ন পরিদপ্তর। ৩। ইনোভেশন অফিসার, বাপাউবো।
	১.২ চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এর অগ্রসরমান প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আয়োজন	চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সংক্রান্ত সকল অগ্রসরমান প্রযুক্তি	স১। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এর অগ্রসরমান প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষক পুল তৈরি। স২। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এর অগ্রসরমান প্রযুক্তি সম্পর্কে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ আয়োজন।	ম১। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এর অগ্রসরমান প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। ম২। মাঠ পর্যায়ে জোনভিত্তিক চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এর অগ্রসরমান প্রযুক্তি সম্পর্কে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ আয়োজন।		১। কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর। ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পুর), প্রশিক্ষণ ও মানবসম্পদ উন্নয়ন পরিদপ্তর। ৩। মাঠ পর্যায়ে বাপাউবো এর সকল জোন অফিস ৪। ইনোভেশন অফিসার, বাপাউবো।

কৌশলগত বিষয়বস্তু	করণীয় বিষয়	সেবা/ কার্যক্রমটিতে প্রস্তাবিত 4IR সম্পর্কিত প্রযুক্তির নাম	স্বল্প মেয়াদী (২০২২-২৩)	মধ্য মেয়াদী (২০৩০)	দীর্ঘ মেয়াদী (২০৪১)	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা/ব্যক্তি/পদ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
২. সেচ কার্যক্রম অটোমেশন	২.১ সেচ কার্যক্রম অটোমেশনে গেটগুলিতে সোলার পাওয়ারচালিত আইওটি ডিভাইস ব্যবহারপূর্বক সফটওয়্যারের মাধ্যমে পানির প্রবাহমাত্রা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পানির অপচয় রোধ এবং সেচ সুবিধার আওতাধীন এলাকার পরিমাণ বৃদ্ধি।	আইওটি, এআই	স১। অন্তত ১টি সেচ প্রকল্প এলাকায় গেট অটোমেশনের পাইলটিং করা।	ম১।বাপাউবো এর আওতাধীন সকল সেচ প্রকল্প এলাকায় গেটগুলোর অটোমেশনের ব্যবস্থা করা।	দ১। সেচের আওতায় থাকা ক্ষেতের মাটিতে ময়েশ্চার পরিমাপের ডিভাইস বসানো। সেই তথ্য এবং আগাম বৃষ্টিপাতের তথ্যের সমন্বয়ে সেচের পানি ছাড়ার ব্যবস্থা করা। যেন পানি অপচয় করা বন্ধ হয়। মহামায়াসহ যেখানে পানি রিজার্ভ করা হয় সেখানে প্রয়োজনের বেশি পানি রিজার্ভ না করা। একবারে যেন পানি ছাড়তে না হয়। দ২। সেচের পানি কতোখানি দেওয়া হলো, কতোখানি পানি রিজার্ভ আছে, কতোখানি এরিয়াতে আরও পানি দেওয়া সম্ভব সেটা ঠিক করা।	১। সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্প পরিচালক। ২। প্রধান পানি ব্যবস্থাপনার দপ্তর। ৩। সেচ কার্যক্রমের সাথে জড়িত বাপাউবো-এর সকল যান্ত্রিক দপ্তর। ৪। নক্সা সার্কেল-৩ (যান্ত্রিক) দপ্তর। ৫। কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর। ৬। ইনোভেশন অফিসার, বাপাউবো।
৩. উপকূলীয় পোল্ডার অটোমেশন এবং মনিটরিং	৩.১ উপকূলীয় পোল্ডার নাম্বারিং, মনিটরিং	আইওটি	স১। উপকূলীয় অঞ্চলে যেসব পোল্ডার আছে সেসব জোয়ার ও বন্যার পানিতে ভেঙ্গে যায়, এলাকা প্লাবিত হয়। সেসব পোল্ডারকে সিস্টেমিক ওয়েতে নিয়ে আসা, নাম্বারিং করা।	ম১। গুগল ম্যাপে দেখানোর ব্যবস্থা করা পোল্ডারগুলো, কী কী স্ট্রাকচার করা আছে, বর্তমানে কী অবস্থায় আছে, পোল্ডারগুলোর সামনে ফ্লাডিং এরিয়াতে কতোটা পানি আছে সেটা মাপার জন্য আইওটি ডিভাইস বসানো এবং মনিটরিং এর অবস্থা		১। প্রকল্প পরিচালক, CEIP ২। কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর। ৩। ইনোভেশন অফিসার, বাপাউবো।
৪. পানিবিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্যাদি একত্রিকরণ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতির উন্নয়ন	৪.১ দেশের বিভিন্ন পয়েন্টে গেজ রিডিং অটোমেশন	আইওটি	স১। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে গেজ রিডিং পদ্ধতির অটোমেশন (২০০টি)।	ম১। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে গেজ রিডিং পদ্ধতির অটোমেশন (১৫০০টি)।	দ১। বাংলাদেশের সকল গেজ রিডিং পদ্ধতির অটোমেশন। দ২। বাংলাদেশের গ্রাউন্ড ওয়াটার এর রিডিং পদ্ধতির অটোমেশন।	১। প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, পানি বিজ্ঞান। ২। সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্প পরিচালক। ৩। কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর। ৪। ইনোভেশন অফিসার, বাপাউবো।
	৪.২ পানিবিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহে পরিমাণগত	আইওটি, এআই, বিগডেটা	স১। পানিবিজ্ঞান সংক্রান্ত কী কী গুণগত তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ	ম১। বিভিন্ন নদীর গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলিতে কী পরিমাণ বালি পাস		১। প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, পানি বিজ্ঞান।

কৌশলগত বিষয়বস্তু	করণীয় বিষয়	সেবা/ কার্যক্রমটিতে প্রস্তাবিত 4IR সম্পর্কিত প্রযুক্তির নাম	স্বল্প মেয়াদী (২০২২-২৩)	মধ্য মেয়াদী (২০৩০)	দীর্ঘ মেয়াদী (২০৪১)	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা/ব্যক্তি/পদ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	তথ্যের পাশাপাশি গুণগত তথ্য সংগ্রহ		করা উচিত তার শ্রেণিবিন্যাস চুড়ান্তকরণ।	হচ্ছে তা আইওটি ডিভাইস এর মাধ্যমে নির্ণয় করে ড্রেজিং এর পরিকল্পনায় কাজে লাগানো।		২। প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক), ড্রেজার। ৩। কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর। ৪। ইনোভেশন অফিসার, বাপাউবো।
	৪.৩ পানিবিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ পদ্ধতির উন্নয়ন	এআই, বিগডেটা		ম১। হাইড্রোলজি-কম্পোনেন্ট বি প্রজেক্ট সহ এমন পানি বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্যাদি হতে যে ডেটা পাওয়া যাচ্ছে তা এআই এর মাধ্যমে প্রসেস করে একটি পূর্ণাঙ্গ ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেম বানানো।		১। সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্প পরিচালক। ২। কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর। ৩। ইনোভেশন অফিসার, বাপাউবো।
৫. আন্তঃদেশীয় পানিপ্রবাহের তথ্যাদি সংগ্রহ এবং ঢল/বন্যা ইত্যাদি হতে আগাম সতর্ককরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন	৫.১ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আন্তঃদেশীয় পানি প্রবাহের তথ্যাদি সংগ্রহকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন	আইওটি		ম১। তিস্তা ব্যারেজের আপস্ট্রিমে আন্তঃদেশীয় সীমান্তের নিকটে পানির লেভেল এবং গতি পরিমাপের জন্য আইওটি ডিভাইস বসানোর ব্যবস্থা করা যেন ক্ষতির পরিমাণ কমানো যায়।		১। প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, পানি বিজ্ঞান। ২। প্রধান প্রকৌশলীর (পুর) এর দপ্তর, উত্তরাঞ্চল, রংপুর। ৩। কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর। ৪। ইনোভেশন অফিসার, বাপাউবো।
	৫.২ আন্তঃদেশীয় পানি প্রবাহের তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতির উন্নয়ন	এআই, বিগডেটা		ম১। সুনামগঞ্জ তথা হাওর অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের ফলে যে বন্যাটি হয় আন্তর্জাতিক তথ্যভান্ডারের সাথে সমন্বয় করে সেটির তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতির উন্নয়ন		১। প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, পানি বিজ্ঞান। ২। প্রধান প্রকৌশলীর (পুর) এর দপ্তর, উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট। ৩। কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর। ৪। ইনোভেশন অফিসার, বাপাউবো।
৭. সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম	৭.১ সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং সক্ষমতা সৃষ্টি কার্যক্রম	সাইবার সিকিউরিটি	স১। বাপাউবো কর্মকর্তাদের সাইবার ক্রাইম ও সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক ট্রেইনিং প্রদান।	ম১। সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে পারদর্শিতা অর্জনপূর্বক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সার্টিফিকেশনের ব্যবস্থা গ্রহণ।	দ১। সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক পদসহ পৃথক cell তৈরি।	১। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পুর), প্রশিক্ষণ ও মানবসম্পদ উন্নয়ন পরিদপ্তর। ২। কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর। ৩। ইনোভেশন অফিসার, বাপাউবো।
	৭.২ ডিজিটাল নিরাপত্তা সচেতনতা সৃষ্টি	সাইবার সিকিউরিটি	স১। বাপাউবো কর্মকর্তাদের ডিজিটাল নিরাপত্তা সচেতনতা বিষয়ক			১। কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর। ২। জনসংযোগ পরিদপ্তর।

কৌশলগত বিষয়বস্তু	করণীয় বিষয়	সেবা/ কার্যক্রমটিতে প্রস্তাবিত 4IR সম্পর্কিত প্রযুক্তির নাম	স্বল্প মেয়াদী (২০২২-২৩)	মধ্য মেয়াদী (২০৩০)	দীর্ঘ মেয়াদী (২০৪১)	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা/ব্যক্তি/পদ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
			কর্মশালা/প্রচারণা আয়োজন।			৩। ইনোভেশন অফিসার, বাপাউবো।
	৭.৩ ডিজিটাল অবকাঠামোর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে আন্তঃপ্রতিষ্ঠান সহযোগিতা	সাইবার সিকিউরিটি	স১। ডিজিটাল অপরাধ মোকাবেলায় আইসিটি ডিভিশন এর সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ।	ম১। বাপাউবো-এর সকল বিদ্যমান আইটি সিস্টেম অডিট এর ব্যবস্থা গ্রহণ।		১। কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর। ২। ইনোভেশন অফিসার, বাপাউবো।
৮. সর্বাধুনিক প্রযুক্তিসুবিধা সম্পন্ন কেন্দ্রীয় মনিটরিং ব্যবস্থা বাস্তবায়ন	৮.১ পানি ভবনে সেন্ট্রাল অডিও ভিজ্যুয়াল এক্সপেরিয়েন্স সেন্টার তৈরি	আইওটি, এআই	স১। বাপাউবো-এর গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প, স্থান, অবকাঠামো এই সিস্টেমের আওতায় এনে প্রাথমিক ভাবে সিস্টেম চালু করা।	ম১। বাপাউবো-এর সকল প্রকল্প, স্থান, অবকাঠামো এই সিস্টেমের আওতায় এনে প্রাথমিক ভাবে সিস্টেম চালু করা।		১। প্রধান প্রকৌশলী (পুর), মনিটরিং এর দপ্তর। ২। ঢাকা পওর বিভাগ-২। ৩। কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর। ৪। ইনোভেশন অফিসার, বাপাউবো।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বিষয়ক কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ

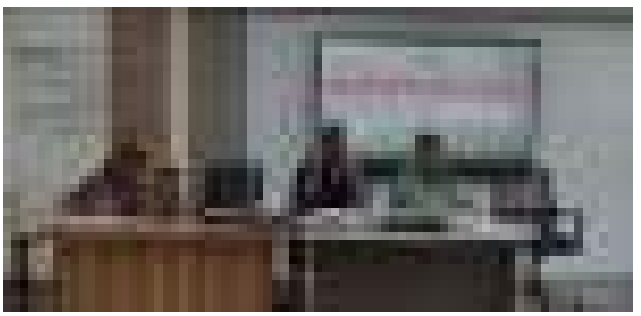

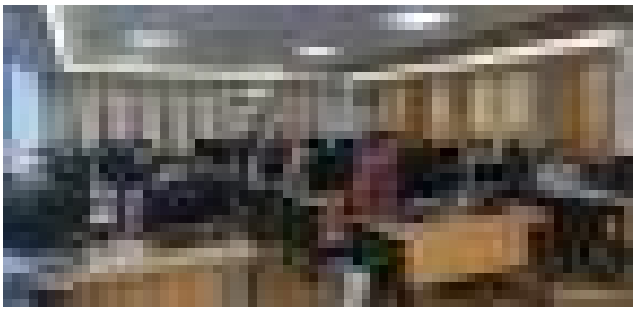

১৬ নভেম্বর, ২০২২ খ্রিঃ এবং ২১ নভেম্বর, ২০২২ খ্রিঃ তারিখে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের অগ্রসরমান প্রযুক্তি Cyber Security ও Blockchain এর উপর বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নকৃত উদ্ভাবনী উদ্যোগের তালিকা

ক্রমিক	সংস্কার/উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম	বাস্তবায়নকারী অফিসের নাম	উদ্যোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	মন্তব্য (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫
০১	সংসদীয় আসন অনুযায়ী বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম	কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।	সংসদীয় আসন অনুযায়ী বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সকল কার্যক্রমের তথ্য একটি ওয়েবভিত্তিক সফটওয়্যার ও মোবাইল এ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে মনিটরিং। এ সফটওয়্যার এর মাধ্যমে বাংলাদেশের ৩৫০টি আসনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সমাপ্ত, চলমান এবং পরিকল্পনাধীন প্রকল্পের বাস্তব তথ্য, সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যদের সাথে ডিও এর মাধ্যমে পত্রালাপের তথ্য, সংসদীয় প্রশ্নোত্তরে আলোচিত প্রকল্প তথ্য এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রীর পরিদর্শন তথ্য সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়।	সেবার লিংক: https://bwdb.gov.bd/con পাসওয়ার্ড: 123
০২	ডিজিটাল পদ্ধতিতে বন্যার পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা	বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।	এ কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের (বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড) বিদ্যমান পাঁচ দিনের আগাম বন্যা পূর্বাভাস উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ করে প্লাবন মানচিত্রের সাহায্যে বন্যা শুরু হওয়ার তিন দিন থেকে তিন ঘণ্টা আগে স্থানীয় জনগোষ্ঠী পর্যায়ে তাৎক্ষণিকভাবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বার্তা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।	সেবার লিংক: http://www.ffwc.gov.bd/
০৩	Online Recruitment Management System for BWDB	মানবসম্পদ উন্নয়ন পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।	অনলাইনে চাকুরি প্রার্থীদের আবেদন, বাছাই, এডমিট কার্ড বিতরণ, পরীক্ষা ও রেজাল্ট প্রক্রিয়াকরণ, রেজাল্ট প্রদান ও এ সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা।	সেবার লিংক: https://orms.bwdb.gov.bd/orms
০৪	Contract Information System of BWDB	কন্ট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল ও কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।	Contractor এর তথ্য অনলাইনে যাচাই-বাছাই এবং সংরক্ষণ। ঠিকাদারি কাজের তথ্যগুলো এবং সার্টিফিকেট এর তথ্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে।	সেবার লিংক: https://bcms.bwdb.gov.bd
০৫	পানি বিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সমূহ অটোমেশন পদ্ধতিতে প্রদান এবং Online Payment Gateway Service System এর মাধ্যমে ফি পরিশোধ	প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল ও কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।	পানি উন্নয়ন বোর্ড এর প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল হতে আগ্রহী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান এর আবেদনের প্রেক্ষিতে পানি বিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সমূহ প্রদান করা হয়। এ পেক্ষাপটে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক পানি বিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সমূহ অটোমেশন পদ্ধতিতে প্রদান এবং Online Payment Gateway Service System এর মাধ্যমে ফি পরিশোধ এর মাধ্যমে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি সহজ করা হয়েছে।	সেবার লিংক: http://hydrology.bwdb.gov.bd/
০৬	WMO Registration Management System	প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা এর দপ্তর ও কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।	পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে WMO নিবন্ধন ও সেচ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সেবা প্রদান করা হয়। কিন্তু বিদ্যমান সেবাদান প্রক্রিয়া প্রায় ৩২টি ধাপে ৬৫ জন জনবলের সম্পৃক্ততায় দীর্ঘ ২০৬ দিনে সম্পন্ন হয়। এ বিদ্যমান পদ্ধতিকে উদ্ভাবনের মাধ্যমে সেবাদান প্রক্রিয়া প্রায় ২৫টি ধাপে ৪২ জনের সম্পৃক্ততায় মাত্র ১০ দিনে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। এর ফলে উপকারভোগীগণ সহজে দ্রুত WMO নিবন্ধন ও সেচ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সেবা ভোগ করতে পারবেন।	সেবার লিংক: http://wmo.bwdb.gov.bd
০৭	Irrigation Management System	প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা এর দপ্তর ও কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।	পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে WMO নিবন্ধন ও সেচ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সেবা প্রদান করা হয়। কিন্তু বিদ্যমান সেবাদান প্রক্রিয়া প্রায় ৩২টি ধাপে ৬৫ জন জনবলের সম্পৃক্ততায় দীর্ঘ ২০৬ দিনে সম্পন্ন হয়। এ বিদ্যমান পদ্ধতিকে উদ্ভাবনের মাধ্যমে সেবাদান প্রক্রিয়া প্রায় ২৫টি ধাপে ৪২ জনের সম্পৃক্ততায় মাত্র ১০ দিনে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। এর ফলে উপকারভোগীগণ সহজে দ্রুত WMO নিবন্ধন ও সেচ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সেবা ভোগ করতে পারবেন।	সেবার লিংক: http://wmo.bwdb.gov.bd
০৮	নদ-নদীর পানির হ্রাস বৃদ্ধি, বৃষ্টিপাত ইত্যাদির তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও অনলাইনে প্রকাশকরণ।	প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র ও পানি বিজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য সেবা ও আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ (কম্পোনেন্ট-বি) প্রকল্প, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।	৩৬টি Auto Real Time Data Acquisition System (ARTDAS Station এর Real Time Data Hydrological Data গৃহীত হওয়ার পর প্রক্রিয়াকরন ও সংরক্ষণ করা হচ্ছে। www.hydrology.bwdb.gov.bd site টি browse করে প্রতি মুহূর্তে Online scrolling এ নদ-নদীর Real Time Water level এবং Graphical view সংক্রান্ত তথ্য; পানি বিজ্ঞান কর্তৃক সংরক্ষিত সকল তথ্য-উপাত্তের পর্যাপ্ততা সমন্ধে তথ্য জানা যাবে।	সেবার লিংক: http://hydrology.bwdb.gov.bd/
০৯	SMS Management System	কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।	SMS Management System রয়েছে যার মাধ্যমে যেকোনো জরুরি বার্তা কম খরচে একসাথে সবার নিকট মোবাইলে পৌঁছে দেয়া সম্ভব হচ্ছে।	সেবার লিংক: https://osgs.bwdb.gov.bd/

ক্রমিক	সংস্কার/উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম	বাস্তবায়নকারী অফিসের নাম	উদ্যোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	মন্তব্য (যদি থাকে)
১০	Online Payment Gateway	কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন হয়। নিয়োগের ফি পরিশোধের জন্য অনলাইন নিজস্ব পেমেন্ট গেটওয়ে তৈরি করা আছে। উপরন্তু পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে যে হাইড্রলজিক্যাল ডেটা বিক্রয় করা হয় তার জন্যেও এ পেমেন্ট গেটওয়েটি ব্যবহৃত হচ্ছে।	সেবার লিংক: https://opgs.bwdb.gov.bd/
১১	Online Attendance Management System (OAMS)	কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।	স্বয়ংক্রিয়ভাবে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের হাজিরা ও ছুটি ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রীয়ভাবে অনলাইনে সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা।	সেবার লিংক: https://www.bwdb.gov.bd/attendance
১২	Geographic Information System (GIS) Based Digital Land Information System on BWDB Acquired Land in Dhaka City and its surrounding	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর), পরিকল্পনা-১ পরিদপ্তর এবং ভূমি ও রাজস্ব পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন জমি সমূহের জিআইএস ও ডাটাবেজ ভিত্তিক তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা।	সেবার লিংক: http://lis.bwdb.gov.bd/ ৩১/০৫/২০১৭ তারিখে ঢাকা শহরের আবদুল্লাহপুর, উত্তরায় পাইলটিং হয়েছে।
১৩	বাঁধের ভেতরে টিউব	হবিগঞ্জ পওর বিভাগ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, হবিগঞ্জ।	হাওড় অঞ্চলের ডুবন্ত বাঁধের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি কল্পে বাঁধের ভেতরে বালুভর্তি জিওটিউব স্থাপন করা এবং জিওটিউবের ওপর মাটির আবরণ দিয়ে বাঁধের সেকশন তৈরী করা	বর্তমানে সাতক্ষীরা ও হাওর অঞ্চলে ব্যবহৃত হচ্ছে।
১৪	যশোর জেলাধীন ভবদহ এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনে উদ্ভাবনী উদ্যোগঃ Elevated Flow	যশোর পওর বিভাগ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, যশোর।	মুক্তেশ্বরী-টেকা-হরি নদীটির সঙ্গে উজানে বড় কোন নদীর সংযোগ না থাকায় জোয়ারের সময় প্রচুর পলিমাটি তলদেশে জমা হয়। ফলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট ও যশোর অঞ্চলের জলাবদ্ধতা প্রকট আকার ধারণ করে। ভবদহ এলাকার নদীতে পলি পতনের হার এত বেশি (প্রায় ৭৬%) যে নদী খনন করে টেকসই করা যাচ্ছে না। যান্ত্রিক উপায়ে পাম্প এর মাধ্যমে ভবদহ এলাকার পানি উঁচু করে ছেড়ে দিলে জলাবদ্ধ এলাকার পানি হ্রাস এবং Upstream flow generation এর মধ্যে নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি পাবে। সে থেকেই Elevated flow ধারণার শুরু।	বর্তমানে উক্ত এলাকায় জলাবদ্ধতা অনেকটা নিরসন করা গিয়েছে।

ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যসূচি

গত ১১-১২, ১৫-১৬ ও ১৭-১৮ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখে ৩টি ব্যাচে ই-নথি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্পন্ন হয়।

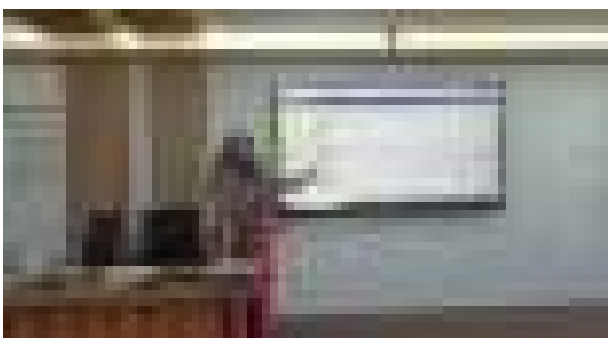

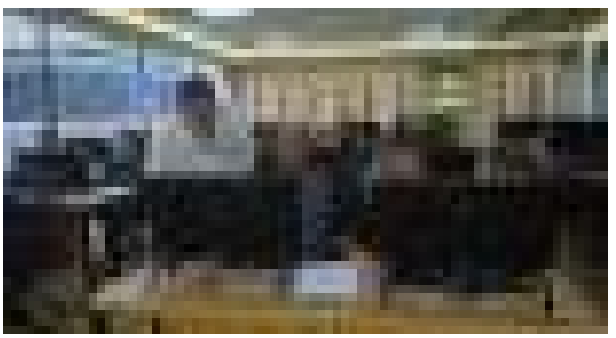

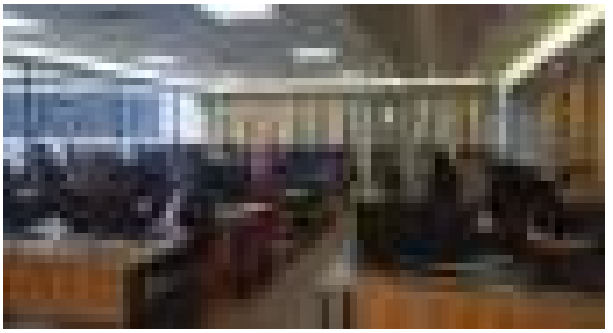

ই-গভর্ন্যান্স উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩"বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন

বাপাউবোর ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর কর্মসম্পাদন সূচক ২.২.১ অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের উপর ২৮-২৯ মে, ৩০-৩১ মে, ০৪-০৫ জুন এবং ০৬-০৭ জুন, ১১-১২ জুন, ১৩-১৪ জুন, ১৮-১৯ জুন এবং ২০-২১ জুন, ২০২৩ খ্রিঃ তারিখে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়।

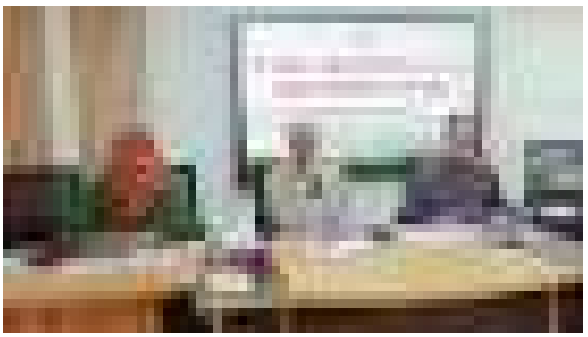

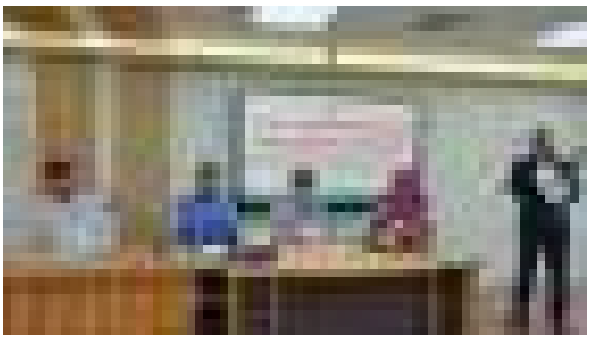

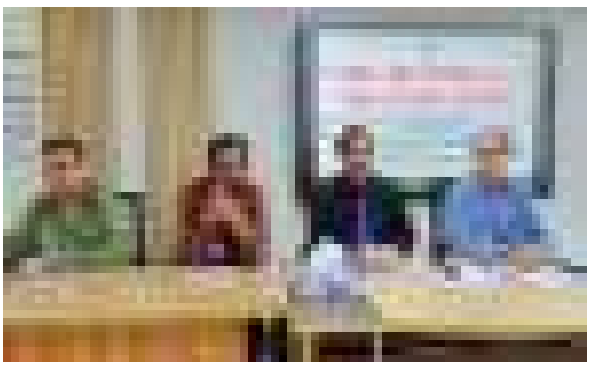

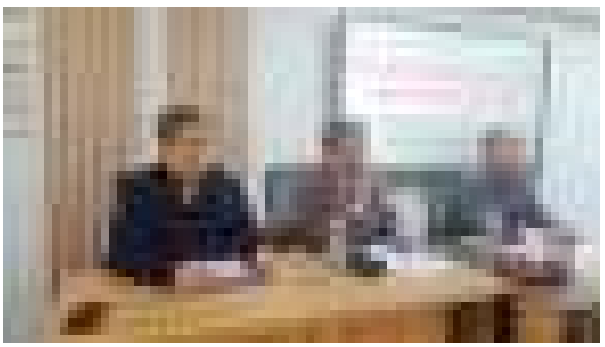

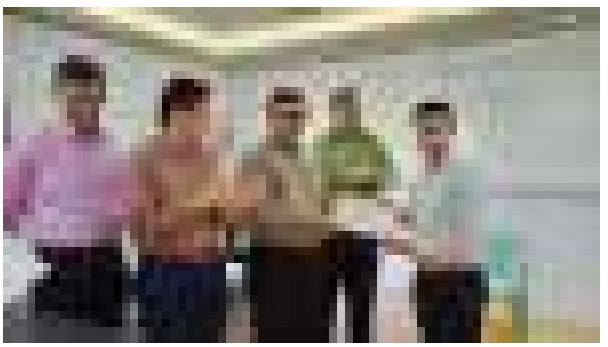

উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর কর্মসম্পাদন সূচক ২.২.৫ অনুযায়ী বাস্তবায়নকৃত একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর কার্যক্রম ২.২.৫ অনুসারে দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি উদ্যোগ পরিদর্শনের লক্ষ্যে গত ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখের বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের স্মারক নং ৪২.০১.০০০০.০১৪.১৬.০০১.১২৮ অনুযায়ী বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক জনশুমারী ও গৃহগণনা প্রকল্প ২০২১ এর আওতায় উদ্ভাবিত "Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI)" উদ্ভাবনী উদ্যোগ এর কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। উক্ত পরিদর্শন টিমে উপস্থিত ছিলেন জনাব আরিফ ইকরামুল আজিম, সিস্টেম এনালিস্ট ও ইনোভেশন অফিসার, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং মুহাম্মদ শহিদ শিকদার, প্রোগ্রামার ও সদস্য, ইনোভেশন টিম, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

চিত্র: পরিদর্শন সেমিনার

অভিজ্ঞতা বিনিময়

পরিদর্শনকালে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর সম্মেলন কক্ষে একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাগণ ছাড়াও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর জনাব মোঃ মতিউর রহমান, মহাপরিচালক, জনাব মোঃ দিলদার হোসেন, প্রকল্প পরিচালক, জনশুমারী ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প, জনাব প্রতীক ভট্টাচার্য্য, উপ-প্রকল্প পরিচালক (অর্থ) ও আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা, জনশুমারী ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প, জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, সিস্টেম এনালিস্ট, তথ্য ও ব্যবস্থাপনা বিভাগসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ।

স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়ন কার্যক্রম

২০০৮ সালে বর্তমান সরকার যে নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করেছিল তাতে বলা হয়েছিল, ২০২১ সালের লক্ষ্য 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'। গতবছর 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়ন হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ বাস্তব। এবার উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ২০৪১ সালের মধ্যে জ্ঞানভিত্তিক উন্নত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছে সরকার। ২০৪১ সালের মধ্যে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার লক্ষ্য নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে 'স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স' গঠনের পর এই টাস্কফোর্সের একটি নির্বাহী কমিটিও গঠন করা হয়েছে। যারা, 'স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১' প্রতিষ্ঠার জন্য নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সুপারিশ দেবে।

স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ বিনির্মাণের লক্ষ্যে - স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট এবং স্মার্ট সোসাইটি (CEGS) - এ ৪টি স্তম্ভের আলোকে রোডম্যাপ তৈরি করা হয়েছে। প্রথম দুটি হল স্মার্ট নাগরিক এবং স্মার্ট সরকার- যার মাধ্যমে সব সেবা এবং মাধ্যম

ডিজিটালে রূপান্তরিত হবে। অন্যদিকে স্মার্ট সোসাইটি এবং স্মার্ট ইকোনমি স্মার্ট অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠন এবং ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এই চারটি স্তম্ভের আওতায় ব্যাপক রূপান্তরের পাশাপাশি চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তিগুলো স্মার্ট বাংলাদেশ রূপকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

ভবিষ্যৎ স্মার্ট বাংলাদেশ হবে সাশ্রয়ী, টেকসই, জ্ঞানভিত্তিক, বুদ্ধিদীপ্ত এবং উদ্ভাবনী। অর্থাৎ সব কাজই হবে স্মার্ট। যেমন স্মার্ট শহর ও স্মার্ট গ্রাম বাস্তবায়নের জন্য স্মার্ট স্বাস্থ্যসেবা, স্মার্ট ট্রান্সপোর্টেশন, স্মার্ট ইউটিলিটিজ, নগর প্রশাসন, জননিরাপত্তা, কৃষি, ইন্টারনেট সংযোগ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। সব ডিজিটাল সেবা কেন্দ্রীয়ভাবে সমন্বিত ক্লাউডের আওতায় নিয়ে আসা হবে।

স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট পানি উন্নয়ন বোর্ড বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে যা নিম্নরূপ:

উদ্যোগের নাম	তাৎক্ষণিক স্বল্পমেয়াদী ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত	স্বল্পমেয়াদী (জানুয়ারি'২৪-ডিসেম্বর'২৪)	মধ্যমেয়াদী (জানুয়ারি'২৫-ডিসেম্বর'৩০)	দীর্ঘমেয়াদী (জানুয়ারি'৩১-ডিসেম্বর'৪১)
১. চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের অগ্রসরমান প্রযুক্তি সম্পর্কে সক্ষমতা বৃদ্ধি।	১.১ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের অগ্রসরমান প্রযুক্তিসম্পর্কে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা তৈরি। ১.২ চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এর অগ্রসরমান প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ কারিকুলাম তৈরি।	১.৩ চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এর কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অগ্রসরমান প্রযুক্তি সম্পর্কে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ আয়োজন। ১.৪ চতুর্থ শিল্প বিপ্লব সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ সমূহ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা।	১.৫ চতুর্থ শিল্প বিপ্লব সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণগুলোর কার্যকারিতা মূল্যায়ন এবং পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট অনুযায়ী প্রতি বছরের শুরুতে কারিকুলাম আপডেট করা। ১.৬ উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মান উন্নয়ন ও চলমান রাখা।	১.৭ চতুর্থ শিল্প বিপ্লব সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ গুলোর কার্যকারিতা মূল্যায়ন এবং পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট অনুযায়ী প্রতি বছরের শুরুতে কারিকুলাম আপডেট করা।
২. সেচ কার্যক্রম অটোমেশন (গেটগুলিতে সোলার পাওয়ারচালিত আইওটি ডিভাইস ব্যবহারপূর্বক সফটওয়্যারের মাধ্যমে পানির প্রবাহমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ও পানির অপচয় রোধ এবং সেচ সুবিধার আওতাধীন এলাকা বৃদ্ধি)।		২.১ কোন ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে তা নির্ধারন করা। ২.২ অন্তত ১টি সেচ প্রকল্প এলাকায় গেট অটোমেশনের পাইলটিং করা।	২.৩ বাপাউবো এর আওতাধীন অধিক গুরুত্বপূর্ণ ১০টি সেচ প্রকল্প এলাকায় গেটগুলোর অটোমেশনের ব্যবস্থা করা।	২.৪ বাপাউবো এর আওতাধীন সকল সেচ প্রকল্প এলাকায় গেটগুলোর অটোমেশনের ব্যবস্থা করা। ২.৫ সেচের আওতায় থাকা ক্ষেতের মাটিতে ময়েশ্চার পরিমাপের আইওটি ডিভাইস বসানো। সেই তথ্য এবং আগাম বৃষ্টিপাতের তথ্যের সমন্বয়ে সেচের পানি ছাড়ার ব্যবস্থা করা যেন পানি অপচয় করা বন্ধ হয়। এবং সেচ সুবিধার আওতাধীন এলাকা বৃদ্ধি করা।
৩.জলবায়ু-সহিষ্ণু উপকূলীয় পোল্ডার ব্যবস্থাপনা।	৩.১ ১০টি পোল্ডারে প্রায় ৪০৮.৭৭ কিঃমিঃ জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু বাঁধ নির্মাণ করা।	৩.২ উপকূলীয় অঞ্চলে যেসব পোল্ডারআছে সেসবের নাম্বারিং করা ও ডেটাবেজ তৈরি। ৩.৩ ০৩টি পোল্ডারে প্রায় ৭৪.৮৬ কিঃমিঃ জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু বাঁধ নির্মাণ করা।	৩.৪ জলবায়ু- সহিষ্ণু প্রযুক্তি ব্যবহার করে ১৮ টি পোল্ডারের আধুনিকায়ন ও আইওটি ডিভাইস বসানো এবং মনিটরিং এর ব্যবস্থা করা। ৩.৫ ক্লাইমেট স্মার্ট সমন্বিত উপকূলীয় সম্পদ ডাটাবেজ উন্নয়ন (সিএসআইসিআরডি) ৩.৬ ১৮টি পোল্ডারে প্রায় ৬২৪.১৭ কিঃমিঃ জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু বাঁধ নির্মাণ করা। ৩.৭ ১০টি পোল্ডারে বন্যা পূর্বাভাস প্রদান করা।	৩.৮ জলবায়ু- সহিষ্ণু প্রযুক্তি ব্যবহার করে ৩০ টি পোল্ডারের আধুনিকায়ন ও আইওটি ডিভাইস বসানো এবং মনিটরিং এর ব্যবস্থা করা। ৩.৯ ৩০টি পোল্ডারে প্রায় ১২০০.০০ কিঃমিঃ জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু বাঁধ নির্মাণ করা। ৩.১০ ২০টি পোল্ডারে বন্যা পূর্বাভাস প্রদান করা।
৪. পানিবিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ, একত্রিকরণ, সংরক্ষণ, গুনগত তথ্য ও বিশ্লেষণ পদ্ধতির উন্নয়ন।	৪.১ বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে গেজ রিডিং পদ্ধতির অটোমেশন (১০০টি)। ৪.২ পানিবিজ্ঞান সংক্রান্ত কী কী গুণগত তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা উচিত তার শ্রেণি বিন্যাস চুড়ান্তকরণ।	৪.৩ বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে গেজ রিডিং পদ্ধতির অটোমেশন (৩০০টি)।	৪.৪ বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে গেজ রিডিং পদ্ধতির অটোমেশন (১০০০টি)। ৪.৫ বিভিন্ন নদীর গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলিতে মরফোলজিক্যাল পরিবর্তন এবং কী পরিমাণ বালি প্রবাহিত হচ্ছে তা আইওটি ডিভাইস এর মাধ্যমে নির্ণয় করে ড্রেজিং এর পরিকল্পনায় ব্যবহারের পাইলটিং। ৪.৬ পানি বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্যাদি হতে যে ডেটা পাওয়া যাচ্ছে তা এআই (AI) এর	৪.৭ বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে গেজ রিডিং পদ্ধতির অটোমেশন। ৪.৮ পানি বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্যাদি হতে যে ডেটা পাওয়া যাচ্ছে তা এআই (AI) এর মাধ্যমে প্রসেস করে বন্যা পূর্বাভাসে সহায়তা প্রদানকারী একটি পূর্ণাঙ্গ ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেম বাস্তবায়ন।

উদ্যোগের নাম	তাৎক্ষণিক স্বল্পমেয়াদী ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত	স্বল্পমেয়াদী (জানুয়ারি'২৪-ডিসেম্বর'২৪)	মধ্যমেয়াদী (জানুয়ারি'২৫-ডিসেম্বর'৩০)	দীর্ঘমেয়াদী (জানুয়ারি'৩১-ডিসেম্বর'৪১)
			মাধ্যমে প্রসেস করে বন্যা পূর্বাভাসে সহায়তা প্রদানকারী একটি পূর্ণাঙ্গ ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেম ডিজাইন তৈরি ও বাস্তবায়ন।	
৫. বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আন্তঃদেশীয় পানি প্রবাহের তথ্যাদি সংগ্রহকরণ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতির উন্নয়ন।		৫.১ তিস্তা ব্যারেজের আপস্ট্রিমে আন্তঃদেশীয় সীমান্তের নিকটে পানির লেভেল এবং গতি পরিমাপের জন্য আইওটি ডিভাইস বসানোর ব্যবস্থা করে ক্ষতির পরিমাণ কমানোর ফিজিবিলিটি স্টাডি করা।	৫.২ হাওর অঞ্চলের আপস্ট্রিমে আন্তঃদেশীয় সীমান্তের নিকটে পানির লেভেল এবং গতি পরিমাপের জন্য আইওটি ডিভাইস বসানোর ব্যবস্থা করে ক্ষতির পরিমাণ কমানোর ফিজিবিলিটি স্টাডি করা।	৫.৩ সুনামগঞ্জ তথা হাওর অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের ফলে যে বন্যাটি হয় আন্তর্জাতিক তথ্যভান্ডারের সাথে সমন্বয় করে সেটির তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতির উন্নয়ন করা।
৬. সাইবার/ ডিজিটাল নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতা, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং সক্ষমতা সৃষ্টি কার্যক্রম গ্রহণ।		৬.১ বাপাউবো কর্মকর্তাদের সাইবার/ ডিজিটাল ক্রাইম ও সাইবার নিরাপত্তা বিষয় কর্মশালা আয়োজনের কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও প্রশিক্ষণ প্রদান।	৬.২ সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে পারদর্শিতা অর্জনপূর্বক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সার্টিফিকেশনের ব্যবস্থা গ্রহণ। ৬.৩ সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক পদসহ পৃথক cell তৈরির উদ্যোগ নেয়া।	৬.৪ বাপাউবো-তে মাঠপর্যায়ে অফিসগুলোতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ডিজিটাল নিরাপত্তা সচেতনতা বিষয়ক কর্মশালা/প্রচারণা চলমান রাখা।
৭. ডিজিটাল অবকাঠামোর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে আন্তঃপ্রতিষ্ঠান সহযোগিতা	৭.১ ডিজিটাল অপরাধ মোকাবেলায় আইসিটি ডিভিশনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ।	৭.২ ডিজিটাল অপরাধ মোকাবেলায় আইসিটি ডিভিশনেড় সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ।	৭.৩ বাপাউবো-এর সকল বিদ্যমান আইটি সিস্টেম অডিট এর ব্যবস্থা গ্রহণ।	
৮. পানি ভবনে সেন্ট্রাল ওয়াটার রিসোর্স এক্সপেরিয়েন্স সেন্টার তৈরি		৮.১ বাপাউবো-এর গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প, স্থান, অবকাঠামো এই সিস্টেমের আওতায় এনে প্রাথমিকভাবে সিস্টেম চালু করা।	৮.২ বাপাউবো-এর সকল প্রকল্প, স্থান, অবকাঠামো এই সিস্টেমের আওতায় এনে প্রাথমিক ভাবে সিস্টেম চালু করা।	
৯. বিদ্যমান আইসিটি অবকাঠামোর উন্নয়ন		৯.১ বিদ্যমান কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টারকে আধুনিকায়ন	৯.২ বিদ্যমান ডিজাস্টার রিকভারি ডাটা সেন্টারকে আধুনিকায়ন	৯.৩ মাঠপর্যায়ে বিদ্যমান আইসিটি অবকাঠামো আধুনিকায়ন
১০. নদ-নদী ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন			১০.১ বাংলাদেশের বিভিন্ন নদ-নদীর নাম, জিওলোকেশন, হাইড্রোলজিক্যাল বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এর ডেটাবেজ তৈরি	১০.২ বাংলাদেশের বিভিন্ন নদ-নদীর মরফোলজিক্যাল পরিবর্তনের ট্র্যাকিং সিস্টেম এবং এর ডেটাবেজ তৈরি
১১. বাঁধ ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন			১১.১ বাঁধ তৈরিতে পরিবেশবান্ধব ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার এর পাইলটিং ১১.২ ড্রেজিংয়ে প্রাপ্ত ম্যাটেরিয়াল দিয়ে বাঁধের উন্নয়ন	১১.৩ বাঁধ তৈরিতে পরিবেশবান্ধব ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার এর পাইলটিং ১১.৪ ড্রেজিংয়ে প্রাপ্ত ম্যাটেরিয়াল দিয়ে বাঁধের উন্নয়ন
১২. স্মার্ট সেচ ব্যবস্থাপনা		১২.১ পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন নিবন্ধন ও সেচ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম এর পাইলটিং শেষে উক্ত কাজ দেশের অন্যান্য WMOভুক্ত এলাকাগুলোতে সম্প্রসারণ এর ফিজিবিলিটি বিশ্লেষণ। ১২.২ ১৮০০০ হেক্টর জমিতে স্মার্ট সেচ ব্যবস্থা প্রণয়ন করা।	১২.৩ পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন নিবন্ধন ও সেচ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম এর পাইলটিং শেষে উক্ত কাজ দেশের অন্যান্য WMOভুক্ত এলাকাগুলোতে সম্প্রসারণ। ১২.৪ ৫০০০০ হেক্টর জমিতে স্মার্ট সেচ ব্যবস্থা প্রণয়ন করা।	১২.৫ ২০০০০০ হেক্টর জমিতে স্মার্ট সেচ ব্যবস্থা প্রণয়ন করা।

উদ্যোগের নাম	তাৎক্ষণিক স্বল্পমেয়াদী ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত	স্বল্পমেয়াদী (জানুয়ারি'২৪-ডিসেম্বর'২৪)	মধ্যমেয়াদী (জানুয়ারি'২৫-ডিসেম্বর'৩০)	দীর্ঘমেয়াদী (জানুয়ারি'৩১-ডিসেম্বর'৪১)
১৩. Pre-work ও Postwork Survey সংক্রান্ত কাজের অটোমেশন			১৩.১ হাওরের ড্রোন ব্যবহার করে Postwork ও Prework Survey কাজের তথ্যচিত্র তৈরি করে এগুলোর মাঝে তুলনা করে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ এর অটোমেশন এবং পাইলটিং করা	১৩.২ হাওরের ড্রোন ব্যবহার করে Postwork ও Prework Survey কাজের তথ্যচিত্র তৈরি করে এগুলোর মাঝে তুলনা করে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ।
১৪. আইপি ক্যামেরাভিত্তিক প্রজেক্ট মনিটরিং সিস্টেম ব্যবস্থা আধুনিকায়ন		১৪.১ আইপি ক্যামেরাভিত্তিক প্রজেক্ট মনিটরিং সিস্টেম এর আওতায় নিয়ে আসার জন্য কী কী প্রকল্পকে এর আওতায় নিয়ে আসা যায় তার তালিকা তৈরি ও অনুমোদন।	১৪.২ আইপি ক্যামেরাভিত্তিক প্রজেক্ট মনিটরিং সিস্টেমকে চলমান ও পরিকল্পনায় থাকা প্রকল্প গুলোতে সমন্বিত করার ব্যবস্থা করা	১৪.৩ আইপি ক্যামেরাভিত্তিক প্রজেক্ট মনিটরিং সিস্টেমকে ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেমের সাথে যুক্ত করা।
১৫. দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা।	১৫.১ উন্নত প্রযুক্তি ও নকশা প্রয়োগ করে ১১১.৩১ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন করা ১৫.২ ৬০০০০০ বৃক্ষরোপণ	১৫.৩ Online Disaster Damage Reporting System তৈরি ১৫.৪ উন্নত প্রযুক্তি ও নকশা প্রয়োগ করে ১২০.০০ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন করা। ১৫.৫ ৮০০০০০ বৃক্ষরোপণ	১৫.৬ বাঁধ নির্মাণ-৫৭২.৪৯ কিঃমিঃ খালখনন/পুনঃখনন -৫০২.৫৪ কিঃমিঃ পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো-৩৫১ টি পাম্প হাউজ পুনর্বাসন-৬টি ১৫.৭ উন্নত প্রযুক্তি ও নকশা প্রয়োগ করে ৯০০.০০ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন। ১৫.৮ ৫০০০০০০ বৃক্ষরোপণ	১৫.৯ বাঁধ নির্মাণ-৭০০.০০ কিঃমিঃ খালখনন/পুনঃখনন -৭০০.০০ কিঃমিঃ পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো-৫০০ টিপাম্প হাউজ পুনর্বাসন-১৫টি ১৫.১০ উন্নত প্রযুক্তি ও নকশা প্রয়োগ করে ১৫০০.০০ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ ১৫.১১ ২০০০০০০ বৃক্ষরোপণ

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

২০২২-২৩ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির চূড়ান্ত মূল্যায়নে বাংরাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের মধ্যে **১ম** স্থান অর্জন করেছে। ২০২২-২৩ অর্থ-বছরের এপিএ স্বাক্ষরকারী বাপাউবো'র মাঠ ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা দপ্তরসমূহের মূল্যায়ন অতিসম্প্রতি সমাপ্ত হয়েছে।

জোন পর্যায় (APAMS)

ক্রম	জোন	চূড়ান্তকৃত নম্বর		
		ম্যান্ডেটভূক্ত কার্যক্রম (৭০)	সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম (৩০)	মোট
১	পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	৭০.০০	২৮.৬৪	**৯৮.৬৪**
২	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী	৭০.০০	২৮.১৭	**৯৮.১৭**
৩	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা	৭০.০০	২৭.৮৫	**৯৭.৮৫**
৪	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	৭০.০০	২৭.৩৯	**৯৭.৩৯**
৫	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	৬৭.৬০	২৯.১৮	**৯৬.৭৮**
৬	উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট	৭০.০০	২৬.২৩	**৯৬.২৩**
৭	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	৭০.০০	২৪.৫৬	**৯৪.৫৬**
৮	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	৭০.০০	২৩.৪৪	**৯৩.৪৪**
৯	পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	৭০.০০	২১.০৪	**৯১.০৪**

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (BWDB)

প্রকল্প পর্যায় (অফলাইন)

ক্রম	প্রকল্প	ম্যান্ডেটভূক্ত কার্যক্রম (১০০)
১	Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1)	১০০.০০
২	South-West Area Integrated Water Resources Planning & Management Project (Phase-2)	১০০.০০
৩	চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং (অতিরিক্ত অর্থায়ন) (বাপাউবো অংশ)	১০০.০০
৪	Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (BWDB Part)	১০০.০০
৫	Flood and Riverbank Erosion Risk Management Investment Program (FRERMIP)-Project-2	১০০.০০
৬	দূর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণ প্রকল্প (কম্পোনেন্ট-১, বাপাউবো অংশ)	১০০.০০
৭	সীমান্ত নদীতীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২)	১০০.০০
৮	৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী খাল ও জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প	১০০.০০

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার আলোকে মহাপরিচালক, বাপাউবো গত ১৫ জুন, ২০২৩ তারিখে সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে ২০২৩-২৪ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেন। মহাপরিচালক, বাপাউবো গত ১৫ জুন, ২০২৩ তারিখে ৯টি জোনের প্রধান প্রকৌশলী ও ৬টি পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালকের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের অবকাঠামো উন্নয়ন তালিকা নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	অবকাঠামোর বিবরণ	২০২২-২৩ অর্থবছরে নির্মিত	
		পূর্ণ	আংশিক
১	স্লুইস ও রেগুলেটর নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ (সংখ্যা)	৪৭	১৪
২	অন্যান্য পানি কাঠামো (বোটপাস/সাইফুন/একুইডাক্ট/ ইনলেট/ পাইপ স্লুইস ইত্যাদি) নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ (সংখ্যা)	১৫০	২০
৩	স্লুইস ও রেগুলেটর মেরামত (সংখ্যা)	৯৭	৫৯
৪	স্লুইস ও রেগুলেটর রক্ষণাবেক্ষণ মেরামত (সংখ্যা)	৪৫০	৪৮
৫	অন্যান্য পানি কাঠামো (বোটপাস/সাইফুন/একুইডাক্ট/ ইনলেট/ পাইপ স্লুইস ইত্যাদি) মেরামত (সংখ্যা)	১১৯	১১
৬	বাঁধ নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ (কিলোমিটার)		
	উপকূলীয় বাঁধ	০.০০	০.০০
	ডুবন্ত বাঁধ	৮৪.০৫ (পিআইসি'র মাধ্যমে কিশোরগঞ্জে) ১৬.০০ (প্রকল্পের আওতায়)	-
	অন্যান্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ	৩.৮৮	৪.০৮
	সেচ খালের ডাইক	১.১১	-
৭	বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ/মেরামত/উন্নীতকরণ (কিলোমিটার)		
	উপকূলীয় বাঁধ	২১৬.৯৮	১২.৭৮
	ডুবন্ত বাঁধ	১০৯১.৮০ (পিআইসি'র মাধ্যমে)	-
	অন্যান্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ	১৬৬.৭২	৬৬.০১
	সেচ খালের ডাইক	১৪৪.৭৮	১৫.০০
৮	বাঁধের ব্রীজ ক্লোজিং দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)	৭.৯৬	-
৯	বাঁধের রেইনকাট, ঘোগস ইত্যাদি মেরামত (কিলোমিটার)	৬৫.২৪	-
১০	বাঁধের ঢাল স্থায়ী প্রতিরক্ষা (কিলোমিটার)	১৬.৮০	২.৪৬
১১	বাঁধের ঢাল অস্থায়ী প্রতিরক্ষা (কিলোমিটার)	২৮.২৭	১.০০
১২	খাল খনন ও পুনঃখনন (লক্ষ ঘনমিটার মাটি)	৯০.৭৪ লক্ষ ঘনমিটার	
	নিষ্কাশন খাল খনন (কিলোমিটার)	-	-
	নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন (কিলোমিটার)	৬৮৫.৮০	৮৫.৪৫
	সেচ খাল খনন (কিলোমিটার)	-	-
	সেচ খাল পুনঃখনন (কিলোমিটার)	৫৩.৭৮	-

ক্রমিক নং	অবকাঠামোর বিবরণ	২০২২-২৩ অর্থবছরে নির্মিত	
		পূর্ণ	আংশিক
১৩	খাল হতে কচুরীপানা/আবর্জনা অপসারণ (কিলোমিটার)	২২৭.৭৪	-
১৪	খালের ঢাল প্রতিরক্ষা(কিলোমিটার)	৩.০৯	০.০৫
১৫	জমি অধিগ্রহণ (হেক্টর)	৩৯.৭০	২১৮.৩৮
১৬	নদীতীর স্থায়ী সংরক্ষণ (কিলোমিটার)	৯৪.৪৪	১০৬.৮৬
১৭	নদীতীর সংরক্ষণ কাজ মেরামত/ শক্তিশালীকরণ (কিলোমিটার)	১৬.৮৩	৮.০৫
১৮	নদীতীর অস্থায়ী প্রতিরক্ষা (কিলোমিটার) (জরুরী আপদকালীন প্রতিরক্ষাসহ)	২৬৯.৩২	২৭.১৩
১৯	নদ-নদী ড্রেজিং ও পুনঃখনন (লক্ষ ঘনমিটার মাটি)	৮৭৮.২৮ লক্ষ ঘনমিটার	
	ড্রেজার দ্বারা নদী ড্রেজিং (কিলোমিটার)	১৬৭.৪১	২৮.০০
	রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং (কিলোমিটার)	২.০০	-
	এক্সকাভেটর দ্বারা নদী পুনঃখনন (কিলোমিটার)	৫০৮.৭৩	২০৫.৯৭
	লুপকাট খনন (কিলোমিটার)	-	০.৩০
২০	ড্রেজার সরবরাহ গ্রহণ (সংখ্যা)	-	-
২১	পাম্প হাউস নির্মাণ (সংখ্যা)	-	২ (শিমরাইল, আদমজীনগর)
২২	পাম্প সরবরাহ প্রাপ্তি (সংখ্যা)	-	-
২৩	স্লোজার নির্মাণ (সংখ্যা)		
	হাওর অঞ্চল (অস্থায়ী)	২২০	-
	উপকূলীয় অঞ্চল	-	-
	অন্যান্য	৩	-
২৪	রাবারড্যাম নির্মাণ (সংখ্যা)	-	১
২৫	ক্রসবার নির্মাণ (সংখ্যা)	-	-
২৬	স্পার নির্মাণ (সংখ্যা)	-	-
২৭	গ্রোয়েন নির্মাণ (সংখ্যা)	-	-
২৮	গ্রোয়েন পুনর্বাসন/মেরামত (সংখ্যা)	১	১
২৯	স্পার পুনর্বাসন/মেরামত (সংখ্যা)	৬	২
৩০	কজওয়ে নির্মাণ (সংখ্যা)	-	-
৩১	ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণ (সংখ্যা)	৩৫	২৬
৩২	রাস্তা নির্মাণ (কিলোমিটার)	২৫.১৯	৪৯.৫৩
৩৩	ফ্লাডওয়াল নির্মাণ (কিলোমিটার)	২.২৯	০.৩৫
৩৪	ভবন নির্মাণ (সংখ্যা)	৬	৭
৩৫	ভূমি উন্নয়ন (ঘনমিটার মাটি লক্ষ/হেক্টর এলাকা)	১২.৪৫/৪০.৪৮	
৩৬	জীপ ক্রয় (সংখ্যা)	-	
	মোটর সাইকেল ক্রয় (সংখ্যা)	২	
৩৭	জলযান ক্রয় (সংখ্যা)	-	
৩৮	বনায়ন (গাছ সংখ্যা)	১০,৯৩,১৭০	
৩৯	সম্পাদিত সমীক্ষা (সংখ্যা)	২১	১৪
৪০	ভূমি পুনরুদ্ধার (বর্গ কিলোমিটার)	-	
৪১	সেচ সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকার সম্প্রসারণ (হেক্টর)	-	
৪২	বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকার সম্প্রসারণ (হেক্টর)	[৫৭৯৮৪ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া তিতাস) ২৩৫৪০ (ফরিদপুর কুমার) ৪০,০০০ (নোয়াখালী বেগমগঞ্জ)] সর্বমোট- ১২১৫২৪ হেক্টর	

জুন, ২০২৩ পর্যন্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত অবকাঠামো তালিকা

বাস্তবায়িত প্রকল্পের সংখ্যা	৯৭০	টি
সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশন সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকা	৬৬.৩৭	লক্ষ হেক্টর
সেচ সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকা (১৪০টি সেচধর্মী প্রকল্প বাস্তবায়িত)	১৬.৪৯	লক্ষ হেক্টর
ব্যারেজ (তিস্তা, মনু, বুড়ি তিস্তা ও ট্যাংগন)	৪	টি
ভূমি সৃজন/পুনরুদ্ধার	১০৮৬.৬২	বর্গ কিলোমিটার
নদী ভাঙন হতে সংরক্ষিত জেলা শহর	৩১	টি
নদী ভাঙন রোধে তীর প্রতিরক্ষা কাজ	১৫৫১.৬৮	কিলোমিটার
স্পার নির্মাণ	২৫১	টি
ফ্লাড ওয়াল নির্মাণ	২১.৫১৪	কিলোমিটার
সমাপ্ত বাঁধের দৈর্ঘ্য	১৬৬৩১	কিলোমিটার
ক) উপকূলীয় বাঁধ (১৪৭টি পোল্ডার)	৫,৮১৬	কিলোমিটার
খ) ডুবন্ত বাঁধ (৯৯টি হাওর/হাওর উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে)	২,৮২৮	কিলোমিটার
গ) অন্যান্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ	৭,৯৮৭	কিলোমিটার
সেচ খালের ডাইক	৩,৬১৩	কিলোমিটার
বাপাউবো'র বাঁধের উপর সওজ কর্তৃক নির্মিত রাস্তা	১,৩২৩	কিলোমিটার
বাপাউবো'র বাঁধের উপর এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত রাস্তা	৪,১৮৩	কিলোমিটার
সড়ক (পাকা ও কাঁচা)	১,১৩৬	কিলোমিটার
সেচ খালের দৈর্ঘ্য	৫,৩৫৫	কিলোমিটার
নিষ্কাশন খালের দৈর্ঘ্য	৪৫০২	কিলোমিটার
হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার	১৫,৯৬৬	টি
পাম্প হাউজের সংখ্যা	২৩	টি
ক্লোজার	১,৪৩১	টি
ব্রীজ/কালভার্ট	৫,৮১১	টি
রাবার ড্যাম (পেকুয়া, মহামায়া, পালাকাটা, কণ্ডয়া, বাগগুজারা)	৫	টি
ড্রেজার সংখ্যা	৪১	সেট
নদী পুনঃখনন	৩,৫৮৯	কিলোমিটার
নদী ড্রেজিং	১,৪৬১	কিলোমিটার

৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ চট্টগ্রাম মহানগরীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলামগ্নতা/জলাবদ্ধতা নিরসন ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন করেন
মোঃ রফিকুল ইসলাম চৌবে প্রধান প্রকৌশলী (পুর), মনিটরিং

১৩ আগষ্ট ২০২২ ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকার নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) পরিদর্শন করেন
মোঃ রফিকুল ইসলাম চৌবে প্রধান প্রকৌশলী (পুর), মনিটরিং

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০২২-২০২৩ সালের বিভিন্ন কার্যক্রম

১৪ ডিসেম্বর, ২০২২ পানি ভবনের সম্মেলনকক্ষে হাওর অঞ্চলের টেকসই বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এম. এ. মান্নান, গেস্ট অব অনার পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক, এমপি, মাননীয় উপমন্ত্রী এনামুল হক শামীম ও বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার, পিএ।

১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ গ্রীনরোডস্থ পানি ভবনের মাল্টিপারপাস হল রুমে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আয়োজিত 'দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ক সেমিনার' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুর্নীতি দমন কমিশনের সচিব জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব নাজমুল আহসান।

১৫ আগষ্ট, ২০২২ জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭ তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে বক্তব্য রাখেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রকৌশলী ফজলুর রশিদ। পরবর্তীতে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন।

২১ মার্চ, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী এবং মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী এ, কে, এম, এনামুল হক শামীম, এমপি, ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব নাজমুল আহসান।

২৬ মার্চ, ২০২৩ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব নাজমুল আহসান এঁর নেতৃত্বে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সকল উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

২২ মার্চ ২০২৩ বিশ্ব পানি দিবস উপলক্ষে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী এ, কে, এম এনামুল হক শামীম, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব নাজমুল আহসান ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অন্যান্য সংস্থার সর্বস্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং কর্মচারীবৃন্দ বর্ণাঢ্য র‍্যালীতে অংশগ্রহণ করেন।

বাহাদুরপুর, হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ

মেঘনা নদীর (মেঘনা শাখা নদী) ডানতীরে নদীতীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ, নরসিংদী

মেঘনা নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

কাটা খাল বাজার রক্ষা প্রকল্প, চাঁদপুর

যমুনা নদী হতে পুনরুদ্ধারকৃত ভূমি উন্নয়ন এবং প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চল রক্ষা, সিরাজগঞ্জ

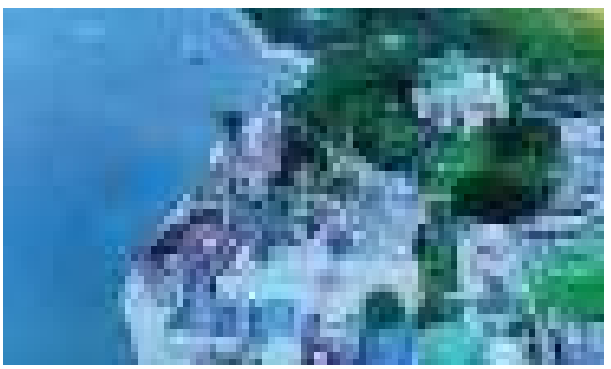

সুরেশ্বর দরবার শরীফ, নড়িয়া, শরীয়তপুর

চরবাড়িয়া এলাকায় নদীতীর সংরক্ষণ কাজ, বরিশাল

ভৈরব নদীর কিঃমিঃ ৩৬.০০ হতে কিঃমিঃ ৩৮.০০ এর পোষ্ট-ওয়ার্ক, যশোর

WARPO
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)

www.warpo.gov.bd

তৃতীয় অধ্যায়: পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)

আবহমান কাল থেকে বাংলাদেশের প্রকৃতি, ইতিহাস, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি নদ-নদীর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। বর্ষা মৌসুমে পর্যায়ক্রমিক বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, সাইক্লোন, নদী ভাঙ্গন ও শুকনো মৌসুমে পানির দুষ্প্রাপ্যতা, নদ-নদী ভরাট, খরা, লবণাক্ততা, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়া ও ভূপরিস্থ পানির মানের ক্রমাবনতির কারণে বাংলাদেশের পানি ব্যবস্থাপনা আজ কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পানির বহুমাত্রিক চাহিদাও প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর্সেনিক দূষণ এই সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছে। বাংলাদেশের ভূখন্ডের বাইরে থেকে আগত নদ-নদীর প্রবাহের উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ না থাকায় অপরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণে পানি ব্যবস্থাপনায় সমন্বয়হীনতা ইত্যাদি বিষয়গুলো সামগ্রিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতেই সরকার পানি সম্পদের উন্নয়ন ও এর সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন, ১৯৯২ এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৯৯২ সালে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) সৃষ্টি করে। দেশে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ওয়ারপো পানি সম্পদের সামষ্টিক পরিকল্পনা প্রণয়নে একমাত্র সংবিধিবদ্ধ সরকার নিয়ন্ত্রিত একটি সংস্থা। এ সংস্থাটি ১৯৮৩ হতে ১৯৯১ সালে জাতীয় পানি পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত মাস্টার প্ল্যান অরগানাইজেশন বা এমপিও এর উত্তরসূরী। পরবর্তীতে ১৯৮৯ হতে ১৯৯৬ সালে ফ্লাড এ্যাকশন প্ল্যান (ফ্যাপ) কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য স্থাপিত ফ্ল্যাড প্ল্যান কোঅর্ডিনেশন অরগানাইজেশন বা এফপিসিও কে ১৯৯৬ সালে ওয়ারপো'র সাথে একিভূত করা হয়। ২০০৫ সালে উপকূলীয় অঞ্চল নীতি এবং ২০০৬ সালে উপকূলীয় কৌশলের দ্বারা ওয়ারপোকে উপকূলীয় এলাকার সমন্বয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। সর্বশেষ, বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর মাধ্যমে ওয়ারপোকে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির সচিবালয় হিসাবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) এর ভিশন ও মিশন

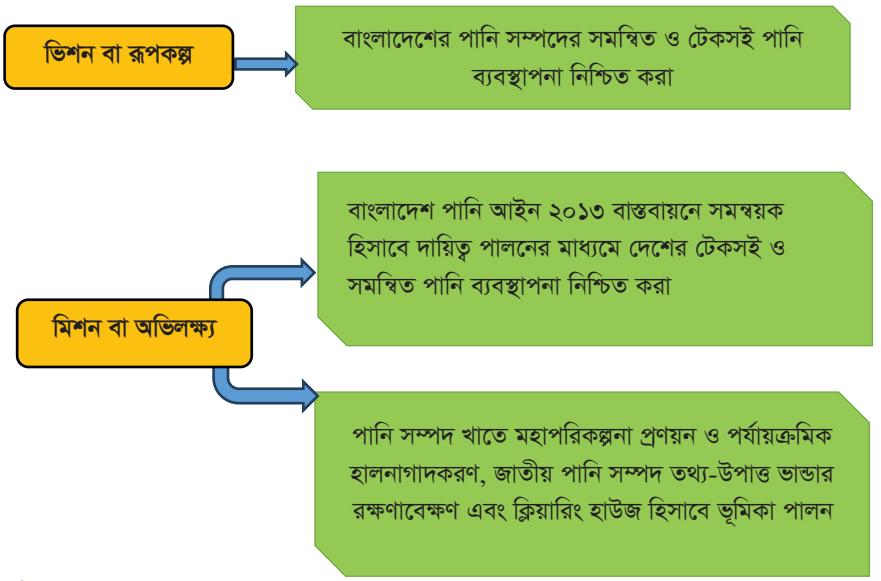

ওয়ারপো'র কার্যপরিধি ও দায়িত্বসমূহ

১. পানি সম্পদের উন্নয়নকল্পে পরিবেশগতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা;
২. পানি সম্পদের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবহার ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত জাতীয় কৌশল ও নীতি নির্ধারণ করা;
৩. পানি সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা এবং প্রচারের ব্যবস্থা করা;
৪. পানি সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবহার ও সংরক্ষণে নিয়োজিত কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা হতে উদ্ভূত বিষয়ের মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করা;
৫. জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ইসিএনডব্লিউআরসি) কে প্রশাসনিক ও সাচিবিক সহায়তা প্রদান;
৬. জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ (এনডব্লিউআরসি) এর অনুমোদনের জন্য জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনডব্লিউএমপি) প্রস্তুত এবং নির্দিষ্ট সময়ান্তে তা হালনাগাদকরণ;
৭. জাতীয় পানি সম্পদ তথ্য ভান্ডার (এনডব্লিউআরডি) ব্যবস্থাপনা ও হালনাগাদকরণ;

৮. জাতীয় পানি নীতি এবং বাংলাদেশ পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা কৌশলে বর্ণিত উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি পূরণের জন্য ইসিএনডব্লিউআরসি'র চাহিদা অনুসারে কোন বিশেষ সমীক্ষা পরিচালনা;
৯. বাস্তবায়নের পর্যায়ে সমন্বয় সাধনের জন্য একটি কর্মসূচি সমন্বয় ইউনিট (Program Coordination Unit-PCU) প্রতিষ্ঠা করা। সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনার নির্ধারিত সূচকের আলোকে প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা;
১০. সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থায় ফোকাল পয়েন্ট স্থাপন করা, যারা দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিনিধি হিসেবে নিজ নিজ সংস্থা'র পক্ষে আইসিজেডএম কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবেন এবং পিসিইউ এর সাথে কার্যকরী যোগাযোগ রক্ষা করা;
১১. স্থানীয় পর্যায়ে (জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন) পানি সম্পদ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রচলিত স্থানীয় সরকার কাঠামোকে ব্যবহার করা।
১২. জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ ও এর নির্বাহী কমিটির নির্দেশনার আলোকে সভায় উপস্থাপনের নিমিত্ত সকল প্রকার প্রস্তাবনা প্রস্তুত করা;
১৩. পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্র ইস্যুকরণ;
১৪. পানি আইন সম্পর্কিত বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
১৫. ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের জন্য অনাপত্তি প্রদান।

২০২২-২৩ অর্থবছরে ওয়ারপোর কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ

১) প্রশাসনিক এবং আর্থিক বিষয় সংক্রান্তঃ

ক) ওয়ারপো'র প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ

জেলা পর্যায়ে ওয়ারপো'র প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণীত হয়েছে। ০৭ টি বিভাগীয় শহরের ০৭ টি জেলা কার্যালয়ের জন্য ৫৬ জন জনবল অনুমোদন করা হয়েছে। বাকী জেলাগুলোতে জনবল অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ওয়ারপো'র ৭ টি বিভাগীয় শহরে ইতোমধ্যে ওয়ারপো'র জেলা কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।

চিত্র: ওয়ারপোর অফিস সমূহ

খ) জনবল

কর্মকর্তা ও কর্মচারি	অনুমোদিত কাঠামো অনুযায়ী সংখ্যা	বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারির সংখ্যা	শূণ্য পদ
গ্রেড ১- ৯	৬৩	২৯	৩৪
গ্রেড ১০-১২	১৬	১৪	২
গ্রেড ১১-২০	৬৪	৫৮	০৬
সর্বমোট:	১৪৩	১০১	৪২

গ) বাজেট

২০২২-২০২৩ সালের উন্নয়ন ও রাজস্ব বাজেট **(লক্ষ টাকায়)**

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বরাদ্দ	উৎস
১.	সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ কার্যকরকরণ (Operationalizing Integrated Water Resources Management (IWRM) in compliance with the Bangladesh Water Rules, 2018)	৬৯০.০০	জিওবি =৫৪০.০০ আরপিএ=১৫০.০০
২.	বেতন ভাতাদি	৯৮০.৩৮	জিওবি
৩.	অন্যান্য	৭৯৬.৪২	জিওবি
৪.	উপমোট (২+৩)	১৭৭৬.৮০২	জিওবি
	সর্বমোট	**২৪৬৬.৮০২**	

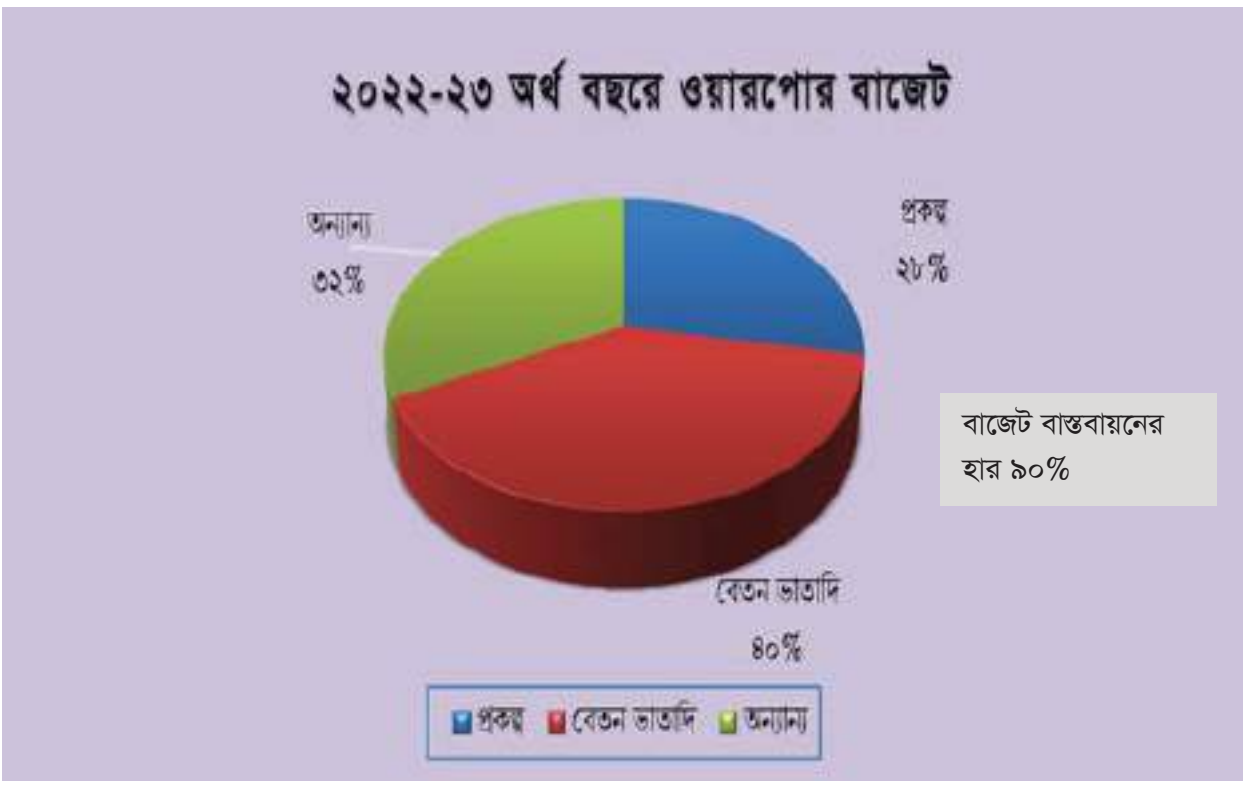

ঘ) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

প্রশিক্ষণ

২০২২-২৩ অর্থবছরে ওয়ারপো ৭ টি প্রশিক্ষণের আওতায় মোট ১৫৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।
প্রশিক্ষণ এর বাৎসরিক বিবরণী (জুলাই ২০২২- জুন ২০২৩)

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির বিষয়	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	তারিখ
১	Training on "Surface Water-Groundwater Interaction Modelling"	১২	০৫-০৬ এপ্রিল, ২০২৩
২	Training on "Aquifer Mapping and Sustainable Groundwater."	১২	১৬-১৭ এপ্রিল, ২০২৩
৩	Training on "Concept of GIS, RS for Capturing Groundwater Data"	১১	১২-১৩ জুন, ২০২৩
৪	শীর্ষক যৌথ গবেষণা প্রকল্পের আওতায় মোবাইল এ্যাপস এর বিষয়ে প্রশিক্ষণ	১১	০১ সেপ্টেম্বর ২০২২
৫	ডি-নথি বিষয়ক ০২ (দুই) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ	২৫	২৮-২৯ ডিসেম্বর, ২০২২
৬	ডি-নথি বিষয়ক ০১ (এক) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ	২৪	১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
৭	MyGov সেবা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৬০	২৮ মে, ২০২৩
	মোটঃ ০৭	**১৫৫ জন**	

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির বিষয়	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	দেশের নাম
১	২	৩
Strategic Planning for River Basin and Deltas	০৪/০৭/২০২২ হতে ২২/০৭/২০২২	নেদারল্যান্ডস

ঙ) পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন, ১৯৯২ এবং বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর অধীন বিভিন্ন কমিটির সভা সংক্রান্তঃ

তথ্যসূত্রঃ পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন, ১৯৯২ এর ধারা ৬ মোতাবেক পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে গঠিত পরিচালনা বোর্ডের ১৭ তম সভা বিগত ০৩/০৮/২০২২ খ্রিস্টাব্দ তারিখে ওয়ারপো কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পানি সম্পদ খাতে গুরুত্বপূর্ণ ১৭ টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২। বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত:

বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৭৩টি অবহিতকরণ কর্মশালা (জাতীয় পর্যায়ে ১টি, বিভাগীয় পর্যায়ে ৮টি এবং জেলা পর্যায়ে ৬৪টি) আয়োজনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত আইন ও বিধিমালা এবং বিধিমালার বিধি-১৪তে বর্ণিত জেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যপরিধি সম্পর্কে মাঠ প্রশাসন এবং জেলা পর্যায়ে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে অবহিতকরণের উদ্দেশ্যে ৫৮টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিগত ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ১৬টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাকী কর্মশালাগুলোর আয়োজন চলমান রয়েছে। এছাড়া আইনের বিভিন্ন ধারাসমুহ বাস্তবায়নের জন্য ওয়ারপো কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

৩। পানি সম্পদ উন্নয়ন খাতের ছাড়পত্র প্রদান:

বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ (১৬ নং ধারা) অনুযায়ী ওয়ারপো বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক চিহ্নিত পানি সম্পদ খাতের অন্তর্ভূক্ত জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ক্লিয়ারিং হাউজ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে এবং প্রকল্পের ছাড়পত্র প্রদান করবে। ২০০৭ সালে এ কার্যক্রম শুরুর পর হতে এ যাবৎ (জুন ২০২৩ পর্যন্ত) এই কর্মসূচীর আওতায় ওয়ারপো, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) এর মোট ৩৭৪টি প্রকল্প প্রস্তাবের ছাড়পত্র প্রদান করেছে। বিগত অর্থবছর (২০২২-২৩, জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত) সময়ে ওয়ারপো, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ০৮ (আট)টি প্রকল্প প্রস্তাব পর্যালোচনান্তে ছাড়পত্র প্রদান করেছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে ওয়ারপো কর্তৃক ছাড়কৃত প্রকল্পসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের তালিকা নিম্নে দেয়া হলো:

ক্রমিক নং	জেলা	প্রকল্পের নাম	আবেদন পত্র প্রাপ্তির তারিখ	ছাড়পত্র প্রদানের তারিখ
১।	কুমিল্লা ও চাঁদপুর	কুমিল্লা ও চাঁদপুর জেলার অন্তর্গত নতুন ডাকাতিয়া নদীর পুন:খনন শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প	৩১/০৮/২০২২	২৬/০৯/২০২২
২।	খুলনা	খুলনা ৩৩০ মেঃওঃ ডুয়েল ফুয়েল সিসিপিপি নির্মাণ প্রকল্পে নলকূপ স্থাপনের অনাপত্তি পত্র।	০৮/০৮/২০২২	১৯/০৯/২০২২
৩।	সুনামগঞ্জ	"সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলাধীন কুশিয়ারা নদীর ডানতীরে অবস্থিত ফেসীবাজার, ভাংগাবাড়ী ও বাগময়না এলাকায় নদী তীর সংরক্ষণ" শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প	১৮/১০/২০২২	২৮/১২/২০২২
৪।	সিলেট	“Flood Reconstruction Emergency assistance project (FREAP)”	৩১/১০/২০২২	২৯/১২/২০২২
৫।	কুষ্টিয়া, চুয়াডাংগা, ঝিনাইদহ, মাগুরা	গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন	১৭/০৮/২০২২	৩০/১০/২০২২
৬।	বরিশাল	"বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলাধীন বরিশাল বিমানবন্দর এলাকা সুগন্ধা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা” শীর্ষক প্রকল্প।	১১/০১/২০২৩	০১/০৩/২০২৩
৭।	বাগেরহাট	"বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট উপজেলাধীন মধুমতি নদীর ভাঙ্গন থেকে সোনাপুর, গাড়ফা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা রক্ষা” শীর্ষক প্রকল্প।	০২/০৩/২০২৩	২৩/০৩/২০২৩
৮।	সিলেট	সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলাধীন বন্যা নিয়ন্ত্রন, নিষ্কাশন ও সেচ শীর্ষক প্রকল্প	২৯/১২/২০২২	০২/০৩/২০২৩

বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১৯ অনুযায়ী ওয়ারপো নিম্নলিখিত ১৩ প্রকার প্রকল্পের ছাড়পত্র প্রদান করে।

১. বন্যা নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থাপনা প্রকল্প;
২. ভূপরিস্থ পানি আহরণ, সরবরাহ বা ব্যবহার সংক্রান্ত প্রকল্প বা প্রকল্পের অংশবিশেষ;
৩. ভূপরিস্থ পানি দ্বারা সেচ প্রকল্প;
৪. হাইড্রোলিক অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প;
৫. পানি সংরক্ষণ প্রকল্প;
৬. বন্যা প্লাবিত সমতল ভূমি বা জলাভূমি উন্নয়ন প্রকল্প;
৭. শিল্পের জন্য ভূপরিস্থ পানি ব্যবহার প্রকল্প;
৮. নদীর তীর সংরক্ষণ বা নদী শাসন প্রকল্প;
৯. নদী খনন বা ড্রেজিং প্রকল্প;
১০. খাল খনন বা পুনঃখনন প্রকল্প;

১১. ভূপরিস্থ পানিতে মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প;
১২. ভূগর্ভস্থ পানি আহরণ, সরবরাহ বা ব্যবহার সংক্রান্ত প্রকল্প বা প্রকল্পের অংশবিশেষ ;
১৩. মহাপরিচালক কর্তৃক উপযুক্ত বিবেচিত অন্যান্য প্রকল্প।

বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ২০ এর উপবিধি ২(ঘ) অনুযায়ী ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ বা তদূর্ধ্ব টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের পানি সম্পদ উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা ছাড়পত্র প্রদান করে থাকে।

৪। অনাপত্তি প্রদান কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন:

বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩০ এর উপবিধি (৩) এ উল্লেখ রয়েছে যে "ভূর্গভস্থ পানি ধারক স্তর হইতে যে কোনো উদ্দেশ্যে গভীর নলকূপ স্থাপন করিয়া ফোর্সমোডে পানি উত্তোলনের ক্ষেত্রে অনাপত্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ হইবে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা"। উক্ত বিধি অনযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা ফোর্সমোডে পানি উত্তোলনের ক্ষেত্রে সরকারী/বেসরকারী শিল্প ও বানিজ্যিক সংস্থাসহ মোট ২৫ টি প্রতিষ্ঠানকে অনাপত্তি প্রদান করেছে।

৫। ফি বা সেবামূল্য সংক্রান্ত:

বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৩,৮,৩৭ ও ৪১ এর সাথে সঙ্গতি রেখে এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪৭ (অনুমতি, অনাপত্তি, প্রকল্পের ছাড়পত্র, নবায়ন ইত্যাদি ফি নির্ধারণ ও পরিশোধ পদ্ধতি) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তাবিত ফি বা সেবামূল্য চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৬। 'জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার' (এনডব্লিউআরডি):

(ক) উপাত্ত সরবরাহ (Data Dissemination)

'জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার (National Water Resources Database, এনডব্লিউআরডি)' ওয়ারপো কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দেশের সমন্বিত পানি সম্পদের একটি কেন্দ্রীয় উপাত্তভান্ডার। মাল্টিডিসিপ্লিনারি উপাত্তভান্ডার, এনডব্লিউআরডি এবং এর সাব-সেট আইসিআরডি (Integrated Coastal Resources Database, সমন্বিত উপকূলীয় সম্পদ উপাত্তভান্ডার) -এ ভূ-পরিস্থ পানি, ভূ-গর্ভস্থ পানি, পরিবেশ, জলবায়ূ, মৃত্তিকা, কৃষি, বন, মৎস্য এবং আর্থ-সামাজিক বিষয়ে এ যাবত ১১০০ (এগারো শত) টি জিআইএস, টাইম-সিরিজ ও টেব্যুলার ডাটালেয়ার ডিজিটাল ফর্মে সংরক্ষিত আছে। সারাদেশের প্রায় ৫০ টি সংস্থার এবং ওয়াপোর নিজস্ব তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় ভ্যালু-এ্যাড ও গুণগতমান যাচাইপূর্বক উপাত্তভান্ডার দুইটিতে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এই উপাত্ত ভান্ডারসমূহ পানি সম্পদ সম্পর্কিত বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তিদের জন্য ডিজিটাল উপাত্ত ও তথ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। বিভিন্ন সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহ তাদের পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, গবেষণা, প্রকল্প বাস্তবায়ন, অধ্যয়ন ইত্যাদি কাজে এনডব্লিউআরডি ও আইসিআরডি এর উপাত্ত ব্যবহার করে থাকেন।

উপাত্ত সরবরাহ	অর্জিত অর্থ
২০২২-২৩ অর্থবছরে ওয়ারপো কর্তৃক পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো) সহ মোট ০৭ টি প্রতিষ্ঠানকে এনডব্লিউআরডি ও আইসিআরডি হতে মোট ১২ (বার) বার উপাত্ত সরবরাহ করা হয়েছে	মোট ১৬৪৯৯২.০০ (এক লক্ষ চৌষট্টি হাজার নয়শত বিরানব্বই) টাকার উপাত্ত বিক্রির অর্থ কোষাগারে জমা হয়ে ।

(খ) উপাত্ত সংগ্রহ

এনডব্লিউআরডি (National Water Resources Database) ও আইসিআরডি (Integrated Coastal Resources Database) এর বিদ্যমান উপাত্তসমূহ হালনাগাদকরণ এবং নতুন নতুন উপাত্ত অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ২০২২-২৩ অর্থবছরে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, এবং নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড হতে ভূ-পরিস্থ, ভূ-গর্ভস্থ পানি এবং conjunctive use of Surface water & Groundwater এর ডিজিটাল উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

৭। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) বাস্তবায়ন

(ক) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)

তথ্যসূত্র: মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের মধ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০২৩ সালের জুন মাসের ১৫ তারিখ স্বাক্ষরিত হয়েছে। এপিএ মুল্যায়নে ২০২১-২২ অর্থবছরে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা ১ম স্থান অর্জন করে।

(খ) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS)

তথ্যসূত্র: পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর, বোর্ড ও সংস্থা সমূহের মধ্যে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার মহাপরিচালক জনাব মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী ২০২২-২৩ অর্থবছরে পুরস্কৃত হয়েছেন।

৮। প্রকল্প বাস্তবায়ন

(ক) সমাপ্ত প্রকল্প

প্রকল্পের নাম	"সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ কার্যকরকরণ" শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্প
প্রকল্পের সময়কাল	০১/০১/২০২০ হতে ৩০/০৬/২০২৩ পর্যন্ত
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর কার্যকর প্রয়োগে প্রকল্প এলাকার মৌজা পর্যায় পর্যন্ত ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানি সম্পদের প্রাপ্যতা এবং ভূ-গর্ভস্থ পানিধারক স্তরের নিরাপদ আহরণ সীমা নিরুপনসহ ওয়ারপোর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।
প্রকল্প এলাকা	রাজশাহী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ এবং নওগাঁ জেলা
প্রকল্পের বাজেট	১৫৩৩.৭৬ লক্ষ টাকা (জিওবি = ১০২৩.৭৬ লক্ষ টাকা এসডিসি = ৫১০.০০ লক্ষ টাকা)
প্রকল্পের প্রধান আউটপুটসমূহ	১. প্রকল্প এলাকার পানি সম্পদ ও ব্যবস্থাপনার সঠিক অবস্থা সম্পর্কে অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ মূল্যায়ন (PRA) রিপোর্ট। ২. প্রকল্প এলাকার সুপেয় পানির আধার ও জলজ প্রাণীর আবাস স্থল হিসাবে সম্ভাব্য জলাধার সংরক্ষণের জন্য নির্ধারণ। ৩. ওয়ারপোকে অধিদপ্তর করার লক্ষ্যে খসড়া আইন প্রস্তুত। ৪. রাজশাহী জেলার ১৩টি ইউনিয়ন, চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার ১০টি ইউনিয়ন এবং নওগাঁ জেলার ২৪টি ইউনিয়ন পানি সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন।

চিত্র: প্রকল্পের আওতায় জাতীয় কর্মশালা

চিত্র: প্রকল্পের আওতায় জাতীয় কর্মশালা

চিত্র: প্রকল্পের আওতায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় কর্মশালা

চিত্র: প্রকল্পের আওতায় নওগাঁ জেলায় কর্মশালা

(খ) চলমান প্রকল্প

গবেষণা প্রকল্পের নাম	:	**Establishment of Water Quality Index (WQI) through Principal Component Analysis for the Dhaka-based Rivers**
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	১৮০.১৬ লক্ষ টাকা
বাস্তবায়নকাল	:	জুন, ২০২৩- মে, ২০২৫
উদ্দেশ্য	:	এই গবেষণা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পাইলট ভিত্তিতে ঢাকার পার্শ্ববর্তী ৪টি নদীর পানির গুনগত মান যাচাই করার নির্ণায়ক হিসেবে Water Quality Index (WQI) নির্ণয় করার জন্য একটি উপযুক্ত পদ্ধতি নিরুপন করা। গবেষণাটির সামগ্রিক লক্ষ্য হচ্ছে নদীগুলোর পানির গুনগত মানের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করা এবং পরিস্থিতির উন্নতির জন্য একটি কার্যকর পদ্ধতির সুপারিশ প্রদান করা যাতে সঠিক পরিকল্পনা ও ডিজাইনের মাধ্যমে টেকসই নদী ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা সম্ভবপর হবে।
প্রকল্প এলাকা	:	ঢাকা জেলার পার্শ্ববর্তী ৪ (চার)টি নদী - বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু এবং শীতলক্ষ্যা নদী।
কাঙ্ক্ষিত ফলাফল	:	• বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু এবং শীতলক্ষ্যা নদীর পানির গুনগত মানের অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত; • প্রতিটি নদীর পানির গুনগত মান অবনমনের জন্য পানিতে উপস্থিত প্রধান উপাদানগুলো PCA এর মাধ্যমে চিহ্নিতকরণ; • দেশের নদীগুলোর WQI নির্ণয় করার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি কার্যকর পদ্ধতি; • ভবিষ্যতে নদীগুলোর পূনর্বাসন ও কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতের জন্য সুপারিশমালা।

চিত্র: অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার নেতৃত্বে ঢাকা জেলার পার্শ্ববর্তী বুড়িগঙ্গা নদীর মনিটরিং সাইটে মাঠ পর্যায়ে জরিপ

(গ) প্রস্তাবিত প্রকল্প (Proposed Project)

১. "বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর কার্যকর প্রয়োগে বাংলাদেশের উত্তর কেন্দ্রীয় হাইড্রোলজিক্যাল অঞ্চলের ১০টি জেলায় পানি সম্পদের প্রাপ্যতা এবং ভূ-গর্ভস্থ পানি ধারকস্তরের নিরাপদ আহরণ সীমা নিরূপণ"

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)
প্রকল্প প্রাক্কলিত ব্যয়	৪৯৮৪.৭৬ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের উত্তর-কেন্দ্রীয় হাইড্রোলজিক্যাল অঞ্চলের ১০ টি জেলায় বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ ও বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর কার্যকর প্রয়োগের লক্ষ্যে ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানি সম্পদের প্রাপ্যতা, গুণগত মান এবং ভূ-গর্ভস্থ পানিধারক স্তরের নিরাপদ আহরণ সীমা নিরুপন করা। উক্ত অঞ্চলের শিল্প জোন, ভূগর্ভস্থ পানি ধারকস্তরের নিম্নমূখী প্রবণতা, অধিক জনসংখ্যার চাপ, অর্থনৈতিক অঞ্চল, ভূপরিস্থ পানি দূষণ, নগরায়ণ প্রবণতা উক্ত প্রকল্পের কেন্দ্রীয় বিবেচ্য বিষয়।
প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	-প্রকল্প এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানির গুনগত মান নির্ধারণ এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পানির ব্যবহার ও চাহিদা বিবেচনা করে পানি সংকটাপন্ন এলাকা (Water Stress Area) চিহ্নিত করা; -বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ প্রয়োগে প্রকল্প এলাকায় মৌজা পর্যায়ে অ্যাকুয়াফারের স্থানিক (Areal) ও উলম্ব (Vertical) ব্যাপ্তি এবং সম্ভাব্য রিচার্জ পটেনশিয়াল নির্ধারণ করে ভূ-গর্ভস্থ পানিধারক স্তরের ট্রেন্ড এবং নিরাপদ আহরণ সীমা (safe yield) নির্ধারণ করা; -প্রকল্প এলাকায় জরিপ, হাইড্রোলজিক্যাল মডেলিং এবং ষ্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানি সম্পদের প্রাপ্যতা, ব্যবহার ও চাহিদার অনুসন্ধানপূর্বক টেকসই পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ণ করা; -প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন খাতওয়ারী (কৃষি, সেচ, মৎস্য, শিল্প, গৃহস্থলী প্রভৃতি) ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানি সম্পদের প্রাপ্যতা, গুণগত মান, ব্যবহার ও চাহিদা সংক্রান্ত ম্যাপ প্রণয়ন এবং জিআইএস উপাত্তভান্ডার প্রস্তুতকরণ।

২. জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা প্রণয়ন (Technical Assistance Project for "Preparation of national Water Resources Plan (NWRP)" শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্প।

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)
প্রকল্প প্রাক্কলিত ব্যয়	৭৩৭.০০ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৫ অনুযায়ী জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ ও বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়ন ও দেশের পানি সম্পদের যৌক্তিক ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করণ।

৩। "Assessing Sedimentation in Long-Term Morphological Time-Scale in GBM Delta" শীর্ষক যৌথ গবেষণা প্রকল্প

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)
প্রকল্প প্রাক্কলিত ব্যয়	১৫০.০০ লক্ষ টাকা।
গবেষণা প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রস্তাবিত গবেষণায় বিভিন্ন Sediment Management Option সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিজনিত ভূমিরূপ পরিবর্তন ঠেকিয়ে টেকসই ব-দ্বীপ বিস্তারে দীর্ঘমেয়াদে কিরূপ কার্যকর হবে তা মডেলসিমুলেসন এর মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হবে। বাংলাদেশে প্লাবনভূমিতে পলি পড়ার হার/পলিরস্তর নির্ণয় তথ্য খুবই অপ্রতুল। ফলে নির্ভুলভাবে মডেল ক্যালিব্রেসন ও ভেলিডেশন করা দূরহ হয়ে পড়ে। এই গবেষণায় বিষয়টি সমাধানে ৩০০ টি লোকেশনে পলির স্থর উপাত্ত নির্ণয় করা হবে।
প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বাংলাদেশ ডেল্টা মডেল ব্যবহার করে বাংলাদেশ ব-দ্বীপের প্লাবনভূমিতে দীর্ঘমেয়াদী পলি ব্যবস্থাপনা কৌশল (Sediment Management Option) বিষয়ে অনুসন্ধান। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সমূহ- ১. দীর্ঘমেয়াদী মরফোলজিক্যাল সময়স্কেলে পলির ভারসাম্য নির্ণয় ২. বদ্বীপ প্লাবনভূমিতে দীর্ঘমেয়াদে পলি জমা হওয়ার হার নির্ণয় সেডিমেন্টেসনের উপর পলি ব্যবস্থাপনায় গৃহীত বিভিন্ন কৌশলের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব বিশ্লেষণ।

৪. "ক্লাইমেট স্মার্ট ইনটিগ্রেটেড কোস্টাল রিসোর্সেস ডাটাবেস (সিএসআইসিআরডি) (Climate Smart Integrated Coastal Resources Database (CSICRD)" শীর্ষক প্রকল্প।

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)
প্রকল্পের মেয়াদ	বাংলাদেশ ডেল্টাপ্ল্যান ২১০০ অনুযায়ী প্রকল্পের মেয়াদকাল ১২ বছর।
প্রকল্প প্রাক্কলিত ব্যয়	১২২০.০০ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের অর্থায়ন	বাংলাদেশ সরকার।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু সমন্বিত উপকূলীয় সম্পদের একটি উপাত্তভান্ডার/ডাটাবেস প্রস্তুতকরণ। উক্ত ডাটাবেস, বিভিন্ন উন্নয়ন/সমীক্ষা/কারিগরী সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজিত একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন। এছাড়া, উক্ত ডাটাবেস উপকূলীয় সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উন্নতমানের গুণমান অর্জনে সহায়তাকরণ।
প্রকল্পের আউটপুট	বাংলাদেশে জলবায়ু সহিষ্ণু সমন্বিত উপকূলীয় সম্পদের একটি উপাত্তভান্ডার।

ওয়ারপো'র ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র

পানি সম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট খাতের এ যাবৎ কালে প্রকাশিত সবচেয়ে বেশি এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভান্ডার নিয়ে গঠিত 'ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র' সম্প্রতি নিজস্ব স্থায়ী ভবনে স্থানান্তরিত হয়ে দ্রুততম সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানকে ডিজিটাল বই, রিপোর্ট, জার্নাল ইত্যাদির মাধ্যমে তথ্য ও প্রযুক্তির কার্যকর সেবা প্রদান করছে ওয়ারপো'র 'ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র'।

১. হার্ড কপি
২. ডিজিটাল কপি
৩. তথ্য ব্যবহারকারীর জন্য কার্যকর সহযোগী পরিবেশ
৪. সহায়ক রিডিং স্পেস
৫. জার্নাল
৬. ফটোকপি
৭. হেল্প ডেস্ক/ইনফরমেশান সেবা ইত্যাদি এর মাধ্যমে নিত্য নতুন বই, রিপোর্ট, জার্নালের তথ্য সম্ভারে সমৃদ্ধ হচ্ছে।

পানি সম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দীর্ঘদিনের পুরনো, দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য, মূল্যবান বিভিন্ন স্টাডি/পরিকল্পনা/মহাপরিকল্পনার প্রতিবেদন, জার্নাল এবং বই এর সমৃদ্ধ সমন্বয়ে গঠিত এবং প্রতিনিয়ত হালনাগাদকৃত ওয়ারপো লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র প্রতিনিয়ত ডিজিটাল সমৃদ্ধির পথে অগ্রসরমান। ইতোমধ্যে সবচেয়ে দুর্লভ এবং মূল্যবান ডকুমেন্ট সমূহ ডিজিটাল ফর্মেটে রুপান্তরের মাধ্যমে লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্রের ডিজিটাল শাখা ক্রমাগত সমৃদ্ধ হচ্ছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে মোট ৩৮ টি নতুন বই ওয়ারপোতে ক্রয় করা হয়েছে এবং পরিবেশ ও পানি খাতের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থা'র প্রতিনিধি ওয়ারপো'র লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র ব্যবহার করেছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এছাড়া সংস্থার কর্মকর্তা, কর্মচারীগণ প্রাত্যাহিক দাপ্তরিক কাজ ও বিশেষ পরিকল্পনা কাজে প্রতিনিয়ত লাইব্রেরী ব্যবহার করে থাকেন। জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ৫৪ টি রিপোর্ট/জার্নাল ওয়ারপোর লাইব্রেরীতে সংযুক্ত করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু কর্ণার

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)-এর গ্রন্থাগারে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু কর্ণার ওয়ারপো'র লাইব্রেরীতে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। বঙ্গবন্ধু কর্ণার ওয়ারপো'র লাইব্রেরীতে স্থায়ীভাবে স্থাপন করা হয়েছে এবং বঙ্গবন্ধু কর্ণারে বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর জীবনী সম্পৃক্ত ২১৩ টি নতুন বই সংরক্ষণ করা হয়েছে।

চিত্র: বঙ্গবন্ধু কর্ণার, ওয়ারপো লাইব্রেরী

উত্তম চর্চা (Good Practice)

ক) পরিবেশবান্ধব (Environment Friendly) অফিস কক্ষ

ওয়ারপো ভবন স্থাপত্যগতভাবে একটি পরিবেশ বান্ধব ভবন। ভবনের বিভিন্ন কক্ষের দরজা জানালাসমূহ যথেষ্ট সুপরিসর এবং কাঁচ দ্বারা নির্মিত। অফিস কক্ষসমূহে বড় বড় জানালা থাকায় সহজে আলো ও বাতাস প্রবেশ করতে পারে। ফলে অহেতুক লাইট ও এসির ব্যবহার ন্যূনতম পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখা যায়। পরিবেশের উপাদান সমুহ যেমন আলো, বাতাস, Aesthetics ইত্যাদির সর্বোচ্চ ব্যবহারের ফলে বিদ্যুতের অপচয় যথেষ্ট হ্রাস করার পাশাপাশি আর্থিক সাশ্রয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সর্বপোরি ওয়ারপোতে একটি দূষণমুক্ত প্রকৃতিবান্ধব কর্মপরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

চিত্র: ওয়ারপো অফিস কক্ষ

খ) ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরি ও তথ্যকেন্দ্র

ওয়ারপোর একটি সমৃদ্ধ ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরি ও তথ্যকেন্দ্র আছে। এতে পানি সম্পদ সম্পর্কিত পর্যাপ্ত তথ্য উপাত্ত সম্বলিত বই, রিপোর্ট, জার্নাল সহ পানি খাতের মূল্যবান ডকুমেন্ট হার্ডকপি/ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষিত রয়েছে। লাইব্রেরীর তথ্যাদি ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে কোন স্থানে থেকে ব্যবহার যোগ্য। বিভিন্ন ব্যক্তি, সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এই লাইব্রেরী থেকে সেবা গ্রহণ করে থাকে। পানি সম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত এই লাইব্রেরি দীর্ঘদিনের পুরনো, দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য মুল্যবান বিভিন্ন স্টাডি/পরিকল্পনা/মহাপরিকল্পনার প্রতিবেদন, জার্নাল ও বইয়ে সমৃদ্ধ এবং প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করা হয়।

চিত্র: ওয়ারপো ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরি

গ) হালনাগাদ ওয়েবসাইট এবং পানি সম্পদ খাতে তথ্য ও উপাত্ত সমৃদ্ধ জাতীয় পানি সম্পদ ডাটাবেইস (এনডব্লিউআরডি)

হালনাগাদ ওয়েবসাইট ও জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার সংরক্ষণ ও হালনাগাদ করা ওয়ারপোর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। ''জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা" প্রকল্পের আওতায় ওয়ান স্টপ উপাত্ত সরবরাহের কেন্দ্র হিসাবে ওয়ারপোতে ''জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার (এনডব্লিইআরডি)'' এবং "সমন্বিত উপকুলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা' প্রকল্পের আওতায় 'সমন্বিত উপকুলীয় সম্পদ উপাত্তভান্ডার (আইসিআরডি)' স্থাপিত হয়েছে। মাল্টিডিসিপ্লিনারি এই উপাত্তভান্ডার ভূ-পরিস্থ পানি, ভূগর্ভস্থ পানি, মৃত্তিকা ও কৃষি, মৎস্য, বন,

আর্থসামাজিক, আবহাওয়া ও পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ ইত্যাদি হিসাবে শ্রেণীকরণ করা হয়েছে। এযাবৎ এনডব্লিইআরডিতে এবং আইসিআরডিতে পৃথকভাবে ৫৫০ এর অধিক জিআইএস, টাইমসিরিজ ও টেবুলার উপাত্তস্তর (data layer) ডিজিটাল ফর্মে সংরক্ষণ করা হয়েছে। গবেষণা, উচ্চশিক্ষা ও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এ উপাত্ত-ভান্ডার হতে সেবা গ্রহণ করে উপকৃত হচ্ছেন।

চিত্র: পানি সম্পদ ডাটাবেইজ (এনডব্লিউআরডি)

ঘ) আধুনিক ও সমৃদ্ধ আইসিটি প্রশিক্ষণ ল্যাব

বর্তমানে আইসিটি দৈনন্দিন জীবনে অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে এবং আশা করা হয় যে এই প্রবণতা অব্যাহত থাকবে। আইসিটি স্বাক্ষরতা মানুষের কর্ম, সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে একটি অপরিহায্য কার্যকরী প্রয়োজন হিসাবে স্থান করে নিয়েছে। আইসিটি প্রশিক্ষণ আইসিটি সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য কর্মীদের দক্ষতা, ক্ষমতা এবং জ্ঞান বাড়ানোর একটি অন্যতম প্রক্রিয়া। আইসিটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মচারীদের মধ্যে নিত্যনতুন চিন্তাধারা তৈরি করে এবং কর্মদক্ষতা বাড়ানোর মাধ্যমে কর্মচারীদের গুণগত মানের কর্ম সমপাদনে সহায়তা করে। ওয়ারপো তথা পানি সেক্টরে কর্মরত কর্মকর্তাদের মধ্যে আইসিটি জ্ঞান বাড়ানোর লক্ষ্যে ওয়ারপো আইসিটি প্রশিক্ষণ ল্যাব এর মাধ্যমে পানি সম্পদ সেক্টরে জিআইএস, রিমোর্টসেন্সিং, ই-নথি ব্যবস্থাপনা, ই-প্রকিউরমেন্টসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ওয়ারপোসহ পানি সম্পদের স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত আছে।

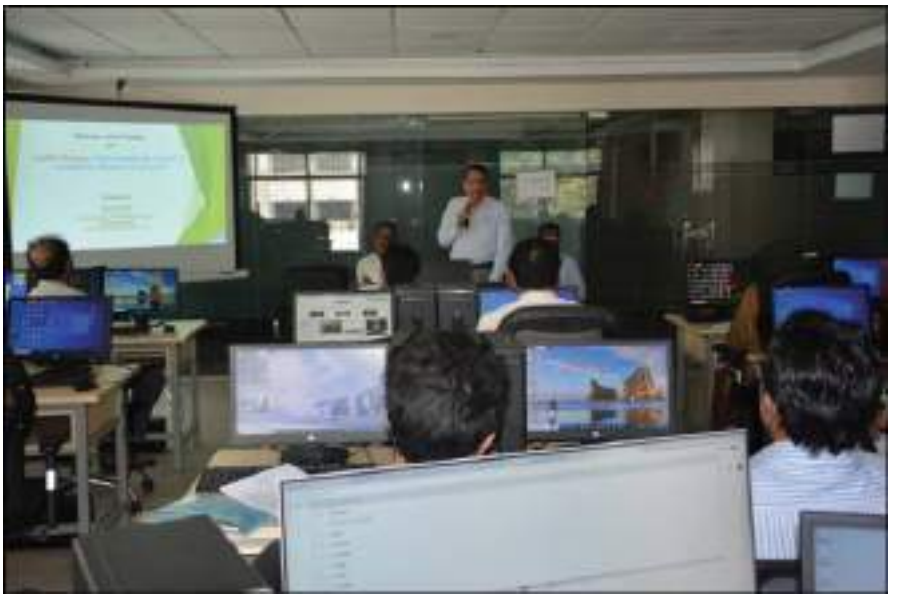

চিত্র: ওয়ারপো আইসিটি প্রশিক্ষণ ল্যাব

ফটোগ্যালারি

চিত্র: পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্র এবং ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের অনাপত্তি অনলাইন টুলস এর শুভ উদ্বোধন করেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব নাজমুল আহসান (৩ জানুয়ারি, ২০২৩)

চিত্র: ১৯ জুন ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখে ঠাকুরগাঁও জেলায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়নে মতবিনিময় কর্মশালা

চিত্র: ১৩ জুন ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখে শেরপুর জেলায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়নে মতবিনিময় কর্মশালা

চিত্র: মহাপরিচালক, ওয়ারপো ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে সাভার স্মৃতিসৌধে

চিত্র: ১৭ মার্চ ২০২৩ তারিখ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন

চিত্র: পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার প্রাক্তন নিরাপত্তা প্রহরী মরহুম মোঃ কামরুল হাসান এর পরিবারকে ওয়ারপোর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান